একাদশ পরিচ্ছেদ

শি(া

পটভূমিকা

মুর্শিদাবাদের শি(া - ঐতিহ্য বহু শতাব্দীর। সপ্তম শতাব্দীর গুপ্ত রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থান এ জেলাতে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে কর্ণসুবর্ণের মানুষের শি(াপ্রীতি ছিল সুবিদিত। কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধবিহার ছিল তৎকালীন শি(ার স্বনামধন্য পীঠস্থান। বৌদ্ধমঠের সংখ্যা ছিল বহু এবং কোনটিতেই দু'হাজারের কম শি(ার্থী ছিল না।

মুর্শিদাবাদ জেলা, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চল এবং ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। বাস্তবিক, আর্য অধিকারের সময় থেকেই এ অঞ্চলে শি(াবিস্তারের চেষ্টা হয়েছে। কর্ণসুবর্ণে উৎখননের ফলে রক্ত(মৃত্তিকা বিহারের মধ্যে আনুমানিক তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর এক বি(বিদ্যালয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই হিসাবে এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠান নালন্দা, বিত্র(মশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুর প্রভৃতি উত্তর পূর্ব ভারতের তাবৎ বিহার ও বি(বিদ্যালয়ের পথিকৃৎ। হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীদের শি(া, শিষ্টতা এবং উচ্চ সংস্কৃতির প্রশংসা করেছেন। (On Yuan Chwang's Travels - Walters, Vol-II) পাল আমলেও কয়েকটি বৌদ্ধবিহার এই অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। এই সকল স্থানেও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হ'ত, তা অনুমান করা চলে। সেন আমলেও মুর্শিদাবাদ জেলার এই অঞ্চলে যে সংস্কৃত শি(ার ভালোই প্রচলন ছিল তাও ধরে নেওয়া যায়।

মুসলমান অধিকারের সময় দেশের শি(া প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে বৌদ্ধ বিহারগুলির অধিকাংশই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তবে মুসলমান শাসকগণ প্রথম থেকেই মসজিদ এবং মক্ত(ব, মাদ্রাসা প্রভৃতি শি(া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। স্বয়ং বখ্ত - ইয়ারও মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করেন। গিয়াস-উদ্-দীন ইউয়জও বহুসংখ্যক মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। জেলার গু(ত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ইসলামী শি(া ও সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রথম দিকে না হলেও পরবর্তী কালে মুসলমান অধিকার স্থিতিশীল হলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান - প্রদানের মধ্য দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। শি(া ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। সুতরাং এই সময় থেকে পূর্বতন সংস্কৃত শি(ারও পুনঃ প্রসার হয়। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ(ব ধর্মের ব্যাপক প্রসার এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বৈষ(ব ধর্ম কেন্দ্রগুলির সংস্কৃত শি(ার প্রসারে বিরাট ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং সাহিত্য স্রষ্টাদের আবির্ভাব এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারতীয় - মুসলমান সংস্কৃতি হুসেন শাহ্ - এর সময় থেকেই এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। ১৮ শতকে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে এই সংস্কৃতি অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছায়। সেখ, সৈয়দ, খোন্দকার, চৌধুরী, মীর্জা, কাজী প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান পরিবারগুলি এই জেলায় বসবাস ক'রে প্রচলিত বিচিত্র এবং সমন্বিত সংস্কৃতিতে একটি নতুন ধারা যোগ করেন। বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে মুর্শিদাবাদ মোগল দরবারের রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত(হয়ে পড়ে। হুসেন শাহ্-এর মতই মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর রাজস্ব বিভাগে উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে বাঙালী হিন্দুদের নিযুক্ত(করেন। ফলে আঠার শতকেই বিত্তশালী বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই ভাবে ঊনিশ শতকের নবজাগরণের ভূমি প্রস্তুত হয়ে যায়।

রাজধানী মুর্শিদাবাদে শি(ার প্রসার যথেষ্টই ছিল সন্দেহ নেই। তবে তা প্রধানত ভারতের তৎকালীন মুসলমান দরবারী সংস্কৃতির পীঠস্থান দিল্লীর অনুসারী। মুর্শিদাবাদ নগরীতে আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত মিলিয়ে চল্লিশটিরও বেশী উচ্চশি(ার বিদ্যালয় ছিল। অবশ্য আরবী ও ফার্সী শি(া প্রতিষ্ঠানই ছিল অনেক বেশী।

আঠার শতকে রাণী ভবানীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে বহু সংস্কৃত টোল এবং চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়। এই বাবদে তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ঊনিশ শতকে রাজা হরিনাথ কাশিমবাজারে সংস্কৃত শি(ার প্রবর্তনে অনেক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। কাশিমবাজারের আর এক রাজবংশের রাণী আন্নাকালীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট অবদান আছে। ঊনিশ শতকের প্রখ্যাত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন 'রাধারমণ' মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং বহু সংস্কৃত এবং বৈষ(ব গ্রন্থ প্রকাশ করে শি(া প্রসারে সহায়তা করেন।

বাংলায় বৃটিশ শাসনের ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবর্তনের ফলে ফরাসী বিদ্রোহের ধারণা, ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিল্প বিপ্-বের কলা কৌশল এবং মুদ্রাযন্ত্রের সংস্পর্শে এ দেশে এক সমাজ বিপ্-বের সূচনা হয়। ফলে এক নতুন মূল্যবোধের জগতের দ্বার উন্মুক্ত(হওয়ায় এদেশে এক সমাজ বিপ্-বের সূচনা হয়

এবং এক নতুন সমাজের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগ শেষ হয়ে বাংলার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। নানা ধরণের বিরোধিতা সত্বেও এবং সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ থাকলেও এটা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল আন্দোলন এবং এর ফলে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়।

কর্ণসুবর্ণ ও রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের পরবর্তী দীর্ঘকালের কোনো বিশদ ঐতিহাসিক তথ্য নেই। শি(া ও সংস্কৃতির ইতিহাসের তথ্যও স্বাভাবিক কারণেই অপ্রতুল। ভবদেব ভট্ট, কিংবা আয়ুর্বেদাচার্য গঙ্গাধর (১৭৯৮-১৮৫৫) - এর নামোল্লেখ পাওয়া যায় বিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু শি(া ও শি(া প্রতিষ্ঠানের পরম্পরাগত ঐতিহাসিক তথ্য নেই। আধুনিক যুগের সূচনায় উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলার শি(া ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রতিবেদন তৈরী করেছিলেন সেখানেই প্রথম জেলার শি(া ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়। অ্যাডাম তার প্রতিবেদন তৈরী করেছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অনুরোধে। অ্যাডামের প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত ফ্রান্সিস বুকাননের প্রতিবেদন, রেকর্ডস অব্ দি জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইন্সট্রাকশন, ওয়াল্টার হ্যামিলটনের ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার ইত্যাদি ছিল ১৮৩৫ সালের প্রতিবেদনের ভিত্তি। অ্যাডাম লিখেছিলেন, যদিও তার পূর্বসূরীরা দেশীয় শি(াব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেননি, তবুও প্রণোতীতভাবেই জেলার গ্রাম ও শহরে প্রাথমিক শি(ার ব্যবস্থা ছিল। অ্যাডামের তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে। এই প্রতিবেদনটি ছিল (ত্রসমী(া ভিত্তিক। অ্যাডাম লিখেছেন, 'জেলার কুড়িটি থানায় ৬৭টি দেশীয় বিদ্যালয় আছে তার ৬২টি বাংলা ও ৫টি হিন্দি। ওয়েস্টার্ণ প্রভিন্স থেকে যারা নগরে (মুর্শিদাবাদ) বসবাসের জন্য এসেছেন, শেষোক্ত(বিদ্যালয়গুলি তাদের জন্য তৈরী।'

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, ১১টি গ্রাম, মহল্লা বা বাজারের প্রতিটিতে দুটি করে, অর্থাৎ মোট ২২টি বিদ্যালয় আছে। ২০টি বাংলা এবং ২টি হিন্দি। অন্যান্য গ্রাম গুলিতে আছে বাকী ৪৫টি বিদ্যালয়।

শি(কেরা ছিলেন উচ্চ ও নীচ, বিভিন্ন বর্ণের। কায়স্থের সংখ্যা ছিল বেশী - মোট ৩৯ জন কায়স্থ শি(ক ছিলেন। অন্যেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, সুবর্ণবণিক, বৈদ্য, আগুরি, শুঁড়ি, সদগোপ, কৈবর্ত, ছেত্রী, চান্দেল্লা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হ'ত কখনো ধনী ব্যক্তি(দের দানে, কখনো চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে, কখনো বা শি(কের খরচেই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কোনো গৃহ ছিল না। শি(কের বাড়ির একটি ঘর, গ্রামের মন্দির বা মসজিদ, কোনো অভিভাবকের বাড়ির বাইরের অংশ, দোকানঘর, বা গাছের ছায়ায় শি(াদান চলত। ৬৭টি বিদ্যালয়ের মোট শি(ার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৮০। সকল বর্ণের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা আসত। অ্যাডাম দেখিয়েছিলেন, ছাত্ররা প্রায় দশ বছর বিদ্যালয়ে কাটাত। তারপর পর্যায়ত্র(মে পান্থপাদপের পাতা, কাঠের বোর্ড, পেতলের পে-ট এই স্তরগুলি পার হয়ে শি(ার্থী কাগজে লেখার যোগ্যতা অর্জন করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাসের হিসাব তাদের শেখানো হ'ত। দেশীয় ভাষায় সহজ পাঠ, শুভংকরী পাটিগণিত, সরল সংস্কৃত নীতিকথা, শ্রীরামপুরে ছাপা ভূগোল বইও পাঠ্য হিসাবে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হ'ত। উনিশ শতকের শু(তেই জেলাতে ইংরাজী শি(ার সূচনা হলেও তা দেশীয় শি(াপদ্ধতিকে অপসারিত করতে পারে নি, প্রাথমিক শি(ার (ত্রে তো নয়ই।

অ্যাডাম তাঁর ১৮৩৫ সালের প্রথম প্রতিবেদনে বলেছিলেন, বেঙ্গলী অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটির পরিচালিত একটি ইংরাজী স্কুল মুর্শিদাবাদ নগরীতে ছিল। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের অনাগ্রহ ও ভালো শি(কের অভাবে তা কাম্য সফলতা লাভ করেনি। তৃতীয় প্রতিবেদনে (১৮৩৮) অ্যাডাম উল্লেখ করেছেন নিজামত কলেজের কথা ও সেখানে ইংরাজী ভাষার পাশাপাশি আরবী ও ফার্সী ভাষা শি(ার কথা। মুর্শিদাবাদ নগরীতে কেবলমাত্র ইংরাজী শি(ার প্রতিষ্ঠান ছিল একটি। সেটি পরিচালনা করতেন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড পিটারসন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ছিল অবৈতনিক। তাঁর বাসগৃহের বাইরের অফিসঘরে রেভারেণ্ড পিটারসন সপ্তাহে তিনদিন দেড়-দুই ঘন্টা শি(াদান করতেন। শি(ার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩ জন। মুরের স্পেলিং বুক, দি ইংলিশ রিডার, মুরের গ্রামার, গোল্ডস্মিথের হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি বই পড়ানো হ'ত। অ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদনে আরও বলেছেন, 'আমি জেলা ছাড়ার পর দেশীয় ও ইউরোপীয়দের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' একজন দেশীয় শি(কের সহায়তায় মিসেস পিটারসন পরিচালিত এক বালিকা বিদ্যালয়ের কথাও অ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। ছাত্রী সংখ্যা ২৮। তাদের মধ্যে ২৪ জনকে প্রতিদিন হাজিরার জন্য এক পয়সা দেওয়া হ'ত। এবং বাকি ৪ জনকে প্রতিদিন দেওয়া হ'ত দু'পয়সা। প্রতি চারমাসে একবার প্রতিটি ছাত্রীকে দশ আনা মূল্যের পোশাক দেওয়া হ'ত। যাতে তারা শালীনভাবে বিদ্যালয়ে আসতে পারে। ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা ও নিয়ে যাওয়ার জন্য দুজন মহিলা কর্মচারী ছিলেন। তাদের বেতন ছিল সপ্তাহে ছাত্রী পিছু এক আনা। ছাত্রীদের দৈনন্দিন নিয়মিত হাজিরা ছিল ঐ কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের শর্ত। ছাত্রীরা বছরে একটি অলঙ্কার পেত এবং বিবাহে যৌতুক - স্বরূপ বা পিতামাতার শেষকৃত্যে পেত এক টাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় শি(া বিস্তারে খ্রীস্টান মিশনারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। ১৮০৯ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের

উইলিয়ম কেরী মিশনারীদের মুর্শিদাবাদে পাঠান। ডঃ স্টিফেন সুটন মুর্শিদাবাদে তিনটি স্কুল স্থাপন করেন, তার মধ্যে একটি ছিল দৌলতগঞ্জ বা দৌলতাবাদে। ১৮২৪ সালে 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি'র মিকাইয়া হিল (Micaiah Hil) এবং শ্রীমতী হিল এখানে আসেন এবং এই সোসাইটির কার্যকলাপ শতাব্দীকাল ধরে অপ্রতিহত গতিতে পরিচালিত হয়। ১৮২৪ সালে যে সাতটি বিদ্যালয় আগে থেকেই বর্তমান ছিল, সেগুলি নিয়েই তাঁরা কাজ শু(করেন। এগুলির মধ্যে পাঁচটি বাংলা, একটি হিন্দুস্থানী ও একটি পর্তুগীজ। ১৮২৫ সালে গোরাবাজার, বহরমপুর বাজার, বুধাইপাড়া, লালবাগ, প্রভৃতি অঞ্চলে মিশনারীদের পরিচালিত ছয়টি বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। ১৮২৬ -এ গোপজান, বুধাইপাড়া ও চৈতন্যপুরে 'অ-ধর্মীয়' (Non - Religions) তিনটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৪ সালে শ্রীমতী হিল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৫ সালের মধ্যেই চারটি দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি খ্রীষ্টানদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চারটির মধ্যে তিনটি ছিল গোরাবাজার, কালিকাপুর এবং ফরাসডাঙ্গায়। ১৮৪৫ সালে ছয়ঘরি ও দৌলতাবাদে একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা জেলার উচ্চশি(ার (ে ত্রে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। সুতরাং এই জেলায় ইংরাজী শি(ার প্রবর্তনে মিশনারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

লেখাপড়া ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন ছিল শি(ার প্রধান অঙ্গ। ফার্সী দরবারী ভাষা ছিল ব'লে সংস্কৃত অধ্যয়নের পাশাপাশি ফার্সী শেখার চল ছিল। এতে চাকুরী লাভের সুযোগ বাড়ত। শি(ার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণী। বাংলায় আধুনিক শি(ার বিকাশ মূলতঃ বাঙালী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের ফলশ্রুতি। বৃটিশ শাসনের সূচনাকালে বাংলায় যে অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এসেছিল, তারই পরিণতিতে উদ্ভব ঘটেছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাত জমিদার শ্রেণীর, শি(িত মধ্যশ্রেণী, মধ্যস্বত্বভোগী ও মুৎসুদ্দি ব্যবসাদারদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেদের শ্রেণীগত বিকাশ ও সংহতির স্বার্থে যে সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, ইউরোপের নবজাগরণের সঙ্গে তুলনা ক'রে পরবর্তীকালের বুদ্ধিজীবিদের একাংশ তাকে অভিহিত করেছিলেন বাংলার নবজাগরণ বলে। কলকাতা এর প্রধান কেন্দ্র হলেও নবজাগরণের কয়েকটি উপকেন্দ্রও ছিল। তার একটি মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুর শহর। ব্রিটিশরা নিজেদের শাসনের স্বার্থে ইংরাজী শি(ার প্রবর্তন করলে এই মধ্যবিত্ত সমাজই তার সুবিধা নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বাঙালী মধ্যবিত্তের বিকাশ ও আধুনিক শি(ার মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এই প্রবি(য়ার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি(দৃশ্যমান। পুরনো নগরী মুর্শিদাবাদে ১৮২৫ সালে নিজামত কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং জেলার শাসনকেন্দ্র বহরমপুরে ১৮৫৩ সালে বহরমপুর কলেজ (কৃষ(নাথ) প্রতিষ্ঠা এরই প্রতিফলন।

১৮৫৩ সালে বহরমপুরে কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮৫৫ সালে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বি(বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বহরমপুর কলেজের স্বীকৃতি ইত্যাদি ঘটনা সারা জেলায় শি(া বিস্তারে এক প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। জমিদার, রেশম ও নীল কুঠিয়াল, দেশী ও ইংরেজ সরকারী কর্মচারী এবং মধ্যবিত্ত জনসাধারণের উদ্যোগে জেলার দিকে দিকে আধুনিক শি(ার বিস্তার ঘটতে থাকল। ১৮৫৩ সালে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৯৪ সালে মুর্শিদাবাদ নিজামত স্কুল স্থাপিত হ'ল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই কান্দী, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, গোকর্ণ, লালবাগ, শক্তি(পুর, পাঁচথুপি, রাজারামপুর, গোয়াস, ভগীরথপুর, নসীপুর, শ্রীমন্তপুর (লালগোলা), জঙ্গীপুরেও আধুনিক শি(ার প্রসার ঘটল। নীচের ১১.১ নং সারণী থেকে ১৮৫৬ - ১৮৭২ সালের মধ্যে জেলার শি(ার অগ্রগতির চিত্রটি ধরা পড়ে।

সারণী ১১.১

শি(ার অগ্রগতি ঃ ১৮৫৬ - ১৮৭২

বৎসর	শি(া প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৮৫৬ - ৫৭	সরকারী ও সাহায্য প্রাপ্ত	৬	৭১৭
১৮৬০ - ৬১	সরকারী ও সাহায্য প্রাপ্ত	১৫	১০২৮
১৮৭০ - ৭১	সরকারী ও সাহায্য প্রাপ্ত	১৪৬	৪৬৮২
	ব্যক্তি(গত	১৬৮	২৯৭৪

১৮৭২ সালে লোকগণনা শু(হয় এবং জেলার মোট জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনায় সা(রতাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা জানা সম্ভব হয়। শি(া প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যা বিষয়ক পূর্ণতর তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে স্যার জন ক্যামবেলের জনশি(া - প্রসার কর্মসূচী রূপায়িত হওয়ায় অতি অল্প সময়ে পরিমাণ ও গভীরতায় শি(ার বিপুল প্রসার ঘটে। স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত এই জেলায় শি(ার যে অগ্রগতি হয়েছে সারণী -১১.২ ও ১১.৩ তে তার পরিচয় দেওয়া হ'ল —

সারণী ১১.২

শি(ার অগ্রগতি ঃ ১৮৭১ - ১৯৫১

বৎসর	শি(া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৮৭১ - ৭২	৩১৮	৭৭১৩
১৮৭৩ - ৭৪	৪৮৫	১২৬৯৪
১৯১২ - ১৩	৯৮১	৩৮১৮৬
১৯২১ - ২২	১২৪৮	১৯২৮৬
১৯৩০ - ৩১	১৩৬১	৪৮২০২
১৯৫০ - ৫১	১২১১	১০৫৬৮৯

সারণী ১১.৩

সা(রতার অগ্রগতি ঃ ১৮৭২ - ১৯৫১

বৎসর	শতকরা সা(র
১৮৭২	৩.০০
১৯০১	৫.৫৬
১৯১১	৫.৯১
১৯২১	৭.২৪
১৯৩১	৫.২৫
১৯৪১	জানা যায় না
১৯৫১	১২.৬৮

স্বাধীনতার পরও এই জেলায় শি(ার প্রসারে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ফলে যে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে তা বলা চলে না। বরং মুর্শিদাবাদের অবস্থান এখনও নিচের দিকেই আছে। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের শি(ার অবস্থা সারণী -১১.৩ (ক) এর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

সারণী ১১.৩ (ক)

শি(ার অগ্রগতি ঃ ১৯৫১ - ১৯৭৭

বৎসর	শি(া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	সা(রতার হার
১৯৫০ - ৫১	১২১১	১০৫৬৮৯	১২.৬৮
১৯৬০ - ৬১	১৭৪২	১৬৪৯০৯	১৬.০৩
১৯৭০ - ৭১	-	-	১৯.৫৭
১৯৭৬ - ৭৭	৩০৭২	৩১৪৩৮৭	-

সারণী ১১.৩ (খ)

শি(া প্রতিষ্ঠানের প্রকার (১৯৭৬ - ৭৭)

শি(া প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
প্রাথমিক	২৫৬৯
মিডল	১৫৫
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক	২৮৩
ডিগ্রী কলেজ	১১
টেক্‌নিক্যাল (স্কুল ও কলেজ)	৩
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (বয়স্ক শি(াকেন্দ্র সহ)	৫১
মোট	৩০৭২

সা(রতা ও শি(াগত মান ঃ

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলার মোট সা(র ব্যক্তি(র সংখ্যা ২৬,৬৩,৮৫৯ জন। সাত বছর ও তার বেশী বয়সী কোন ব্যক্তি(যদি কোনো ভাষায় লিখতে ও পড়তে স(ম হন তাহলে তাকে জনগণনায় শি(িত বলে ধরা হবে। যে ব্যক্তি(কেবলমাত্র পড়তে পারেন, কিন্তু লিখতে পারেন না, তাকে শি(িত গণ্য করা হয় না। জনগণনার মানদণ্ডে প্রথাগত শি(া থাকা বা কোনো ন্যূনতম শি(াগত যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক নয়। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলায় সা(রতার হার ৫৫.০৭ শতাংশ, পু(ষ সা(রতা হার ৬১.৬০ শতাংশ এবং নারী সা(রতার হার ৪৮.৩৩ শতাংশ। সা(রতার হারে মুর্শিদাবাদ জেলা রাজ্যের সা(রতা হারের তুলনায় অনেকটা পশ্চাৎপদ। রাজ্যের ১৮টি জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদের স্থান ষোড়শ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের উপরে এ জেলার স্থান।

সারণী -১১.৪ তে ১৯৯১ ও ২০০১ সালের জনগণনা ভিত্তিক সা(রতার চিত্র দেওয়া হ'ল। সারণী -১১.৫ তে জেলা ও রাজ্যের সা(রতার তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হ'ল। সারণী -১১.৬ এ দেওয়া হ'ল সা(রতার হারের দীর্ঘকালীন ধারা।

সারণী-১১.৪

সা(র জনসংখ্যা, গ্রাম ও শহর ঃ ১৯৯১, ২০০১

সাল		জেলা	গ্রাম	শহর
১৯৯১	পু(ষ	৮,৯৯,২৬৬	৭,৫৫,০৬৯	১,৪৪,১৯৭
	স্ত্রী	৫,৩৫,১৮৬	৪,৩০,৯৯৯	১,০৪,১৮১
	মোট	১৪,৩৪,৪৫২	১১,৮৬,০৬৮	২,৪৮,৩৮৪
২০০১	পু(ষ	১৫,২৫,৫১৪	১২,৪৫,৫২২	২,৪০,৯৯২
	স্ত্রী	১১,৩৮,৩৪৫	৯,৫০,১৫৮	১,৮৮,১৮৭
	মোট	২৬,৬৩,৮৫৯	২২,৩৪,৬৮০	৪,২৯,১৭৯

সারণী-১১.৫

সা(রতা ঃ জেলা ও রাজ্য

	রাজ্য	জেলা
সা(র জনসংখ্যা (২০০১)		
পু(ষ	২,৭৭,৮৪,৭৫০	১৫,২৫,৫১৪
স্ত্রী	২,০০,৩৭,০০৭	১১,৩৮,৩৪৫
মোট	৪,৭৮,২১,৭৫৭	২৬,৬৩,৮৫৯
সা(রের হার (১৯৯১)		
পু(ষ	৬৭.৮১	৪৬.৪২
স্ত্রী	৪৬.৫৬	২৯.৫৭
মোট	৫৭.৭০	৩৮.২৮
সা(রের হার (২০০১)		
পু(ষ	৭৭.৫৮	৬১.৪০
স্ত্রী	৬০.২২	৪৮.৩৩
মোট	৬৯.২২	৫৫.০৭

সারণী-১১.৬

সা(রতার হার ঃ ১৯০১ - ২০০১

বছর	মোট	পু(ষ	নারী
১৯০১	৫.৫৬	১০.৭৩	০.৫৮
১৯১১	৫.৯১	১১.০৪	০.৮৯
১৯২১	৭.২৪	১২.৮৭	১.৬৪
১৯৩১	৫.২৫	৯.০১	১.৫১
১৯৫১	১২.৬৮	১৯.০৬	৬.০৮
১৯৬১	১৬.০৩	২৩.৪৯	৮.৩৯
১৯৭১	১৯.৬৬	২৬.৭৩	১২.২৬
১৯৮১	২৪.৮৯	৩১.৭৫	১৭.৭৫
১৯৯১	৩৮.৩৮	৪৬.৪২	২৯.৫৭
২০০১	৫৫.০৭	৬১.৪০	৪৮.৩৩

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

প্রাথমিক শি(া

বর্তমানে জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০৯৯। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট শি(ক সংখ্যা ১০,০৮৬ জন। ২০০০ - ২০০১ শি(াবর্ষে প্রাথমিক স্তরে জেলায় মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭,৩২,৮৬৪। তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,৬২,৮৯১। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮৭,৫৬২ এবং উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৭৫৪ জন।

জেলা প্রাথমিক শি(া কর্মসূচী ঃ জেলা প্রাথমিক শি(া কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য তিনটি —

১) ৫-৯ বছরের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং সব শিশু যাতে সহজে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে তার ব্যবস্থা করা,
২) ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং
৩) যাতে সমস্ত শিশু কাঙ্খিত মানে পৌঁছাতে পারে তার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শি(ার গুণগত মানের উন্নতি করা।

সার্বজনীন প্রাথমিক শি(ার উদ্দেশ্য ও ল(্য পূরণে প্রচলিত প্রাথমিক শি(ার অতিরিক্ত(সহায়ক হিসাবে ২৩.০৬.৯৭ তারিখ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাতে জেলা প্রাথমিক শি(া কর্মসূচীর (D.P.E.P)কাজ শু(হয়েছে। এটি মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। আর্থিক অনুদানের একটি বড় অংশ দিচ্ছে যুক্ত(রাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর্ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ বহন করবে রাজ্য সরকার। উপরের উদ্দেশ্যগুলির পরিপূরক হিসাবে এই কার্যত্র(মে শিশুকন্যা, অবহেলিত শ্রেণী ও যারা এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে আছে তাদের বিদ্যালয়ে আনার বাধাগুলিকে দূর করে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২০০১-২০০২ শি(াবর্ষ থেকে চালু হয়েছে সর্বশি(া অভিযান। এর ল(্যগুলি হ'ল —

ক) এবছরের মধ্যেই সব শিশুকে শি(ার আঙিনায় আনা(
খ) যাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হ'ল, তারা যেন পড়া ছেড়ে না দেয়, তা দেখা(
গ) যারা বিদ্যালয়ে পড়ছে, ভাল গুণমানের ও জীবনে কাজে লাগবে এমন শি(া দেওয়া এবং
ঘ) সামাজিক ও লিঙ্গগত ও অন্যান্য তফাৎ দূর করা।

১১.৭ নং সারণীতে প্রাথমিক শি(া সংত্র(ান্ত বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হ'ল —

সারণী ১১.৭

বৎসর ভিত্তিক প্রাথমিক স্কুল ও শি(ক

বৎসর	স্কুলের সংখ্যা	শি(কের সংখ্যা
১৯৯৫ - ৯৬	২৯৯৭	৯২৭৬
১৯৯৬ - ৯৭	২৯৮৫	১০১১৫
১৯৯৭ - ৯৮	২৯৭৮	৯৫৬৮
১৯৯৮ - ৯৯	২৯৭৮	৯৪৪৭
১৯৯৯ - ০০	৩০৫৩	১০২৮১
২০০০ - ০১	৩০৯৯	১০০৮৫
২০০১ - ০২	৩১৭০	১০৪০২

সূত্র ঃ প্রকল্প আধিকারিক, ডি.পি.ই.পি. এবং এস.এস.এ.

সারণী ১১.৮

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা

বৎসর	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট সংখ্যা
১৯৯০-৯১	১৬৭২২৪	৭৬৫৬৭	৬৪৫৬৩	৫৩৫১৩	৩৬১৮৬৭
১৯৯১-৯২	১৭৩২৪৮	৮৪৩৬২	৬৯৮৭৬	৫৬৫৭১	৩৮৪০৭৭
১৯৯২-৯৩	১৯৯৮৯০	৮৮৮১০	৭৪৪৭৮	৬৩৩৩১	৪২৬১০৯
১৯৯৩-৯৪	২২১৫১২	১১১৫৭২	৮৭২৯৮	৭৪৮৬২	৪৯৫২৪৪
১৯৯৪-৯৫	১৭৭৯৯৮	১৩৩৬৮৩	১০৪৩৬০	৮০১৩৯	৪৯৬১৮০
১৯৯৫-৯৬	১৬২৩৯৪	১৩৬৩১২	১১৭৩৯৭	৯২৯৩২	৫০৯০৩৫
১৯৯৬-৯৭	১৬৭০৩১	১৩১৯৮০	১২০৫০৫	১০৫৮৫১	৫২৫৩৬৭
১৯৯৭-৯৮	২১৬৮৯৮	১৪৩২৯২	১২২৮৩৮	১১০০১৬	৫৯৩০৪৪
১৯৯৮-৯৯	২১৬৫৪৯	১৯৭৫৯৭	১৩২২৫৫	১১২৭২৭	৬৪১৪২৮
১৯৯৯-০০	২২৮৪৫৫	১৮১২৪৪	১৬০২০৯	১২১৪৪১	৬৯১৩৪৯
২০০০-০১	২৪৪৩১৩	১৭৭৫৭২	১৬৩৯৮৩	১৪৬৯৯৬	৭৩২৮৬৪
২০০১-০২	২০৭৩৩১	১৮৩৮৫২	১৭৩৮৯৬	১৫৬৬৩০	৭২১৭০৯

সূত্র ঃ প্রকল্প আধিকারিক, ডি.পি.ই.পি. এবং এস.এস.এ.

সারণী - ১১.৯

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা

বৎসর	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট সংখ্যা
১৯৯০-৯১	৭৭০২৪	৩৪২২৪	২৮৯১৩	২৪০০২	১৬৪৬৬৩
১৯৯১-৯২	৮০৫৬৫	৩৮৫০০	৩১৭৬৯	২৫৩৫৯	১৭৬১৯১
১৯৯২-৯৩	৯০৬২৭	৮১২০৯	৩৪৪৭১	২৯৩৪৪	১৯৫৬৫১
১৯৯৩-৯৪	১০৫২৮৯	৫২৫২৩	৮১৮৪৭	৩৪৯৭৩	২৩৪৬৩২
১৯৯৪-৯৫	৮৫১৩৫	৬৩৯০৬	৫০৮৭৫	৩৮০৩২	২৩৭৯৪৮
১৯৯৫-৯৬	৭৮৫১৬	৬৫৯৮৩	৫৬৭২৬	৪৫১৪২	২৪৬৩৬৭
১৯৯৬-৯৭	৮১০২৬	৬৪৯২৭	৫৯২৪৩	৫০২৭৪	২৫৫৮৪০
১৯৯৭-৯৮	১০৫১৪৭	৭০০০৪	৫৯৯২৬	৫৪৬৬৭	২৮৯৭৪৪
১৯৯৮-৯৯	১০৪৮৩৫	৮৮৬৫৫	৬৫৪২৪	৫৫০৪৪	৩১৩৯৫৮
১৯৯৯-০০	১১০৮০৫	৮৯৫৬৮	৭৯৭৪০	৬০৭৯৭	৩৪০৯১০
২০০০-০১	১১৮১৩৮	৮৭৬৪৭	৮২৯০৫	৭৪২০১	৩৬২৮৯১
২০০১-০২	১০০৬৫৩	৯১৮৪৭	৮৭৪২৫	৮০২০৩	৩৬০১২৮

সূত্র ঃ প্রকল্প আধিকারিক, ডি.পি.ই.পি. এবং এস.এস.এ.

সারণী - ১১.১০

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তপসিলী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা

বৎসর	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট সংখ্যা
১৯৯০-৯১	২৪৫২৯	১১১১৬	৯৬২৪	৭৩০৩	৫২৫৭২
১৯৯১-৯২	২৫৫৪৪	১১৬২৯	৯৪৭৩	৭৭৫৩	৫৪৩৯৯
১৯৯২-৯৩	২৯৬৮৮	১২২৪৬	৯৬৮০	৮৩৩৪	৫৯৯৪৮
১৯৯৩-৯৪	৩৫১৩৭	১৫৮৭৪	১১৮৪৩	১০৬৭৭	৭৩৫৩১
১৯৯৪-৯৫	২৮১৭৬	২১৮৮৫	১৪৮৯২	১১০৪৯	৭৬০০২
১৯৯৫-৯৬	২৩১৩৫	১৯৩৬৩	১৭১৯২	১২৮৮৮	৭২৫৭৬
১৯৯৬-৯৭	২৩৬১১	১৭৯০০	১৬৯৪৩	১৬০৫৩	৭৪৫০৭
১৯৯৭-৯৮	২৯৭৩৬	২০০৩৮	১৭৯০৭	১৫১২২	৮২৮০৩
১৯৯৮-৯৯	২৭৯৩৮	২৩২৯৮	১৮২৩৭	১৫৫৪৩	৮৫০১৬
১৯৯৯-০০	২৯৩৮৬	২২৭৩১	২০৪২৯	১৬৩৪৩	৮৮৮৮৯
২০০০-০১	২৮৭০৯	২১৫১৬	১৯৪৮৬	১৭৮৫১	৮৭৫৬২
২০০১-০২	-	-	-	-	৯০৯৯৩

সূত্র ঃ প্রকল্প আধিকারিক, ডি.পি.ই.পি. এবং এস.এস.এ.

সারণী - ১১.১১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা

বৎসর	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট সংখ্যা
১৯৯০-৯১	১৮০৮	৬৭৮	৪৯০	৪০১	৩৩৭৭
১৯৯১-৯২	১৯৪৯	৭২২	৫২৭	৩৭৮	৩৫৬৭
১৯৯২-৯৩	২২১৯	৮১৩	৬২২	৪৮২	৪১৩৬
১৯৯৩-৯৪	৩০৭০	১১৭২	৮০৯	৬৩৫	৫৬৮৬
১৯৯৪-৯৫	২৬৪১	১৫৩৭	১০২১	৬৪৫	৫৮৪৪
১৯৯৫-৯৬	১৯৬১	১৪৪৯	১৪৫২	১১৯৯	৬০৬১
১৯৯৬-৯৭	১৮৮৬	১৩৪৮	১১৯৯	১০২৬	৫৪৬১
১৯৯৭-৯৮	২৫১৬	১৪২৯	১২৪৯	১০৮৯	৬২২৩
১৯৯৮-৯৯	২৭৮৫	১৭০৬	১২৫৪	১০৩০	৬৭৭৫
৯৯-২০০০	৩১৯৭	১২২৮	১৩৭৪	১১৩১	৭৫৩০
২০০০-০১	২৭৮৪	১৬৬০	১৩২২	৯৮৮	৬৭৫৪
২০০১-০২	-	-	-	-	৯৪৪৯

সূত্র ঃ প্রকল্প আধিকারিক, ডি.পি.ই.পি. এবং এস.এস.এ.

শিশু শি(া কর্মসূচী ঃ নানা কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শি(া লাভ করতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গে এমন শিশুর সংখ্যা অনেক। অথচ সব শিশুরই প্রাথমিক শি(ার সুযোগ পাওয়া জ(রী। এই সব বঞ্চিত শিশুরা যাতে প্রাথমিক শি(ার সুযোগ পায় তার জন্য গণউদ্যোগে শিশু শি(া কর্মসূচী রাজ্য সরকার চালু করেছেন। রাজ্যে এই কর্মসূচীর কাজ দেখার জন্য গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শি(া মিশন। জেলায় এই কর্মসূচী শু(হয়েছে ১৯৯৯ সালে মে মাস থেকে। যে বসতি এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই কিন্তু বসতিতে ৫-৯ বছর বয়সী ২০ জন কি তার বেশী শিশু আছে সেখানে স্থানীয় অভিভাবক ও শি(া অনুরাগীদের নিয়ে গঠিত পরিচালন সমিতির তত্ত্বাবধানে শিশু শি(া কেন্দ্র চালু করা যায়। জেলার শিশু শি(া কর্মসূচীর পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হ'ল।

সারণী-১১.১২

শিশু শি(া কর্মসূচী বিষয়ক তথ্য

ব্লক	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	মোট কেন্দ্র	মোট সহায়িকা	মোট ছাত্র
বহরমপুর	১৭	৫৮	০	৩৫	১১০	৩১২	৮৫৯৫
বেলডাঙ্গা-১	১৩	৩৯	০	২৬	৭৮	২২১	৬২৬৯
বেলডাঙ্গা-২	১১	৩৩	০	২২	৬৬	১৮৭	৫৪৩৩
নওদা	১০	৩৫	০	২০	৬৫	১৮৫	৫৪৬৫
হরিহরপাড়া	১০	৩২	০	১৭	৫৯	১৭০	৫১২৩
জলঙ্গী	১০	৩৯	০	২১	৭০	১৯৯	৫৮৪৯
ডোমকল	১১	৪১	০	২৭	৭৯	২২১	৬২৭৩
রাণীনগর-১	৬	১৯	০	১২	৩৭	১০৫	৩৪৩৩
রাণীনগর-২	৯	২৭	০	১৮	৫৪	১৫৩	৪৫৯৭
লালগোলা	১২	৩৬	০	২৭	৭৫	২১০	৫৯২৩
ভগবানগোলা-১	৮	২২	২	২০	৫২	১৪২	৪১৫৫
ভগবানগোলা-২	৭	২৪	০	১৪	৪৫	১২৮	৪০৩১
নবগ্রাম	১০	৩২	০	২৪	৬৬	১৮৪	৫২৯১
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৮	২৪	০	১৬	৪৮	১৩৬	৪১৭৯
কান্দী	১০	৩০	০	২০	৬০	১৭০	৫০১৫
বড়এ(া	১২	৩৯	০	২৬	৭৭	২১৭	১৬৯
খড়গ্রাম	৭	৩৬	০	২৪	৬৮	১৮৬	৫৩৭৫
ভরতপুর-১	৮	১৮	০	১৬	৪২	১১৮	৩৬৩৯
ভরতপুর-২	৭	২১	০	১৪	৪২	১১৯	৩৭৬১
সুতি-১	৫	১৬	০	১২	৩৩	৯২	৩০৬৩
সুতি-২	৯	২৬	০	১৮	৫৩	১৫০	৪৫০৭
রঘুনাথগঞ্জ-১	৬	১৭	০	১১	৩৪	৯৭	৩২২৯
রঘুনাথগঞ্জ-২	১০	৩৫	০	২২	৬৭	১৮৯	৫৫১৩
সাগরদীঘি	১১	৩৩	০	২৫	৬৯	১৯৩	৫৪৪৫
ফরাক্কা	৬	২৭	০	১	৩৪	১০৭	৩৮৮৯
সামশেরগঞ্জ	৯	২৭	০	২১	৫৭	১৫৯	৪৬৪৪
সর্বমোট	২৪২	৭৮৬	২	৫১০	১৫৪০	৪৩৫০	১২৮৮৬৫

সূত্র ঃ জেলা মুখ্য আধিকারিক, এস.এস. কে

মাধ্যমিক শি(া

এল এস এস ওম্যালি সম্পাদিত ১৯১৪ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের মুর্শিদাবাদ খন্ডে ১৯১৩ সালের ৩১ সে মার্চ তারিখে জেলায় যে উচ্চ বিদ্যালয় গুলি ছিল তার একটি তালিকা ও ছাত্র সংখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৬ টিউচ্চবিদ্যালয় শতবর্ষ অতিত্র(ম করে এখনো সগর্বে বিরাজ করছে। সুতরাং ওই তালিকার পুণর্মুদ্রণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিদ্যালয়ের নাম /অবস্থান	ছাত্র সংখ্যা
নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন	৪৭২
বনওয়ারীবাদ	২৮৩
বেলডাঙ্গা	২০১
ডোমকল	১১৮
জঙ্গীপুর	৩৮৩
জিয়াগঞ্জ	২৪৯
খড়গ্রাম	১৬২
কাঞ্চনতলা	১৭৯
খাগড়া	৩৬৫
সালার	২৪৬
বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল	৬৭৫
ভগীরথপুর	১৩০
গোকর্ণ	১৪৯
ইসলামপুর	১৪৪
কান্দী	৪০৪
পাঁচথুপি	৩২৪
শক্তি(পুর	২৩৯

জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শি(া প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পূর্ণ তালিকা আলোচনার শেষে দেওয়া হয়েছে। জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কয়েকটির পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল —

কৃষ(নাথ কলেজ স্কুল ঃ কৃষ(নাথ কলেজ স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন এই বিদ্যালয় ছিল বহরমপুর কলেজের অচ্ছেদ্য অংশ এবং নাম ছিল 'বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল'। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুন নামকরণ হয় কৃষ(নাথ কলেজ স্কুল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দানে বিদ্যালয়ের বিশাল ভবনটি নির্মিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং এবং পরিচালনায় কাশিমবাজার রাজবংশের অবদান অপরিসীম।

কেবল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই নয়, সমগ্র বাংলাতেই এটি একটি অগ্রগণ্য বিদ্যালয় রূপে সুপরিচিত। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে, গিরিশচন্দ্র মিত্র, সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোসেফ আ(লোলানথাম প্রমুখ প্রবাদ প্রতিম প্রধান শি(ক এবং বহু যশস্বী শি(ক এই বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছেন। বৈকুন্ঠনাথ সেন, রামদাস সেন, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ক(ণা ভট্টাচার্য, ত্রিদিব চৌধুরী, উৎপল দত্ত প্রমুখ দেশের বহু বরেণ্য সন্তান এই বিদ্যালয়ে শি(া গ্রহণ করেছেন। শি(া, খেলাধূলা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ প্রভৃতি সব বিষয়েই এই বিদ্যলয়ের স্থান জেলায় অদ্বিতীয়।

রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির ঃ জিয়াগঞ্জে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম শতাব্দী প্রাচীন এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩-রা জুন। সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই সম্ভবত ঐ দিনটি বেছে নিয়ে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়েছিলো এডোয়ার্ড করোনেশন ইন্স্টিটিউশন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হ'ল জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের বিদ্যাৎসাহী জমিদার রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়ার নামে। স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর উদ্যোগেই বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয়েছিল।

জিয়াগঞ্জ নেহালিয়া এলাকার বিদ্যোৎসাহী জমিদার রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নেহালিয়ার নাটমন্দির এবং সংলগ্ন কয়েকটি ঘরে রাধাবল্লভ দত্ত, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাস, শ্রীপদ সিংহ প্রমুখ স্থানীয় শি(ানুরাগী ব্যক্তি(দের উৎসাহ ও প্রেরণায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জমিদার শ্রীপৎ সিং দুগর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ এই বিদ্যালয়ের ত্র(মবিকাশে আর্থিক সহায়তা করেছেন। প্রথম প্রধান শি(ক শ্রী মাধব চট্টরাজ। শু(তে মাত্র ১১ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়টি পথচলা শু(করলেও বর্তমানে তা একটি বিশাল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত। বিগত ১০০ বছব ধরে সমগ্র লালবাগ মহকুমায় শি(া প্রসারে এই বিদ্যালয়টির অবদান অনস্বীকার্য।

বহু খ্যাতনামা ছাত্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের প্রেরণাস্থল এই মহৎ শি(া প্রতিষ্ঠান। তাদের কর্মজীবন এবং কর্মকৃতিত্ব দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংসদ ত্রিদিব চৌধুরী, বরেণ্য চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগর, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য, বিচারপতি প্রভেন্দু নারায়ণ সিংহ, গৌরী সেন, ননী ভট্টাচার্য,শৈলেন অধিকারী, ডাঃ সন্দীপ বি(্বাস, শি(াব্রতী তারাপদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, ইতিহাসবিদ পুরণ চাঁদ নাহার, নরেন্দ্র সিং সিংহীর স্মৃতিধন্য এই বিদ্যালয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বহু বিপ-বীর প্রেরণাস্থল এই বিদ্যালয় সেই কারণে রাজরোষের শিকারও হয়েছিলো। এই বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,

আচার্য বিনোবা ভাবের মত বহু দেশ বরেণ্য ব্যক্তি(।

গু(দাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশনঃ বহরমপুর শহরের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয় গু(দাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই মার্চ। তৎকালীন নাম 'লণ্ডন মিশনারী স্কুল'। বিদ্যালয়টি খাগড়া অঞ্চলে অবস্থিত। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মিশনারী মিঃ মিকাইয়া হিল এবং মিঃ টি. আর. লসেল। ১৮৫৬ খ্রীঃ এই বিদ্যালয় সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৫ পুনরায় বিদ্যালয়টি খোলা হয় এবং তা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১.১.১৯৪৮ থেকে বিদ্যালয়টির নাম হয় 'খাগড়া বয়েজ হাই স্কুল'। ১৯৫৭ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি বিদ্যালয়গৃহ বিক্রি(করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে খাগড়া অঞ্চলের সুপরিচিত ব্যবসায়ী গু(দাস সাহার আর্থিক সহযোগিতায় বর্তমান বিদ্যালয় গৃহ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কাছ থেকে কেনা হয় এবং ১৩.৮.১৯৬০ থেকে বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'গু(দাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশন'।

২.৩.১৮৬৮ তারিখে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। ১৮৬৯ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রথম এন্ট্রান্স ব্যাচের ৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৭ জন পাশ করে। ১.১.১৯৫৯ থেকে এই বিদ্যালয়ে কলা বিভাগ এবং ১৯৬৩ সাল থেকে বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়।

বহরমপুর মহাকালী পাঠশালা উচ্চবালিকা বিদ্যালয় ঃ বহরমপুর শহরের অন্যতম প্রাচীন এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় এই বিদ্যালয়টি বালিকা বিদ্যালয় বহরমপুর মুর্শিদাবাদ নামে খ্যাত ছিল। ১৯০১ সালে এই বিদ্যালয়ের নাম হয় 'মহাকালী পাঠশালা'। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের চারজন পরী(ার্থী স্কুল ফাইনাল পরী(ায় অবতীর্ণ হয় এবং চারজনই কৃতকার্য হয়। ১৯৪৯ সালে পূর্ণ সরকারী অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।

চক ইসলামপুর এস. সি. এম. উচ্চ বিদ্যালয় ঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামপুর গ্রামের সন্নিকটে গোয়াস গ্রামে ইসলামপুরের জমিদার গোপীমোহন মজুমদার এবং গোয়াস মুনসেফী আদালতের মুনসেফ শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় একটি 'অ্যাঙ্গলো ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াস অ্যাঙ্গলো ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়টির অবলুপ্তি ঘটে। অতঃপর গোপীমোহন মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় হরিকৃষ(মজুমদার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামপুরে একটি অ্যাঙ্গলো ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাবর্ষের প্রধান শি(ক ভুবনমোহন চৌধুরী এবং সহ-প্রধান শি(ক সেখ কুতবুদ্দিন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মিডল ইংলিশ স্কলারশিপ পরী(ায় সকল ছাত্রই উত্তীর্ণ হন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র শশীভূষণ ঘোষ জেলা স্কলারশিপ লাভ করেন। এর সুবাদে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় থেকে প্রথম এন্ট্রান্স পরী(ায় উত্তীর্ণ হন রাধাকৃষ(ঠাকুর। বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রবৃন্দের অন্যতম জেলার প্রথম কংগ্রেস সভাপতি তথা আইনবিদ ব্রজভূষণ গুপ্ত, সুনামী ব্যবহারজীবী হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার প্রিয়কৃষ(মজুমদার প্রমুখ।

আর্থিক অসচ্ছলতা পদে পদে বিদ্যালয়টির অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু স্থানীয় জমিদার ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক আনুকূল্যে বিদ্যালয়টির অগ্রগমন কখনও ব্যাহত হয় নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিদ্যালয়টিতে ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সঙ্কুলানজনিত অভাব মোচনার্থে স্থানীয় মাহে(রী পরিবারের আনুকুল্যে বিদ্যালয়ে একটি ভবন নির্মিত হয় এবং তাঁদের নামে বিদ্যালয়টিরপরিবর্তিত নাম হয় চক ইসলামপুর শ্রীকৃষ(চম্পালাল মাহে(রী উচ্চ বিদ্যালয়।

কান্দী রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ঃ কান্দী রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। এর একটা পূর্ব-ইতিহাস আছে। কলকাতা পাইকপাড়ার 'বেলগাছিয়া' রাজবাড়ীতে মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হওয়ার পর ঐরূপ একটি নাট্যশালা কান্দীতে নির্মাণের বাসনায় কান্দী রাজ পরিবার কান্দীতে বর্তমান স্কুলের 'বিদ্যাসাগর-ভবন' নামে পরিচিত ভবনটি নির্মাণ করেন। ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভবন উদ্বোধন করতে আসেন। তৎকালে এই অঞ্চলে কোন বিদ্যালয় না থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় নাট্যশালার পরিবর্তে এই ভবনটিতে বিদ্যালয় স্থাপনের উপদেশ দেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তৎকালীন বাংলা সরকারের নিকট কান্দীতে একটা জেলা স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। স্কুলের উপযুক্ত(গৃহের সংস্থান ও বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক একশত টাকা আয়ের ভু-সম্পত্তি ন্যাস-সম্পত্তিরূপে সরকারের কাছ দায়বদ্ধ রাখার শর্ত আরোপিত হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় না। পরে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈ(রচন্দ্র সিংহ নিজ ব্যয়ে কান্দীতে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

কান্দী রাজ উচ্চ বিদ্যালয় বহুজ্ঞানী - গুণীজনের প্রসূতি। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই বিদ্যালয়ে এনট্রান্স পরী(ায় প্রথম স্থান অধিকার করে পঁচিশ টাকা বৃত্তি পান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই বিদ্যালয়ে ইংরাজীর প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। কবি সাহিত্যিক হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই স্কুলের ছাত্র। প্রবেশিকা ও স্কুল ফাইনাল এবং বর্তমান মাধ্যমিক পরী(ার পাশের হার উৎসাহজনক। ১৯৪১ সালে স্কুল ফাইনাল পরী(ায় শতকরা একশত জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন।

এই বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রের জন্য নানা বৃত্তি ও পুরস্কারের

ব্যবস্থা আছে। যেমন - জে-সি চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার, বীরেন্দ্র চন্দ্র স্বর্ণপদক ইত্যাদি। বার্ষিক পরী(ায় নবম শ্রেণীতে বাংলায় প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে 'অম্বিকা বৃত্তি' এবং স্কুল ফাইনাল পরী(ায় উত্তীর্ণ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বাংলায় প্রথম স্থানাধিকারীকে 'স্যার এ.টি মুখার্জী' পুরস্কার দেওয়া হয়। কান্দী পাইকপাড়া রাজ পরিবারের কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ দশহাজার আটশত টাকা দান করেন। এই টাকার সুদ হতে প্রবেশিকা পরী(া, স্কুল ফাইনাল ও আধুনিক মাধ্যমিক পরী(ায় উত্তীর্ণ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুজনকে দু'বৎসর বৃত্তি দেওয়া হয়।

বেলডাঙ্গা কাশিমবাজার রাজ গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যাপীঠ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় বেলডাঙ্গা একটি অতি বিশিষ্ট স্থান। বর্তমানে একটি পৌরসভা সমন্বিত শহর। বেলডাঙ্গার বিখ্যাত হাজরা পরিবারকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বেলডাঙ্গার পত্তন। এই পরিবার তাঁদের অনেকজন হিতকর কাজের মতই এখানে একটি শি(ায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। বেলডাঙ্গার স্বনামধন্য ঘোষ পরিবারও এব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। চন্দ্রনাথ হাজরা এবং সতীশচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে হাজরাদের বাড়িতেই স্কুলের কাজকর্ম সম্পাদিত হ'ত। কিন্তু ঐ বাড়ীতে বিদ্যালয়ের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় স্থানীয় ব্যক্তি(গণ বেলডাঙ্গার জমিদার কাশিমবাজারের মহারাজা স্বনামধন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে বিদ্যালয়ের উপযোগী একটি উপযুক্ত(ভবন নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যোৎসাহী মণীন্দ্রচন্দ্র ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বিদ্যালয় গৃহটি নির্মাণ করে দেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতার নাম অনুসারে বিদ্যালয় পরিচিত হয় কাশিমবাজার রাজ গোবিন্দ সুন্দরী হাই স্কুল (C.R.G.S. High school) নামে ঐ বছরই বিদ্যালয় থেকে প্রথম পর্বে ছাত্ররা প্রবেশিকা পরী(া দেয়। বিদ্যালয়ের বর্তমান নাম কাশিমবাজার রাজ গোবিন্দসুন্দরী বিদ্যাপীঠ ।

বিদ্যালয়ের ইতিহাসে গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা -১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশ গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবাস থেকে বেশ কিছু ছাত্রের গ্রেপ্তার। প্রতিবাদে তদানীন্তন প্রধান শি(ক বঙ্কিমচন্দ্র রায় পদত্যাগ করেন।

বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রধান শি(কগণ হলেন আশুতোষ হাটি, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় , বঙ্কিমচন্দ্র রায়, অ(ে গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। কৃতী ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য মাথমল টাটিয়া ল, ি(তীশ চন্দ্র ঘোষ, মহঃ খোদাবকস্ প্রতুল চট্টোপাধ্যায়, তিমির ভাদুরী প্রমুখ।

বিদ্যালয় প্রথম থেকেই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং এখানে কলা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে শি(াদান অনুমোদিত হয়।

নবাব বাহাদুর ইন্‌স্টিটিউশন, মুর্শিদাবাদ ঃ এক হিসাবে নবাব বাহাদুর ইন্‌স্টিটিউশন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব-নাজিম হুমায়ুন জা এর আমলে নবাব পরিবারের ছেলেদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই মাদ্রাসা আগে পরিচিত ছিল 'নিজামত কলেজ' নামে। কিছুদিন এই মাদ্রাসা অবস্থিত ছিল মোবারক মহলে। মোবারক মহল নির্মিত হয় হাজারদুয়ারী খ্যাত বাস্তুকার কর্ণেল ম্যাকলিওডের নক্সা অনুযায়ী। নবাব পরিবারের বাইরের আর কারও এখানে পড়াশুনার অধিকার ছিল না। ঐ সকল ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসে বিনা ব্যয়ে আহার,বাসস্থান এমনকি পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদানের ও ব্যবস্থা ছিল। ঐ পরিবারের ছাত্ররা এখনও ঐ সব সুযোগ পেয়ে থাকে। মণিবেগমের নিজামত অর্থভাণ্ডার থেকেই এই ব্যয়ভার বহন করা হয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মোবারক মহলে স্থাপিত হয় 'নিজামত স্কুল'। এখানে নবাব পরিবারের ছাত্ররা ছাড়াও অন্যান্যদেরও পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। পরে স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হয়'নবাব হাই স্কুল'(বাহাদুর)।

১৯০৯ সালে বিদ্যালয়ের নাম আবার পরিবর্তিত হয়ে নাম হয়'নবাব বাহাদুর ইন্‌স্টিটিউশন'। ১৯১৯ সালে এটি সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জেলায় এইটিই একমাত্র সরকারী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক, কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে শি(া দেওয়া হয়,মাধ্যম বাংলা এবং উর্দু।

১৮৪১ থেকে ১৮৪৫ পর্যন্ত এই স্কুল বা কলেজের অধ্য(ছিলেন মি.জে. য়্যারো। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মি.জর্জ নরিমারের প্রধান শি(কতার কালে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার বিশেষ উন্নতি হয়।

কাঞ্চনতলা জগবন্ধু ডায়মণ্ড জুবিলি ইনস্টিটিউশন ঃ কাঞ্চনতলার(ধুলিয়ান) জমিদার জগবন্ধু রায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি জেলার একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যায়তন। বিশিষ্ট বিপ-বী শহীদ নলিনী বাগচী এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ত্রিদিব চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুলের অনেক ছাত্র স্বদেশে এবং বিদেশে অনেক উচ্চ পদে কর্মরত আছেন।

জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ঃ জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়(হাই স্কুল) স্থাপিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। আগে এই স্কুলের নাম ছিল জঙ্গীপুর উচ্চতর বিদ্যালয় । আরও আগে নাম ছিল 'জঙ্গীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়', এই নামকরণ প্রতিষ্ঠাকালের অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের। প্রসিদ্ধ মিশনারী মিসেস হিল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গীপুরে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুল থেকেই ভবিষ্যতের জঙ্গীপুর হাই স্কুলের সূচনা। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গীপুরে কর্মরত দুজন ইংরেজ Jamies Campier এবং Larruleta স্থাপন করেন জঙ্গীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নামেই বিদ্যালয়টি কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। বহু বিশিষ্ট শি(ক এবং ছাত্র এই

বিদ্যালয়ের গৌরব বর্ধন করেছেন।

সালার এডোয়ার্ড জ্যাকেরিয়া হাই স্কুল ঃ ১৮৯৫ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি দান করেন স্থানীয় জমিদার কুমার কেরামতুল্লাহ্। বিশিষ্ট সহযোগী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন মৌলভী আবুল মাজহার সাহেবকে। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল সালার মিডল্ ইংলিস স্কুল। ১৯০১ সালে এই বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত হয়। নতুন নাম হয় সালার হাই ইংলিস স্কুল। সপ্তম এডোয়ার্ড-এর রাজ্যাভিষেকের সময় স্কুলের নাম ফের পরিবর্তিত হয়ে নুতন নাম হয় সালার এডোয়ার্ড হাই ইংলিস স্কুল। ১৯০৩ সালে স্কুলটি সরকারী স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৫-৪৬ সালে স্কুলের নাম আবার পরিবর্তিত হয়। নুতন নাম হয় সালার এডোয়ার্ড জ্যাকেরিয়া হাই স্কুল। ঐতিহ্য মন্ডিত এই স্কুলের প্রথম প্রধান শি(ক ছিলেন রসোড়া গ্রাম নিবাসী শ্রী কৃষ(কিশোর ঘোষ। এই স্কুলের কৃতি ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত উপন্যাসিক সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ. বি. এ. গণিখান চৌধুরী, জ্যাকেরিয়া সাহেব প্রমুখ।

সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ ঃ সৈদাবাদ তথা বহরমপুরের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয় সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠের পূর্বসুরী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হার্ডিঞ্জ মাইনর ইংলিশ স্কুল'। এই বিদ্যালয় ২.২. ১৯১৪ তারিখে হাই ইংলিশ স্কুল পর্যায়ে উন্নীত হয়। হার্ডিঞ্জ এম.ই. স্কুল, হার্ডিঞ্জ হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত হওয়ার আগে অবধি গোপীরমণ বসু প্রধান শি(কের পদে ছিলেন। হার্ডিঞ্জ এইচ. ই. স্কুলের দ্বারোদঘাটন করেন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী বৈকুণ্ঠনাথ সেন। ৩.৩.১৯৪৮ তারিখে এই বিদ্যালয়ের নাম হয় 'সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ'। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (বিজ্ঞান ও কলা শাখা) উন্নীত হয়। ১৯৬৪ সালে এই বিদ্যালয়ের বাণিজ্য শাখা খোলা হয়। এই বিদ্যালয় থেকে গৌরচন্দ্র মন্ডল বি(বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরী(ায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

জেলার বিদ্যালয়গুলির তালিকা(২০০০)

ব্লক	স্কুলের নাম	প্রতিষ্ঠাবর্ষ
কান্দী		
	উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
	কান্দী রাজ হাইস্কুল	
	কান্দী রাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গার্লস হাই স্কুল	১৯৪০
	বহরা আদর্শ বিদ্যাপীঠ	৪.১.১৯৪৪
	গোকর্ণ প্রসন্নময়ী হাই স্কুল	১৯০৫
	গোকর্ণ নিত্যগোপাল গার্লস হাই স্কুল	১৯৬২
	জেমো এম. এন. হাই স্কুল	২.১.১৯৪০
	নবগ্রাম কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ হাই স্কুল	
	উদয়চাঁদপুর হাই স্কুল	১৯৬৭
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
	বাগডাঙ্গা রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি বিদ্যাপীঠ	
	ছাতিনা কান্দী গু(পদ হাই স্কুল	১৯৬৯
	হিজল হাই স্কুল	১৯৬৩
	নবপল্লী জগদীশচন্দ্র সিংহ হাই স্কুল	১৯৬৭
	মহলন্দি জি. সি. হাই স্কুল	১৯৫৪
	রাসোড়া অম্বিকা হাই স্কুল	
	শ্রীকৃষ(হাই স্কুল	১৯৬১
	বহরা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর কন্যা বিদ্যাপীঠ	১৯৬৮
	পুরন্দরপুর হাই স্কুল	
	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
	নামো কান্দী জুনিয়ার হাই স্কুল	
	কান্দী শ্রীবিষু(জুনিয়ার হাই স্কুল	১৯৬৭
	আন্দুলিয়া অঞ্চল জুনিয়ার হাই স্কুল	
	বাগডাঙ্গা পূর্ণচন্দ্র গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল	
	জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	
	ছাতরা খোদাবক্স জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	
	পুরন্দরপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	
খড়গ্রাম		
	উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
	কান্দুরিয়া হাই স্কুল	১৯৪০
	নগর এ. এম. উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যলয়	১৯৬৩
	শেরপুর হাই স্কুল	১৯২৩
	শংকরপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা	
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
	বালিয়া পি. এন. হাই স্কুল	১৮৭২
	দুর্গাপুর হাই স্কুল	১৯৪৫
	এড়োয়ালী শি(া সংসদ	১৯৫৯
	ইন্দ্রাণী হংসময়নী হাই স্কুল	১৯৬৩
	ঝিল্লী হাই স্কুল	
	জয়পুর হাই স্কুল	১৯৪৯
	খড়গ্রাম হাই স্কুল	১৯১৭
	মহিষার এম.এম.হাই স্কুল	১৯২৫
	মারগ্রাম হাই স্কুল	১৯২১
	পা(লিয়া ইউনিয়ন সাধারণ বিদ্যাভবণ	১৯৬২
	পোড্ডা বি. টি. হাই স্কুল	১৯৪৬

গয়েশপুর হাই স্কুল ১৯৬৫
সাবলদহ হাই স্কুল
পুড়াপাড়া হাই স্কুল ১৯৭০
পা(লিয়া হরিচরণ হাই স্কুল ১৯৪৫
ভালকুন্দী হাই স্কুল ১৯৬৯
নোনাডাঙ্গা অজিতা বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান

হাই মাদ্রাসা

মারগ্রাম হাই মাদ্রাসা
নগর কুরানীয়া হাই মাদ্রাসা
কেশিয়াডাঙ্গা ঘনশ্যামপুর হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

হাতিপাড়া আদর্শ জুনিয়ার হাই স্কুল
ইন্দ্রাণী জে.এস.গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৭
সুন্দী জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৯
সাদল এ. এস. জুনিয়ার হাই স্কুল
পদমকান্দী জুনিয়ার হাই স্কুল

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

শংকরপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

বড়এ(া

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পাঁচথুপি টি. এন. ইনষ্টিটিউশন ২৬.১০.১৯০৪
রামনগরসাহোড়া ইউনিয়ন
হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ১৮.১.১৯৪৬
আন্দী লালচাঁদ ছাজের এইচ.এস.স্কুল ১৯৩৪
বড়এ(া হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ১৯১০

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আন্দুলিয়া এস. এস. হাই স্কুল ১৯৫৩
কুণ্ডল হাই স্কুল ১৯৪৭
মাঝিয়ারা হাই স্কুল ১৯৬৫
খরজুনা হাই স্কুল ১৯৫৬
কুলি চৌরাস্তা সাধারণ বিদ্যাপীঠ ১৯৬৮
কুলি কালেশ ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ ১৯৬৮
মান্দ্রা এ. কে. হাই স্কুল ১৯৬৯
নিমা বাহাদুরপুর হাই স্কুল ১৯৪৫
সুন্দরপুর হাই স্কুল ১.১.১৯৫০
সামাতরী হাই স্কুল ১৯৬৬
তালোএ(া এ. সি. দে হাই স্কুল ১৯৫৮
সিদ্ধে(রী হাই স্কুল
তেলদুমা হাই স্কুল
পাঁচথুপি এস. এস. রামকৃষ(সারদা বালিকা বিদ্যাপীঠ
সতীতারা এন. জি. এন. এস. বিদ্যাপীঠ

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বেলডাঙ্গা জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৯
গোদাপাড়া পুলিয়া জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৯
একপাহাড়িয়া জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৪
জাওয়ারী জুনিয়ার হাই স্কুল
নন্দী বানে(রে ক(ণাময়ী জুনিয়ার হাই স্কুল
মহুরাকান্দী ভবানীশংকর জুনিয়ার হাই স্কুল
নবদুর্গা জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৪৬
ভবানীনগর এম. এম. জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৪৭
কোল্লা রামকৃষ(বিদ্যালয়
বাবরপুর জুনিয়ার হাই স্কুল
পিটারী বিবেকানন্দ বিদ্যালয়

ভরতপুর - ২

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বনওয়ারীবাদ হাই স্কুল ১৮৬৪
সালার এডোয়ার্ড জ্যাকেরিয়া হাই স্কুল ১৯০১
কাগ্রাম হাই স্কুল ১৮৯১

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বৈদ্যপুর হাই স্কুল ১৮৯৮
দ(ণখন্ড মহাত্মাজী বিদ্যাপীঠ ১৯৪৮
খাঁড়েরা এ. এন. মেমোরিয়াল হাই স্কুল
মালিহাটি কান্দরা হাই স্কুল ২.১.১৯৪৫
শিমূলিয়া তরণীপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন ২.১.১৯৩৭
সালু হাই স্কুল
তালিবপুর হাই স্কুল ১.১.১৯২৫
টেঁয়া শান্তিসুধা বিদ্যামন্দির
সালার কুমার কেরামতুল্লা গার্লস হাই স্কুল
সরমস্তপুর হাই স্কুল
রায়গ্রাম হাই স্কুল

সিনিয়ার মাদ্রাসা ১৯৬৫

তালিবপুর রহমানিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আওচা মাখালতোর সেনপাড়া নেতাজী জুনিয়ার হাই স্কুল
সালার সভা মেমোরিয়াল জুনিয়ার হাই স্কুল
মালিহাটি কান্দরা সরোজ স্মৃতি বিদ্যালয়
মোসাড্ডা জুনিয়ার হাই স্কুল

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

পীর শাহ্ জালাল জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

ভরতপুর - ১

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যলয়

আলুগ্রাম ইউনিয়ন সাধারণ বিদ্যাপীঠ	১৯৪৮
সিজগ্রাম হোসেনাবাদ মহসীন তোয়েব হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল	১২.৮.১৯১২
জজান কেনারাম হাই স্কুল	১৮৫৭

মাধ্যমিক বিদ্যলয়

ভরতপুর আলীয়া হাই স্কুল	১৯৬৪
গুলহাটিয়া আলী হাফিজ এম. হাই স্কুল	১৯১৬
গয়েশবাদ অচলা বিদ্যামন্দির	১৯৪৭
গীতগ্রাম হাই স্কুল	১৯০৮
আমলাই ভালুইপাড়া হাই স্কুল	১৯৪৯
গুণানন্দবাটী এইচ. এ. কে. ডব্লু. হাই স্কুল	১৯৬৯
সাহাপুর হাই স্কুল	১৯০৮
খরিয়া দ্বীবেন্দ্র হরিপ্রিয়া বিদ্যামন্দির	১৯৬৫
গোড্ডা গণপতি আদর্শ বিদ্যাপীঠ	

সিনিয়ার মাদ্রাসা

ভরতপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

তালগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুল

রঘুনাথগঞ্জ - ১

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বারালা রামদাস সেন হাই স্কুল	১৯১৮
মীর্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুল	২.১.১৯৪৮
জঙ্গীপুর হাই স্কুল	১৮৭৭
রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল	১.১.১৯৪৭
রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল	১৯৩৩
মালদোভা পঙ্কজ কুমার হাই স্কুল	১৯৪১
শ্রীকান্তবাটী পি. এস. এস. শি(ানিকেতন	১৯৬২

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জঙ্গীপুর গার্লস হাই স্কুল	১৯৪৯
রাণীনগর হাই স্কুল	
সঈদপুর ইউ. এন. হাই স্কুল	
মীজাপুর ডঃ যতীন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়	

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জামুয়ার জুনিয়ার হাই স্কুল	
কানুপুর নবজাগরণ জুনিয়ার হাই স্কুল	

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

নাইথ সামসেরিয়া জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

রঘুনাথগঞ্জ - ২

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কালিতলা এল. কে. হাই স্কুল	১৯৩৪

হাই মাদ্রাসা

জঙ্গীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জোতকমল হাই স্কুল	১৯৪৯
বড়শিমূল হাই স্কুল	১৯৫৪
গোবিন্দপুর হাই স্কুল	১৯৬৪
সেকেন্দ্রা হাই স্কুল	১৯৬২
মহম্মদপুর জে. এন. হাই স্কুল	১৯৬৯
গিরিয়া হাই স্কুল	১৯৫১
খামরা ভাবকী হাই স্কুল	১৯৫৫

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কাঁটাখালি পুট্টিয়া জুনিয়ার হাই স্কুল	১৯৬২

সিনিয়ার মাদ্রাসা

মোমিনতলা সিনিয়ার মাদ্রাসা

সাগরদীঘি

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সাগরদীঘি এস. এম. হাই স্কুল	২.১.১৯৪৮
বালিয়া হাই স্কুল	১৯৪৭
সেখদীঘি হাই স্কুল	১৯২৬
বোখারা হাজী জুবেদ আলী বিদ্যাপীঠ	১৯১৫

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বন্যে(র বি. সি. হাই স্কুল	১৯৪৯
দিয়ারা হাজী নসরত মল্লিক হাই স্কুল	১৯৬৭
গোবর্ধনডাঙ্গা দস্তুরহাট হাই স্কুল	১৯৬৬
গৌরীপুর হেমাজুদ্দিন হাই স্কুল	১৯৬২
হরহরি হাই স্কুল	১৯৪৮
জিনদীঘি হাই স্কুল	১৯৬১
কাঁটানগর হাই স্কুল	১৯৬২
সাহাপুর সাঁওতাল স্কুল	১৯৫২
মোরগ্রাম হাই স্কুল	১৯৪৮
মেঘাশিরা হাই স্কুল	১৯৫৯
সাগরদীঘি গার্লস হাই স্কুল	
কড়েয়া হাই স্কুল	
কাবিলপুর হাই স্কুল	
মণিগ্রাম হাই স্কুল	১৯৪৩

হাই মাদ্রাসা

মাদ্রাসা হোসেনিয়া হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

কাবিলপুর ডি ও সিনিয়ার মাদ্রাসা।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ছামুগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুল
যোগপুর যামিনী প্রেম কুমারী বিদ্যাপীঠ
ঢলসা জুনিয়ার হাই স্কুল
ঘুঘুরীডাঙ্গা জুনিয়ার হাই স্কুল
পাউলী জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৪৮
সামসাবাদ জুনিয়ার হাই স্কুল
পাটকেলডাঙ্গা জুনিয়ার হাই স্কুল

সুতি - ১

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ফতুল্লাপুর শশীমণি হাই স্কুল ১৯৪৫

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভাঙ্গাবাড়ি হাই স্কুল ১৯৪৯
আহিরণ হেমাঙ্গিনী গার্লস বিদ্যাপীঠ ১৯৬৪
বংশবাটী হাই স্কুল ১৯৫৮
বহুতলী হাই স্কুল ১৯৬১
গোথা এ. রহমান হাই স্কুল ১৯৬৩
নয়াগ্রাম ইয়াকুল মন্ডল হাই স্কুল ১৯৫৫
হারোয়া হাই স্কুল
সাদিকপুর বি. কে. হাই স্কুল

সুতি - ২

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ছাবঘাটি (দিরাম বিদ্যালয় ১৯৪৯
ঔরাঙ্গাবাদ হাই স্কুল ১৯১১

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আমুয়া কদমতলা হাই স্কুল ১৯৪৮
ঔরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৪৯
সাহাজাদপুর ওমরপুর হাই স্কুল ১৯৬৭
কাশিমনগর হাই স্কুল ১৯৬৯
মুরলীপুকুর হাই স্কুল

হাই মাদ্রাসা ১৯৬২

ঔরঙ্গাবাদ হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

সুলতানপুর আলিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সপ্তগ্রাম ইউ. ডি. ডি. জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৯

সামশেরগঞ্জ

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কাঞ্চনতলা জি. ডি. জি. ইনষ্টিটিউশন ১৮৯৭
নিমতিতা জি. ডি. ইনষ্টিটিউশন ১.১.১৯১৩
সাহেবনগর হাই স্কুল ১৯৫০

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

চাচন্দা বাসুদেবপুর জলাইদিপুর হাই স্কুল ১৯৪৮
ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয় ১৯৬৫
ভাসাই -পাইকর হাই স্কুল ১৯৬৫
লস্করপুর বালিয়াঘাটি হাই স্কুল ১৯৬১
বহরাগাছি হাই স্কুল
পাঁচগ্রাম আই. এস. এ. হাই স্কুল
কৃষ(কুমার সন্তোষকুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠ
ধুলিয়ান বাণীচাঁদ আগরওয়াল বালিকা বিদ্যালয়

হাই মাদ্রাসা

ডি. বি. এস. হাই মাদ্রাসা
হাউসনগর হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আলীনস্কর পুর জুনিয়ার হাই স্কুল
দিঘরী জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৯

ফরাক্কা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নয়নসুখ লক্ষ্মী নারায়ণ সিংহ ২.১.১৯৮৮
মেমোরিয়াল হাই স্কুল
অর্জুনপুর হাই স্কুল ১৯৪২
নিশিন্দ্রা হাই স্কুল
ধুলিয়ান হাই মাদ্রাসা (হায়ার সেকেন্ডারী) ১৯৬২

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আমতলা হাই স্কুল ১৯০৬
ধর্মডাঙ্গা হাই স্কুল ১৯৭০
তিলডাঙ্গা হাই স্কুল ১৯৬৩
ব্রহ্মনগর স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়
বাহাদুরপুর হাই স্কুল

হাই মাদ্রাসা

পার দেওনাপুর হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ইমামনগর জুনিয়ার হাই স্কুল
ফরাক্কা এন. টি. পি. সি. জুনিয়ার হাই স্কুল (হিন্দি)

নিউ ফরাক্কা জুনিয়ার হাই স্কুল
জয়কৃষ(পুর জুনিয়ার হাই স্কুল
খড়িবোনা জুনিয়ার হাই স্কুল
রৌশেনারা জুনিয়ার হাই স্কুল
আহিরণ গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল

বহরমপুর

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজ স্কুল	১৮৫৩
গোরাবাজার ঈ(েরচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন	১৯১৬
মণীন্দ্রনগর হাই স্কুল	১৯৬২
খাগড়া গু(দাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশন	১৮৪৫
সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ	২.২.১৯১৪
বহরমপুর মহারাণী কাশী(েরী গার্লস হাই স্কুল	১৯২৮
বলরামপুর হাই স্কুল	১৯৬২
মধুপুর রাজা শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠ	১৯৪৯
চুঁয়াপুর বিদ্যানিকেতন গার্লস হাই স্কুল	
গোরাবাজার শিল্পমন্দির গার্লস হাই স্কুল	১৯৫৭
বহরমপুর গার্লস মহাকালী পাঠশালা	১৮৬২
গোয়ালজান রিফিউজি হাই স্কুল	১৯৫৪
সৈদাবাদ মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়	১৯৫২
বহরমপুর জে. এন. এ্যাকাডেমী	১.১.১৯৪৬
দৌলতাবাদ নিশীথ বরণী সিংহ হাই স্কুল	১৯৬৪

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

হাজীডাঙ্গা যোগমায়া বিদ্যানিকেতন	
কালীতলা রাজা জগতকিশোর হাই স্কুল	১৯৬৩
সাটুই রাজেন্দ্রনারায়ণ হাই স্কুল	১৯৫৫
শ্রীগু(পাঠশালা হাই স্কুল	১৯৬৭
হাতিনগর আদিবাসী শ্রীকৃষ(বিদ্যাপীঠ	১৯৬৩
নিমতলা হাই স্কুল	
মদনপুর হাই স্কুল	
কাশিমবাজার মহাজন সমিতি হাই স্কুল	১৯৬৬
সলুয়াডাঙ্গা হাই স্কুল	১৯৬৭
ভাকুড়ী হাই স্কুল	১৯৬৬
বিষু(পুর গার্লস হাই স্কুল	১৯৭০
বহরমপুর লিপিকা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল	
মণীন্দ্রনগর গার্লস হাই স্কুল	১৯৫৩
গোয়ালজান গার্লস হাই স্কুল	১৯৬৩
খাগড়া হিন্দুস্থান শি(া ভারতী গার্লস হাই স্কুল	১৯৫২
সাহাজাদপুর সরবাগান হাই স্কুল	১৯৬৫
হাতিনগর সারদা বিদ্যাপীঠ গার্লস হাই স্কুল	
সৈদাবাদ সুদর্শন চত্র(বয়েজ্ হাই স্কুল	
গোরাবাজার বিজয়কুমার হাই স্কুল	১৯৬৭
নওদাপানুর যুগলকিশোর হাই স্কুল	১৯৬৭
গোপীনাথপুর হাই স্কুল	
মাঝেরপাড়া কুমারিশ চন্দ্র হাই স্কুল	

হাই মাদ্রাসা

মাঝিয়ারা নূরানী হাই মাদ্রাসা	
ছয়ঘরি গার্লস হাই মাদ্রাসা	
গঙ্গাপ্রসাদ হাই মাদ্রাসা	

সিনিয়ার মাদ্রাসা

ছয়ঘরি কে. আই. সিনিয়ার মাদ্রাসা	

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

হিকমপুর জুনিয়ার হাই স্কুল	১৯৬৮
বেউঞ্চিতলা জুনিয়ার হাই স্কুল	
গোয়ালপাড়া ত(ণ সঙঘ জুনিয়ার হাই স্কুল	
সেবামিলনী চতুর্থ শ্রেণী জুনিয়ার হাই স্কুল	
বাপুজী পাঠাগার জুনিয়ার হাই স্কুল	
কোদলা বিজয়কৃষ(আদর্শ বিদ্যামন্দির	
নগরজলী জুনিয়ার হাই স্কুল	
গজধরপাড়া জুনিয়ার হাই স্কুল	
সুদর্শন চত্র(গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল	

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

সরসাবাদ গার্লস জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	
গু(দাসপুর এস. এন. হাসান জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	

হরিহরপাড়া

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

(কু ণপুর হাই স্কুল	১.১.১৯৫৭
হরিহরপাড়া হাই স্কুল	১৯৬১
বা(ইপাড়া হাই স্কুল	১৮৬৩

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

লালনগর হাই স্কুল	১৯৬৮
মহিষমারা ঘোড়ামারা হাই স্কুল	১৯৬৩
নিশ্চিন্তপুর হাই স্কুল	১৯৫০
স্বরূপপুর হাই স্কুল	১৯৫৭

সাহ্াজাদ পুর হাই স্কুল	১৯৬৫
চোঁয়া বি. বি. পাল বিদ্যানিকেতন	১৯৬৯
গোবিন্দপুর রাজনগর হাই স্কুল	
তরতিপুর হাই স্কুল	
বিহারিয়া হাই স্কুল	১৯৬৮
জিতারপুর হাই স্কুল	

হাই মাদ্রাসা

পদ্মনাভপুর হাই মাদ্রাসা
গোবরগাড়া হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

হরিহরপাড়া হাজী আলমবক্স সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মালোপাড়া জুনিয়ার হাই স্কুল
খিদিরপুর কলোনী নেতাজী জুনিয়ার হাই স্কুল

ডোমকল

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ডোমকল ভবতারণ হাই স্কুল	১৯০০
ভগীরথপুর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল	১৮৯৬
জিৎপুর পাল ইনষ্টিটিউশন	১৯৪৩
ডোমকল বালিকা বিদ্যালয়	
হরিশঙ্করপুর শ্রীকৃষ(বিদ্যাপীঠ	১৯৬০

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

গড়াইমারী যাদবকৃষ(হাই স্কুল	১৯৬১
ধুলাউড়ি রবীন্দ্র বিদ্যানিকেতন	
কুশাবেড়িয়া হাই স্কুল	
মধুরকুল হাই স্কুল	
শিবনগর হাই স্কুল	১৯২৭
বৃন্দাবনপুর হাই স্কুল	
পাড়দিয়ার এইচ. কে. এস. বিদ্যাপীঠ	
গঙ্গাদাসপাড়া গোপীমোহন বিদ্যাপীঠ	
রায়পুর হাই স্কুল	
দ(ণনগর হাই স্কুল	
পার-রঘুনাথপুর কমল হাই স্কুল	

হাই মাদ্রাসা

বি. এস. এম. এম. হাই মাদ্রাসা
কামুরদিয়ার এন. এইচ. হাই মাদ্রাসা
সাহাদিয়ার হাই মাদ্রাসা
সারাঙ্গপুর হাই মাদ্রাসা
ভাতশালা হাই মাদ্রাসা
লস্করপুর হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

কুপিলা এম. আই. ও. সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পাইকমারী সূর্যসেন বিদ্যাপীঠ
ন্যাশনাল এন্ট্রান্স জুনিয়ার হাই স্কুল
ষষ্ঠিতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কুশাবেড়িয়া গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল
বর্তনাবাদ বি. এম. এফ. জুনিয়ার হাই স্কুল
আমিনাবাদ জুনিয়ার হাই স্কুল

জলঙ্গী

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জলঙ্গী হাই স্কুল	২.১.১৯৪০
সাগরপাড়া হাই স্কুল	১৮৯৯
সাদিখাঁর দিয়ার হাই স্কুল	২.১.১৯৪৯
কাজীপাড়া হরিদাস বিদ্যাভবন	১৯৬২

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সীতানগর হাই স্কুল	
লক্ষ্মীনারায়ণপুর হাই স্কুল	১৯৬৩
সাগরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়	
চোঁয়াপাড়া দূর্লভপাড়া বিদ্যানিকেতন	
টিকারবেড়িয়া কাজী নজ(ল হাই স্কুল	
ঘোষপাড়া সর্বপল্লী বিদ্যানিকেতন	
ফরিদপুর হাই স্কুল	
জলঙ্গী বালিকা বিদ্যালয়	

হাই মাদ্রাসা

কুমারপুর নেসা(দ্দিন হাই মাদ্রাসা
রৌশননগর হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাঘমারা বিদ্যালয়
সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
খয়রামারী জুনিয়ার হাই স্কুল
উদয়নগর কলোনী জুনিয়ার হাই স্কুল
দেবীপুর জুনিয়ার হাই স্কুল

নওদা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আমতলা হাই স্কুল	১৯১৯
ঝাউবোনা হাই স্কুল	১.১.১৯৪৪
পাটিকাবাড়ি হাই স্কুল	১৯.১.১৯৪৪

টুঙ্গি স্বামী স্বরূপানন্দ হাই স্কুল ১৯৩৯
সর্ব্বাঙ্গপুর জে. কে. এস. এ. বিদ্যাপীঠ ৪.২.১৯৪৮

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শ্যামনগর হাই স্কুল
আমতলা আনন্দমণি বালিকা বিদ্যালয় ১৯৭০
বৃন্দাবনপুর শরদিন্দু স্মৃতি হাই স্কুল
নওদা হাই স্কুল ১৯৬৪
বালী গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল

হাই মাদ্রাসা

ত্রিমোহিনী হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ডাকাতিয়াপোতা জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৯
দূর্লভপুর জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৬
ডাঙ্গাপাড়া মোত্ত(োরপুর জুনিয়ার হাই স্কুল
সরয়ূবালা বিদ্যাপীঠ
সোনাটিকুরি জুনিয়ার হাই স্কুল

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

গঙ্গাধারী এইচ. বি. হাই মাদ্রাসা

বেলডাঙ্গা - ১

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বেলডাঙ্গা সি. আর. জি. এস. হাই স্কুল ১.২.১৮৯০
হরেকনগর আব্দুল মোমেন ইনষ্টিটিউশন ২.১.১৯৪০
বেলডাঙ্গা হরিমতি গার্লস হাই স্কুল ১৯৪৮
মাণিকনগর হাই স্কুল ১৯৬৭
দেবকুন্ড হাই মাদ্রাসা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভাবতা নেতাজী হাই স্কুল ১৯৫৫
বিশুরপুকুর হাই স্কুল ১৯৬৭
বেগুনবাড়ি হাই স্কুল ১৯৫৭
দেবপুর হাই স্কুল ১৯৪৩
কুমারপুর ভোলানাথ ১৯৫১
মেমোরিয়াল হাই স্কুল
সারগাছি রামকৃষ(মিশন হাই স্কুল ১৯৩২
বেলডাঙ্গা শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ ১৯৫৮
রামে(ারপুর হাই স্কুল
শরৎপল্লী বালিকা বিদ্যালয়
বানীপীঠ গার্লস হাই স্কুল ১৯৫৬

হাই মাদ্রাসা

ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসা
ঝুনকা হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

বেলডাঙ্গা দা(ে হাদিত সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

হরেকনগর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৬৭
নওপুকুরিয়া জানকীনাথ যদুনাথ জুনিয়ার হাই স্কুল
স্বামী অখন্ডানন্দ বালিকা বিদ্যালয়
মীর্জাপুর হাজী সোলেমান চৌধুরী জুনিয়ার হাই স্কুল

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

ভাবতা হাসিনা মেমোরিয়াল গার্লস হাই মাদ্রাসা
কাজীসাহা জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
পুলিন্দা গার্লস জুনিয়র

বেলডাঙ্গা - ২

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শক্তি(পুর কুমার মহিমচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন ১৯০৫
তেঘরি নাজিরপুর ইনষ্টিটিউশন ১৯৬৩
আন্দুলবেড়িয়া হাই স্কুল ১৯১৩
দাদপুর হাই স্কুল ১৯৪৮

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাণিক্যহার সারেঙ্গী সুন্দর হাই স্কুল ১৯৫৬
রামনগর হাই স্কুল ১৯৪৮
রামপাড়া মাঙ্গনপাড়া হাই স্কুল ১৯৬৮
দোপুকুরিয়া হাই স্কুল ১৮৮৪
কাশীপুর তারিণীসুন্দরী ইনষ্টিটিউশন ১৯৬৮
শক্তি(পুর কে. এম. সি. গার্লস হাই স্কুল ১৯৬৮
কামনগর কাজীপাড়া হাই স্কুল ১৯৬৭

হাই মাদ্রাসা

তকীপুর হাই মাদ্রাসা
ঘোল্লা এন. এইচ. এম. হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাজারসাউ জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৬
সোমপাড়া গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৭১
সোমপাড়া ননীবালা চন্দ্র জুনিয়ার হাই স্কুল

মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

হাসানপুর রাজে(ারী বিদ্যাপীঠ ২৬.২.১৯৫০
জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির ১৯০২
লালবাগ সিংহী হাই স্কুল ১৯৫২
নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন্ ১৯০৯

আজিমগঞ্জ রাই বুধ সিং বাহাদুর হাই স্কুল ১৯৪৯
লালবাগ এম. এম. গার্লস হাই স্কুল ১৮৬৪

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আমাইপাড়া উদ্বাস্তু বিদ্যাপীঠ ১৯৭০
আজিমগঞ্জ কিশোর কুমারী বালিকা বিদ্যালয় ১৯৫৬
ডনবস্কো হাই স্কুল
দেবীপুর মহান্ত গণপতি দাস হাই স্কুল ১৯৬৫
গুধিয়া হাই স্কুল ১৯৬৯
জিয়াগঞ্জ এস. এন. গার্লস হাই স্কুল ১৯৩৭
বরানগর রাণী ভবানী বিদ্যাপীঠ
তেঁতুলিয়া হাই স্কুল ১৯৬৪
রামদাস আউলিয়া গার্লস হাই স্কুল ১৯৬৯
লালবাগ গভঃ স্পনসরড গার্লস হাই স্কুল
কুর্মিটোলা হাই স্কুল
বরফখানা তিনকড়ি হাই স্কুল
ডাহাপাড়া বন্ধুকুঞ্জ আদিবাসী শি(ানিকেতন
মুকুন্দবাগ হাই স্কুল
কুতুবপুর নব আদর্শ হাই স্কুল ১৯৫৭
জিয়াগঞ্জ বীরেন্দ্র সিং হাই স্কুল ১৮৭৭

হাই মাদ্রাসা

কাঁকসা রহিমা হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

সুলতানপুর কুনিয়া পুকুরী সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আয়েসবাগ বিদ্যাপীঠ
নতুনগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৬৭
কাপাসডাঙ্গা জুনিয়ার হাই স্কুল

নবগ্রাম

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

অমৃতকুন্ড কৃষ(কামিনী বিদ্যামন্দির ২.২.১৯৪৮
গুড়া-পাশলা এস. কে. শি(ানিকেতন ২.১.১৯৪৮
নিমগ্রাম বেলুরি হাই স্কুল ১৯৫৪
পাঁচগ্রাম হাই স্কুল ১৩.১.১৯৪৭
নবগ্রাম হাই স্কুল ১৯৪৭

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

দফরপুর রজতকাঞ্চন হাই স্কুল ১৯৬৯
অনন্তপুর হাই স্কুল ১৯৪৭
চানক বিবেকানন্দ বাণীমন্দির ১৯৬৮
ইটোর সাঁওতাল শি(ানিকেতন ১৯৫৪
পাঁচগ্রাম গার্লস হাই স্কুল
জীবন্তীতলা হাই স্কুল ১৯৬৮
খেঁকুল হাই স্কুল ১৯৫১
নগড়া নীরদা দেবী আদিবাসী হাই স্কুল ১৯৫৯
সিঙ্গার হাই স্কুল ১৯৪৬
বাগোর হাই স্কুল ১৯৬৯
বাঘমারা বি. বি. এম. বিদ্যানিকেতন ১৯৬৯
চানক তড়িতানন্দ আদিবাসী বিদ্যামন্দির ১৯৬৮
বাঁকীপুর নজ(ল বিদ্যাপীঠ
পুন্ডিগ্রাম দুকড়ি চন্দ্র সিংহবাহিনী বিদ্যাপীঠ

হাই মাদ্রাসা

পাথরডাঙ্গা ওসমানীয়া হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

মাদ্রাসা আলিয়া অনন্তপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নেহে(নগর আদিবাসী জুনিয়ার হাই স্কুল
রাজখন্ড জুনিয়ার হাই স্কুল

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

আচরা জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
বিলবাড়ী জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
মুকুন্দপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

রাণীনগর - ১

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

চক ইসলামপুর শ্রীকৃষ(চম্পালাল মাহে(রী হাই স্কুল ১৮৭৮
নাজিরপুর ঈশেরপাড়া হাই স্কুল ১৯৬৯
লোচনপুর নৃত্যকালী হাই স্কুল ১৯৩৬

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

হুদা হেরামপুর হাই স্কুল ১.১.১৯৫২
পাহাড়পুর ইউনিয়ন হাই স্কুল ১৯৬১
চক গার্লস হাই স্কুল ১৯৫৯
টেঁকা রাইপুর হাই স্কুল ১৯৬৭
গোয়াস কালিকাপুর হাই স্কুল

হাই মদ্রাসা

পোমাইপুর হাই মদ্রাসা
নসীপুর হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

পোমাইপুর ইসলামিক সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ইসলামপুর গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল
বালী গ্রামীণ জুনিয়ার হাই স্কুল

রাণীনগর - ২

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কাতলামারী হাই স্কুল	১.১.১৯৪১
রাণীনগর হাই স্কুল	১৯৪০

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাবুলতলি খলিলুর রহমান বিদ্যাপীঠ	১৯৬৮
বামনাবাদ অধরচন্দ্র হাই স্কুল	৭.১.১৯৪৬
নবীপুর সরলাবালা হাই স্কুল	১৯৬৪
রাখালদাসপুর হাই স্কুল	১৯৫৪
চর মুন্সি পাড়া হাই স্কুল	১৯৬৩

চর দুর্গাপুর হাই স্কুল

হাই মাদ্রাসা

রাণীনগর হাই মাদ্রাসা
আমিরাবাদ হাই মাদ্রাসা

জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

কোমনগর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মোহনগঞ্জ জুনিয়ার হাই স্কুল

ভগবানগোলা - ১

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভগবানগোলা হাই স্কুল	১৯৩১
ভগবানগোলা বালিকা বিদ্যালয়	১৯৬৮

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

গোবিন্দতলা ভোলানাথ পান্ডে হাই স্কুল	১৯৬৮
কোকন পি. বি. বিদ্যাপীঠ	১৯৬৭
ও রাহর হাই স্কুল	১৯৬৪

বাহাদুরপুর হাই স্কুল
বালিপাড়া হাই স্কুল

হাই মাদ্রাসা

চর লবনগোলা হাই মাদ্রাসা
সুর্ফিয়া হাই মাদ্রাসা
কে. সি. কে. হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

হোসেননগর দা(ল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ওরাহর গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল

ভগবানগোলা - ২

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নসীপুর হাই স্কুল	১৯৪৯

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আখেরীগঞ্জ হাই স্কুল	১৯৫২
সরলপুর হাই স্কুল	১৯৫৮

রাণীতলা হাই স্কুল

চর দৌলতপুর হাই স্কুল	১৯৬৩

হাই মাদ্রাসা

টোপিডাঙ্গা হাই মাদ্রাসা
কে. সি. কে. হাই মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

যোগপুর প্রেমলাল জুনিয়ার হাই স্কুল
ছাতাই জুনিয়ার হাই স্কুল

লালগোলা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

লালগোলা মহেশনারায়ণ এ্যাকাডেমী	৮.১.১৯১৪
বালুটুঙ্গি হাই স্কুল	১৯৪৯
লালগোলা শৈলজা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল	১৯৪৮
শেখালীপুর হাই স্কুল	১৯০৯

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

রাজারামপুর হাই স্কুল	২.১.১৯৩৫
লস্করপুর হাই স্কুল	১৯৬৯

ধুলাউড়ি হাই স্কুল
ডিহিপাড়া খাদেম আলী মেমোরিয়াল হাই স্কুল

হাই মাদ্রাসা

আই. সি. আর. হাই মাদ্রাসা
ছৈতানী হাই মাদ্রাসা
মাণিক চক হাই মাদ্রাসা
লালগোলা রহমতুল্লা হাই মাদ্রাসা

সিনিয়ার মাদ্রাসা

হরিপুর ইসলামিক সিনিয়ার মাদ্রাসা
পন্ডিতপুর ইসলামিক সিনিয়ার মাদ্রাসা
ভবানীপুর বারকাটিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিরামপুর এ. এস. বিদ্যাপীঠ	১৯৬৪

হোসেনাবাদ জুনিয়ার হাই স্কুল

বালুটুঙ্গি গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল	১৯৬৮
জগন্নাথপুর জুনিয়ার হাই স্কুল	১৯৬১

সূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ

সারণী-১৩(ক)
মাধ্যমিক শি(া সংক্র(ান্ত তথ্য ঃ ২০০২-০৩

	মধ্য স্কুল				জুনিয়ার হাই স্কুল				হাই স্কুল			
ব্লক/পৌরসভা	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শি(ক	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শি(ক	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শি(ক
বহরমপুর	৭	১৭২৩	১৬১৪	৩৪	২	২৯৭	৫০২	১৩	১৫	৫৯০০	৫১৩৩	১৮৯
বেলডাঙ্গা -১	৫	১২২৯	৯৩৬	২৮	২	২৩৫	৯৭২	১১	৭	৩৩৭৫	৩৪১৩	৮৬
বেলডাঙ্গা -২	৩	৯১৬	৪৮৭	২২	-	-	-	-	৭	৩০৫৪	৩২১৫	৮৪
নওদা	৬	১৫৪০	১০২৬	৩৬	১	২৮৬	২০৫	৬	৫	২৩৫৭	১৯৪৯	৫৪
হরিহরপাড়া	২	৩৬২	৫১৮	১১	-	-	-	-	১০	৪০০০	৩৮২৭	১১৬
বহরমপুর পৌর	৪	৭৩৮	৮৪২	২৭	-	-	-	-	৭	৩৩৪৫	৩২১৯	৯২
বেলডাঙ্গা পৌর	১	২১৯	৩৫৬	৬	-	-	-	-	৩	১৭৪২	৫২৬	২৯
কান্দী	১	১২৫	১৪৫	৬	২	৪৫০	৫৮০	১৭	৫	১৯২৫	৭৫০	৫৫
খড়গ্রাম	৫	৮৭৫	৪৮০	৫১	১	১৫০	১৭৫	৯	১৫	৫১০০	২২০৫	১৬৫
বড়এ(া	১১	১৭৫০	১০৫০	৬২	-	-	-	-	১৪	৪৩০০	২১০০	১১৮
ভরতপুর - ১	১	২৯০	১০২	৭	১	১২০	১৪০	৮	৮	৩১০০	৯৮৯	৭৭
ভরতপুর - ২	৪	৭৭৫	৩৬৮	২৪	-	-	-	-	১০	৪০১০	১৯৮০	১২৬
কান্দী পৌর	৩	৭০০	৩৯০	১৯	-	-	-	-	২	১২৫০	৬০৮	২৭
ফরাক্কা	৩	১১১৭	৪৫৯	১৫	-	-	-	-	৫	২০১৩	১৮০১	৫৭
সামশেরগঞ্জ	২	৫৩১	৩৪৭	১০	-	-	-	-	৫	৩১২৫	৯৪৯	৬৬
সুতি - ১	১	-	১০৯	৩	-	-	-	-	৭	৩৯৫৭	২৭০৫	৮৬
সুতি - ২	১	৩৫১	৩৪৭	৬	-	-	-	-	৫	২০১৯	২৬৩৬	৮৮
রঘুনাথগঞ্জ - ১	৩	৭২১	৫৩৭	১৩	১	১৫৭	১৪৯	৫	৩	২০১৩	১৬০১	২৮
রঘুনাথগঞ্জ - ২	২	৫৮৯	৩৬৭	৯	-	-	-	-	৬	২৩১৭	১৫২১	৬৩
সাগরদীঘি	৭	৩৬০১	২০১৫	৩৯	-	-	-	-	১৩	৪০১৯	২৭৫১	১০৩
জঙ্গীপুর পৌর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ধুলিয়ান পৌর	১	৩৩৫	২৯১	৭	-	-	-	-	৩	৪৯২১	৪০৮৯	৩৮
লালগোলা	৪	৭০৫	১৪৬১	২৬	-	-	-	-	৪	২১৫৫	২০২২	৫৪
ভগবানগোলা - ১	১	-	২৭০	৩	-	-	-	-	৫	২৯৪৯	২৭১৩	৫৯
ভগবানগোলা - ২	২	৩৮৬	৩৫৩	১২	-	-	-	-	৩	১৮৪১	১৯৪২	৩৮
মুর্শিঃ-জিয়াগঞ্জ	৪	৮৪২	১০২০	২৪	-	-	-	-	৮	৩৪৫৪	৩২১৫	৯০
নবগ্রাম	৩	৩১৬	৭৩৮	১৬	৩	৩২৮	৩৯৫	১৪	১৩	৫১২৯	৪৮৬৯	১৫৯
জিয়াঃ - আজিমগঞ্জ	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	১৫৫৭	৩৭
মুর্শিদাবাদ পৌর	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	১২৪২	১২০৫	৩৪
ডোমকল	৬	১৪৩৫	১৬১০	৩৬	-	-	-	-	১০	৫০৪১	৩৮৫৩	৯৮
জলঙ্গী	৫	১৭২৬	১১৬৮	৩২	-	-	-	-	৮	৪০৮৯	৩৭১৯	১০৩
রাণীনগর - ১	১	-	৩৭০	৬	-	-	-	-	৪	১৬৯৬	২৪৪৫	৪২
রাণীনগর - ২	১	২২১	২৯৫	৬	১	২৯৫	৪৩৬	৫	৫	৩৩৫০	২৮৩৪	৫২
মোট	১০০	২৪১১৮	২০০৭১	৫৭৬	১৪	২৩১৮	৩৫৫৪	৮৮	২২০	৯৮৭৮৮	৭৮৩৪১	২৫১৩

সূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ

সারণী-১৩(খ)
মাধ্যমিক শি(া সংক্র(ান্ত তথ্য ঃ ২০০২-০৩

ব্লক	হাই মাদ্রাসা				হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল				সিনিয়ার মাদ্রাসা			
	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শি(ক	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শি(ক	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শি(ক
বহরমপুর	৩	৯৮৮	২৮৩৮	৪৩	৬	৬৭৫৯	৫৬২৩	১২৭	১	৫৯৭	২০১	১৪
বেলডাঙ্গা -১	২	১০২৮	৮০৫	২২	২	১৪৩৭	১১৬২	৪৩	১	৪৯৯	৫৪০	১৪
বেলডাঙ্গা -২	২	১১০৫	১৩২২	২৬	৪	৩৪৭৮	১৭০০	৭৯	-	-	-	-
নওদা	১	৬১৪	৮৩৫	১৫	৫	৩৫২১	৩৩৪৯	১২০	-	-	-	-
হরিহরপাড়া	২	৮৭৭	১৬৭০	২৬	৩	৩৪৬৮	২৭১৩	৬৩	১	৫১২	২২৩	১২
বহরমপুর পৌর	-	-	-	-	৯	৫৪৫২	৫৪২৩	২৬৮	-	-	-	-
বেলডাঙ্গা পৌর	-	-	-	-	২	১৫৬৯	১৪৭৮	৫২	-	-	-	-
কান্দী	-	-	-	-	৬	৪৫০০	১৫১০	১১৭	-	-	-	-
খড়গ্রাম	৩	১৩৯৮	৯৬৫	৪৯	৫	৩৯৮৯	১০৪৫	৮৮	-	-	-	-
বড়এ(া	-	-	-	-	৫	৪০৯২	১৫৪০	১০৬	-	-	-	-
ভরত পুর - ১	-	-	-	-	৪	৩৪০০	১৮৪৫	৬৮	১	৩৪০	৫৪৮	১৬
ভরতপুর - ২	-	-	-	-	৪	৩৩৭৮	২২৯০	৬৮	১	১৬৫	২৩০	১৭
কান্দী পৌর	-	-	-	-	৪	৩৮২৫	১৭০০	৯৩	-	-	-	-
ফরাক্কা	২	১৩২১	১১৭৯	৩৯	৪	২০১৭	৯৩৭	৬৫	-	-	-	-
সামশেরগঞ্জ	২	৭৬৫	৫২৯	২৩	৩	২৫৯১	১২৩৭	৪৮	-	-	-	-
সুতি - ১	-	-	-	-	২	১৬১৯	১৫৩৮	৪৬	-	-	-	-
সুতি - ২	১	৪৭৭	৩৪৮	১১	২	২২৩৭	৫৩৯	৪২	১	৩২৭	১৩৩	১৩
রঘুনাথগঞ্জ - ১	-	-	-	-	৪	৫৩৯১	৮৬৯	৬২	-	-	-	-
রঘুনাথগঞ্জ - ২	-	-	-	-	২	১৩০৫	৪১৯	৩৮	১	৩৬৩	৪০৫	১৪
সাগরদীঘি	১	২৭৫	২৪৭	১১	৫	৪৩৪৯	৫১১	৯১	১	৩৩৯	৩৩৭	১৪
জঙ্গীপুর পৌর	১	৯৭৭	৬০৯	১৯	৪	৪১০৩	২১২২	৯৯	-	-	-	-
ধুলিয়ান পৌর	-	-	-	-	১	১৬৩৭	৬০১	৩৭	-	-	-	-
লালগোলা	৪	৩১১০	২১৫০	৫৭	৪	৩৬৬৯	২৮৩৪	৯১	৩	১২৩২	১৪৪০	৩৮
ভগবানগোলা - ১	২	১১৯০	১১৬৮	২৪	২	১৯৫৭	১৯৩৪	৪৪	১	৩৩৯	২৭৮	১৩
ভগবানগোলা - ২	৩	১৬৯৭	১২২১	৩২	২	১৬১৪	১৬৭৭	৩৯	-	-	-	-
মুর্শিঃ-জিয়াগঞ্জ	১	৩৯৬	৫৪৬	১১	২	১৭৬৪	১২২৮	৩৯	১	৪৯৪	৫৫৬	১৪
নবগ্রাম	১	৫১৫	৭১১	১৩	৬	৬১১১	২৭৫৮	১৪৮	১	২০০	১৮৫	১২
জিয়াঃ - আজিমগঞ্জ	-	-	-	-	৩	২৭৭৮	১৫৮	৭১	-	-	-	-
মুর্শিদাবাদ পৌর	-	-	-	-	৩	২৬০৪	১৮৭৮	৯৫	-	-	-	-
ডোমকল	৬	২৬৬৭	২৯৭০	৬১	৬	৪৬৮৪	৪০১৭	১৩৮	১	৫৮৪	-	১৫
জলঙ্গী	২	৯২৫	৮৫৮	২২	৪	৪০৮৭	৩৬২৯	১১৬	-	-	-	-
রাণীনগর - ১	২	১০০৪	১২০৮	২৩	৪	৪৪৭৭	২৪৭৮	৭৫	১	৩২০	৩২৮	১৪
রাণীনগর - ২	২	১৩৪৭	১৮৬৪	২৪	৩	২৮৫৩	২০৬৫	৬০	-	-	-	-
মোট	৪৩	২২৬৭৬	২৪০৪৩	৫৫১	১২৫	১১০৭১৫	৬৫০০৭	২৭৩৬	১৬	৬৩১১	৫৬৫৭	২২০

সূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ

সারণী ১১.১৪

বালিকা বিদ্যালয় ও সহশি(া যুক্ত(বিদ্যালয়

শ্রেণী	সদর		ডোমকল		লালবাগ		কান্দী		জঙ্গীপুর	
	বালিকা	সহশি(া	বালিকা	সহশি(া	বালিকা	সহশি(া	বালিকা	সহশি(া	বালিকা	সহশি(া
সহশি(া										
৮ম শ্রেণী পর্যন্ত	০৫	২১	০২	১৪	০১	১৪	০২	২৭	-	১৬
১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	০৮	৪৭	০২	৩৮	০৫	৪৩	০২	৪৪	০৮	৪৮
দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত	০৬	২৮	০১	১৩	০৩	১৩	০২	১৯	০১	১৯

সূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ

সারণী ১১.১৫

মাধ্যমিক শি(ায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার দীর্ঘকালীন ধারা

বৎসর	৮ম শ্রেণী পর্যন্ত		দশম শ্রেণী পর্যন্ত		দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত	
	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
১৯৯৩-৯৪	২৪১৩৭	১৬১১৮	৯০৯৫৩	১৬২৮২	৪৪৬১৯	১২৮৯২
১৯৯৪-৯৫	২৭১৩৫	১৭১৪৫	৯৭৮৫৬	৬১৯৭৮	৪৬১৩২	১৩৩৭৯
১৯৯৫-৯৬	২৪২৩৭	১৬৬১৮	৯১১৫২	৬২৩৮২	৪৪৯৪৫	১৩২১৭
১৯৯৬-৯৭	২৬৭৩৭	১৮৩১২	১৬০২৬৭	৬৯৩২৪	৪৮৯৪৫	১৫৩০০
১৯৯৭-৯৮	২৬৪৫০	১৭৫৮১	৯৮৯১৮	৬৫৩৯৬	৪৭৫৬০	১৪৫৮০
১৯৯৮-৯৯	৩৭৪৮৫	২৮১১৫	১১১৩১৪	৮৩৪৮৬	৬০৫৮৩	৪৫৪০৮
৯৯-২০০০	৩৫৫৪০	৩৩৬৩৪	৯৬৯৭০	৯২৮১২	৩৭৩২০	৩১৫৬৩
২০০০-০১	৩৯৮১৩	৩৭৩৪৫	১০৫৮৫০	৯৮৩৩৯	৪৩৯২৫	৩৮৫৬৯

সূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ

মাধ্যমিক শি(া কেন্দ্র ঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায়, অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ত্র(মাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক বালক বালিকা মাধ্যমিক শি(ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মাধ্যমিক শি(ার পরিকাঠামোর অভাব দূর করার জন্য শিশু শি(া কর্মসূচীর ধরণে রাজ্য সরকার মাধ্যমিক শি(া কর্মসূচী চালু করেছেন। এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত(প্রতিষ্ঠানগুলির নাম মাধ্যমিক শি(া কেন্দ্র। সার্বজনীন শি(ার ল(্য পূরণে ও সমস্ত বালক বালিকাকে অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শি(ার সুযোগ দানে এই প্রকল্পটি গু(ত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শি(া মিশন এই প্রকল্পটির তদারকি করছে।

যে সমস্ত গ্রামের তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোন মাধ্যমিক বা জুনিয়ার হাই স্কুল নেই, সে গ্রামে যদি ৯ বছরের বেশি বয়সী অন্তত ৪০ জন প্রাথমিক শি(া উত্তীর্ণ বালক বালিকা থাকে তাহলে সে গ্রামে মাধ্যমিক শি(া কেন্দ্র চালু করা যায়। চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশু শি(া কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করা হয়। স্থানীয় অভিভাবক ও শি(ানুরাগীদের নিয়ে গঠিত পরিচালন সমিতি এই কেন্দ্র গঠন, কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, শি(া সম্প্রসারিকা নিয়োগ, দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ কর্ম দেখভাল করবেন। ২০০৩-২০০৪ শি(াবর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় ১১১টি মাধ্যমিক শি(াকেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে।

উচ্চশি(া ঃ কলেজ

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শি(া, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটেছিল। বাংলার মানুষ শিল্প বিপ-ব ও ফরাসী বিপ-বের আদর্শকে জানার বা বোঝার সুযোগ পেতে থাকলেন। ফলতঃ পশ্চিমি সভ্যতার উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও যুক্তি(বাদী মনন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সংঘটিত করেছিল এক সমাজ বিপ-ব, যা অনেকের মতে 'নবজাগরণ'। আবির্ভূত হয়েছিলো এক জ্ঞানদীপ্ত শ্রেণী। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এই জ্ঞানদীপ্তির সার্থক বহিঃপ্রকাশ।

এই নতুন আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও পাশ্চাত্য শি(া ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু মানুষকেও আকৃষ্ট করেছিলো। তাঁরাও এই জেলায় পাশ্চাত্য আধুনিক যুক্তি(বাদী শি(ার বিকাশ ঘটাতে তৎপর হন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় পাশ্চাত্য শি(ার বিস্তারে একদিকে যেমন কিছু ভূ-স্বামী, রাজা ও মহারাজা এগিয়ে এসেছিলেন, পাশাপাশি খ্রীষ্টান মিশনারী ও বেশ কিছু সাধারণ মানুষও এগিয়ে এসেছিলেন। এদেরই অসামান্য প্রয়াস ১৮৫৩ সালে বহরমপুর কলেজ (বর্তমান কৃষ(নাথ কলেজ) প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচনা করেছিলো।

অ্যাডামস্ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই জেলার বেশ কিছু মানুষের মধ্যে ইংরাজী ভাষা তথা পাশ্চাত্য শি(া গ্রহণের প্রচণ্ড ইচ্ছা বা তাগিদ অনুভূত হয়। ১৮২৫ সালে মুর্শিদাবাদে নিজামত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপ(ের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে জেলার বেশ কিছু ছাত্র বাধ্য হয়ে উচ্চশি(ার্থে পদ্মা পার হয়ে রাজশাহী যেতেন। কিন্তু তা সকলের প(ে সম্ভব ছিলনা। সুতরাং তাদের অনেকেই মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি ইংরাজী স্কুল ও কলেজ খোলার দাবীতে সরব হয় এবং এই মর্মে বেঙ্গল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন এর সম্পাদককে চিঠিও লেখা হয়।

১৮৩৭ - ৩৮ সালে সৈদাবাদে মূলতঃ সরকারী উদ্যোগে এবং এম.এল.মেলভিল ও এফ. ডব্লু রাসেল - এর নেতৃত্বে একটি ইংরাজী স্কুল খোলা হয়। জনসাধারণ ও আমলাদের কাছ থেকে ৭,০০০/- টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। রাজা কৃষ(নাথ দান করলেন ২,০০০/- টাকা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। রিপোর্টে ঐ স্কুলকে কলেজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্কুলটি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক বছর। এরপর জঙ্গীপুরে ১৮৩৮ এ একটি ইংলিশ স্কুল খোলা হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শি(ার বিকাশের মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণের বিকাশ ঘটেছিল তার দ্বারা বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত ও আলোকিত হয়েছিলেন কাশিমবাজার রাজ পরিবারের রাজা কৃষ(নাথ রায়। তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য শি(া ও বিজ্ঞান শি(াই এদেশের মানুষের মুক্তি(র একমাত্র পথ। ১৮৪১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে পারিবারিক জমিদারীর দায়িত্ব পেয়ে পাশ্চাত্য শি(ার বিস্তারে কাশিমবাজারের বানজেটিয়ায় একটি সুদৃশ্য ও বৃহৎ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁর মধ্যে জেগেছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল কলেজটির নামকরণ হবে রাজা কৃষ(নাথ কলেজ, যেখানে পড়ানো হবে হিউম্যানিটিস, বিজ্ঞান, আইন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান। বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গই অধ্যাপনার দায়িত্বে থাকবেন। প্রয়োজনে পর্যাপ্ত বেতন দিয়ে ইউরোপ থেকেও অধ্যাপক আনার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। রাজা কৃষ(নাথের উইল থেকে জানা যাচ্ছে যে তাঁর মাথায় ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি বৃহৎ বি(বিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন। যদিও এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পূর্বেই মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করলেন। তার ফলে তাঁর উত্তরসুরীদের উপরই দায়িত্ব বর্তে ছিল তাঁর ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণের।

১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে বহরমপুর কলেজ (বর্তমান কৃষ(নাথ কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হ'ল। 'দি বেঙ্গল হরকরা'-এর ১৬.০৮.১৮৫৩ তারিখের প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে, কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে (১০ই আগষ্ট ১৮৫৩) ডি.পি.আই. এর স্থানীয় প্রতিনিধি ডি.জে.মণি-র উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর শহরে। যেখানে জেলার ও জেলার বাইরের দুই শতাধিক গন্যমান্য ব্যক্তি(ও রাজা-মহারাজার সমাবেশ ঘটেছিল, যারা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। সাধারণ মানুষও তাদের (ুদ্র দান নিয়ে এগিয়ে আসেন অন্তরের আন্তরিকতায়। হরিহরপাড়া থানার (কুণপুর মৌজার ৮৪ জন গরীব কৃষক প্রত্যেকে এক টাকা করে দান করেন। জনৈক বিধবা রমণী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫ টাকা দান করেন।

কলেজটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে এ নিয়ে কিছু প্রাথমিক বিতর্ক থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজশাহী ডিভিশনের সদর হিসাবে বহরমপুরকেই বেছে নেওয়া হয়। ২৬.১০.১৮৫৩-র সরকারী নির্দেশনামায় (নোটিফিকেশন নম্বর ১৯১৩ /২৬.১০.১৮৫৩ /গভর্নমেন্ট অব্ বেঙ্গল) ঘোষণা করা হ'ল ১৮৫৩ সালের ১লা নভেম্বর বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে ও যাত্রা শু(করবে। কলেজটির র(ণাবে(ণের জন্য ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে ২০,০০০/- টাকা ধার দেন। গর্ভনমেন্ট অব্ বেঙ্গল- এর সেক্রে(টারী সীসল্ বীডন একটি নির্দেশনামা জারী করে কলেজের পঠন-পাঠন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্নে কয়েকবছর কলেজটিকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। নিজস্ব গৃহ না থাকাটাই ছিল মূল সমস্যা। অর্থ সমস্যা অবশ্যই ছিল। ১৮৬৯ সালের জুন মাসে নিজ গৃহে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত কলেজটিকে ৮টি বিভিন্ন স্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে

বেড়াতে হয়েছিল। ১৮৬৩ সালের ২৯শে জুলাই এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমান কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর। ১৯০৩ সাল থেকে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রস্তাবানুসারে বহরমপুর কলেজের নাম হয় কৃষ(নাথ কলেজ। কলকাতা বি(বিদ্যালয় সিণ্ডিকেট এবং রাজ্য সরকার তা অনুমোদন করেন। ১৮৬৪ সালের ১লা জুন থেকে বহরমপুর কলেজে আইন বিষয়ে পঠন পাঠন শু(হয়। স্যার গু(দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিদগ্ধ আইনজ্ঞ অধ্যাপনা করেছেন এই আইন কলেজে। নিজস্ব অর্থে এই কলেজের কাজ চললেও কমিটি অন এডুকেশন এক্সপেনডিচার-এর রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭৫ সালে বহরমপুর কলেজের আইন বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মিঃ রবার্ট হ্যাণ্ড, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ই.এম.হুইলার, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, নিশাকান্ত সরকার, ডঃ রামচন্দ্র পালের মত বহু বরেণ্য ব্যক্তি(ত্ব বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজে অধ্য(র দায়িত্বপালন করে কলেজকে সমৃদ্ধ করেছেন। কলেজ সমৃদ্ধ হয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছর ব্যাপী বহু খ্যাতনামা অধ্যাপকের পদচারণায়। এদের অসংখ্য কৃতী ছাত্র আজ বি(বের বিভিন্ন প্রান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত। মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। এই জেলা উত্তর-দ(ণ ও পূর্ববঙ্গের যোগসূত্র হওয়ায় এবং কলেজের পঠন-পাঠনের খ্যাতি সমগ্র রাজ্য ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র এই কলেজে পড়েছেন। শি(া সংস্কৃতি, রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্ব(ত্রেই তাঁদের অনেকেই কৃতী এবং দেশ বরেণ্য।

কৃষ(নাথ কলেজের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক ওঠানামা ল(্য করা যায়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে বা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে কলেজটিকে চলতে হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে এবং ঔপনিবেশিক শি(া সঙ্কোচন নীতির ফলে এক সময় রাজ্য সরকার কলেজটিকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই ১৮৭১ - ১৮৮৭ সময়কাল বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজের ইতিহাসে উদ্বেগের যুগ। এই পরিস্থিতিতে রাজা কৃষ(নাথের বিধবা পত্নী রাণী স্বর্ণময়ী অর্থভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে এসে কলেজটিকে র(ার প্রতিশ্রুতি দেন। সরকার তাতে সম্মতি প্রদান করেন। বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজ র(া পেল। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি এবং জিয়াগঞ্জের কিছু ধনী জমিদার ঐ সময় কলেজটি র(ার্থে অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

১৮৯৭ সালে মহারাণীর মৃত্যু হলে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী রাজা কৃষ(নাথের ভাগিনেয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজটিকে র(া এবং সমৃদ্ধ করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। ১৯০৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের সাথে মহারাজার একটি চুক্তি(পত্র (ইনডেনচার) সা(রিত হলে দীর্ঘ অর্ধশত বছরের সরকারী নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটিয়ে কলেজটির নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত করা হ'ল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের উপর। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ চুক্তি(অনুসারে কলেজটির শি(ার স্বার্থে বার্ষিক ২০,০০০/- টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে মহরাজা কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা প্রদান করেন।

কৃষ(নাথ কলেজে এফ.এ., বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম., এম.এ., আইন, এক সময় সবকিছুই পড়ানো হ'ত। কলেজের গ্রন্থাগার কলেজ পরিদর্শকের মতে 'ওয়ান অব্ দ্যা বেস্ট কলেজ লাইব্রেরী ইন বেঙ্গল'। একদা বিজ্ঞান পঠনপাঠনের উপযুক্ত(পরিকাঠামো না থাকলেও অধ্য(হুইলারের যোগ্য নেতৃত্বে দ্রুত তা উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। ১৯০৯ সালের ১২ই জুন থেকে বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজের বি.এস.সি. শ্রেণীতে ফিজিক্স, এবং কেমিষ্ট্রিতে সান্মানিক স্তর পর্যন্ত পঠন পাঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯১২ সালে আই.এস.সি. স্তরে বোটানি পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া যায়। ফলতঃ ছাত্র সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯২০ সালে কলেজে প্রতিষ্ঠিত হ'ল টেকনিক্যাল এডুকেশনাল সেন্টার (জেলায় প্রথম) এবং একটি ওয়ার্কশপ। ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রিতে গবেষণাগার দুটি দ্রুত উন্নতরূপ লাভ করলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চমৎকৃত হয়ে লিখলেন, 'ইট ওয়াজ ফুললি ইকুইপড ফর এম.এস.সি. কোর্স'। ১৯১৫ সালে কলকাতা বি(বিদ্যালয়ে সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তারা কতগুলি গু(ত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি কৃষ(নাথ কলেজ থেকে ধার নেন।

১৯৩৯ সালে কলেজে মহিলা বিভাগ খোলা হয়। দেশ ভাগের পর কলেজের উপর ছাত্র-ভর্তির চাপ, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগে, বিপুল বৃদ্ধি পায়। ১০.০৪.৪৮ এবং ১৯.১১.৪৮ তারিখে কলেজ পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বি.কম. ও বি.এস.সি. শ্রেণীতে প্রাতঃ বিভাগ খোলা হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে ১৮৫৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজকে কেন্দ্র করে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা সহ বাংলার এক বিস্তীর্ণ এলাকার উচ্চ শি(া ব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছিলো। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ত্র(মশঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চশি(া প্রসারে বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে এই কলেজের উপর চাপ কমতে থাকে, এবং জেলার উচ্চ শি(া ব্যবস্থা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

বহরমপুর গার্লস কলেজ ঃ ১৮৫৩ সাল থেকে ১৯৪৬ এই সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার উচ্চ শি(ার প্রসারে একটিমাত্র কলেজ - বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজ। ১৯৪৬ সালে তৎকালীন জেলা শাসক শ্রী. বি. জি. রাও-এর সহধর্মিনী শ্রীমতি অমিয়া রাওয়ের উদ্যোগে মাত্র ২৬ জন ছাত্রী নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র বালিকা মহাবিদ্যালয় বহরমপুর গার্লস কলেজ আত্মপ্রকাশ করে। এখন তা

বিশাল রূপ লাভ করেছে। ১৯৪৭ এ দেশ ভাগের পর ওপার বাংলার বহু ছিন্নমূল পরিবারের ছাত্রীরা এখানে অতিসামান্য ব্যয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। ত্র(মশ কলেজের খ্যাতি সমগ্র রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই উন্নতির পিছনে কলেজের প্রবাদ প্রতিম অধ্য(া শ্রীমতী প্রীতি গুপ্তার অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৫৩ সালে কলেজটি গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কলেজের স্বীকৃতি পায়। মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ধশতবর্ষ পার করে আসা আরও তিনটি বিশিষ্ট কলেজ হ'ল —

শ্রীপৎ সিং কলেজ ঃ ১৯৪৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসাবে জেলার বিশিষ্ট ভূ-স্বামী শ্রীপৎ সিং দুগরের উদ্যোগে জিয়াগঞ্জে তাঁরই বাসভবন সংলগ্ন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য বিজয় সিং নাহার এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীরেন্দ্র সিং সিংহীর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুদিনের মধ্যে কলেজটিতে বি.এ., এবং বি.এস.সি. পড়ানো শু(হয়। কলেজটি রাজ্যের প্রথম গভঃ স্পনসর্ড কলেজের স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এটি জেলার দ্বিতীয় বৃহৎ কলেজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

জঙ্গীপুর কলেজ ঃ ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিসপারসাল স্কীম-এ কলেজটি একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । দুবছর পর সেখানে বি.এ. পড়ানো শু(হয়ে পরে। বি.এস.সি. ও বি.কম. শাখা খোলা হয়। এটিও একটি গভঃ স্পনসর্ড কলেজ। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার উপশি(ামন্ত্রী মুক্তি(পদ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কান্দী রাজ কলেজ ঃ এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কান্দী রাজ পরিবার। এই কলেজটিও ডিসপারসাল স্কীম-এ ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে গভঃ স্পনসর্ড কলেজের স্বীকৃতি লাভ করে। এটি কান্দী মহকুমার প্রথম কলেজ। কলেজ ভবনটি যেখানে প্রতিষ্ঠিত তা কান্দী রাজ পরিবারের দান। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কান্দী রাজপবিারের দুই সুসন্তান বিমল চন্দ্র সিংহ ও জগদীশ চন্দ্র সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। কলেজটি প্রথমদিকে ট্রাস্ট কলেজ হিসাবে পরিচিত হলেও রাজ পরিবার তাদের বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে কলেজটিকে ট্রাস্ট মুক্ত(করে দেন।

১৮৫৩ - ১৯৪৬ মধ্যবর্তীকালে বহরমপুর শহরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই একটি উত্তর স্নাতক শি(ক শি(ণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইউনিয়ন ত্রি(শিয়ান ট্রেনিং কলেজ নামে পরিচিত।

বহরমপুর গার্লস কলেজ ছাড়া জেলার প্রতিটি কলেজেই ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই পড়ার সুযোগ পান। ৫টি কলেজ (কৃষ(নাথ কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজ, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জঙ্গীপুর কলেজ ও কান্দী রাজ কলেজ) গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ। বাকী কলেজগুলি নন গভঃ নন স্পনসর্ড কলেজ। যদিও কলেজগুলির আর্থিক দায়ভার এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার বহন করেন এবং বি(বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতন ত্র(মের অন্তর্ভুক্ত(। মুর্শিদাবাদ জেলার উচ্চ শি(া ে(ত্রে সর্বশেষ সংযোজন কান্দী রাজা বিমলচন্দ্র আইন কলেজ, যা ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজটি সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব আয়ের অর্থে চলে। ১৯৯৮ হতে জেলার সবকটি কলেজই কল্যাণী বি(বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত(হয়েছে। পূর্বে তা কলকাতা বি(বিদ্যালয়ের অর্ন্তভুক্ত(ছিল। নানা কারণে এবং উপযুক্ত(পরিকাঠামোর অভাব জেলার কলেজগুলিতে পঠন-পাঠনের ে(ত্রে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে, যদিও যুগের চাহিদার কথা মনে রেখে কিছু কিছু আধুনিক বিষয় কলেজগুলির পাঠ্যসূচীর আওতায় আনার প্রয়াসও চলছে। তবে দরকার আরও উন্নত পরিকাঠামো। কলেজগুলিতে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপকের অভাবে আংশিক সময়ের অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের সংখ্যা বাড়ছে।

অতি সাম্প্রতিক কালে কৃষ(নাথ কলেজে 'নেতাজী মুক্ত(বি(বিদ্যালয়' এবং 'রাণী ধন্যাকুমারী কলেজে' ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত(বি(বিদ্যালয়ের শাখা খোলা হয়েছে। শনি ও রবিবার দুদিন কাউন্সেলিং সিস্টেম-এ ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক ও উত্তর - স্নাতক স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ান হয়। কলা ও বাণিজ্য বিভাগেই মূলতঃ পঠন-পাঠন শু(হয়েছে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার গতানুগতিক বিষয়গুলির পঠন-পাঠন ছাড়াও সেখানে জার্নালিজম্, পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, ট্যুরিজম, (রাল ডেভেলপমেন্ট, মাস কমিউনিকেশন-এর মতো বিষয়গুলিও পড়ানো শু(হয়েছে। কলেজ দুটি বি(বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কম হলেও অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রসংখ্যা স্ফীতকায় হওয়ার সম্ভাবনা। দরকার আরও প্রচার। বর্তমানে আংশিক সময়ের কর্মচারী ও অধ্যাপকদের দিয়েই এগুলি পরিচালিত হচ্ছে। কলেজদুটি পরিচালনা করার জন্য আংশিক সরকারী আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। বাকীটা ছাত্রদের দিতে হয়। যারা বয়স্ক, চাকুরীজীবি এবং সময়মতো কলেজ ও বি(বিদ্যালয়গুলিতে পড়ার সুযোগ পান নি বা পান না, তারাই মূলতঃ এখানে পড়তে আসেন, যদিও সকলের জন্য দ্বার অবারিত। বিগত ২০০১ খৃষ্টাব্দে কৃষ(নাথ কলেজে উত্তর স্নাতক স্তরে শারীর বিদ্যা ও সেরিকালচার বিষয়ে পঠন-পা ঠন শু(হয়েছে। এর সেমস্ত খরচ ছাত্র-ছাত্রীদের বহন করতে হয়।

শি(া

শি(া

পেশাদারী ও কারিগরী শি(া

ক) ডিগ্রী কলেজ ঃ

কলেজ অব্ টেক্সটাইল টেক্নোলজি, বহরমপুর ঃ ১৯শে জুলাই ১৯২৭ এই শি(া প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শু(হয়। প্রতিষ্ঠার সময় কলেজটির নাম ছিল গর্ভনমেন্ট সিল্ক উইভিং অ্যাণ্ড ডায়িং ইনষ্টিটিউট। মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্পীদের প্রশি(ণের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানের ব্যারাক স্কোয়ার, বহরমপুর অবস্থানে প্রতিষ্ঠানটি উঠে আসে ১৯৩২ - ৩৩ সালে। এই জেলার সরকারী কলেজ হিসাবে বয়ন প্রযুক্তি(তে ডিপে-মা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে এর নাম হয় বেঙ্গল সিল্ক টেক্নোলজিক্যাল্ ইনষ্টিটিউট। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম আবার বদল হয়। এবার নাম হয় বহরমপুর টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বি(বিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ হিসাবে এর নামকরণ হয় কলেজ অব্ টেক্সটাইল টেক্নোলজি, বহরমপুর এবং শু(হয় ডিপে-মার পরিবর্তে বি.টেক. ডিগ্রী পড়ানোর ব্যবস্থা। ১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স ১৯৬৪ সালে চার বছরের কোর্সে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালে আবার এর সাথে ডিপে-মা পড়ানোও শু(হয়। ১৯৭০ সালে ডিপে-মা প্রাপ্ত ছাত্রদের শি(াগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য চালু করা হয় সং(প্ত (Condensed) বি.এস.সি. (টেক) পাঠত্র(ম।

১৯৯৮ সাল থেকে এই কলেজ কল্যাণী বি(বিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায় - যদিও সরকারী কলেজ হিসাবে অস্তিত্ব আছেই। তখন থেকে এই প্রতিষ্ঠান বয়ন প্রযুক্তি(তে বি.টেক. ডিগ্রী দিতে শু(করে। ২০০১ সালে কলেজটি কম্পিউটার বিজ্ঞানে বি.টেক. পড়ানোর অনুমোদনও পায়। প্রতিটি পাঠত্র(মেই ৩০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ার সুযোগ পায়। ছাত্রদের জন্য হোস্টেল থাকলেও ছাত্রীদের জন্য সেই সুযোগ নেই। সাধারণত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরী(ায় সফল পরী(ার্থীরা এখানে ভর্তির সুযোগ পায়।

মুর্শিদাবাদ কলেজ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্নোলজি ঃ ৮ই আগষ্ট, ১৯৯৮ এই কলেজের উদ্বোধন করেন এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, জেলা পরিষদের সত্রি(য় সহযোগিতায় বহরমপুর শহরের বিশিষ্ট মানুষদের উদ্যোগে তৈরী হয় একটি বিধিবদ্ধ সমিতি। সেই অলাভজনক সমিতির মানসপুত্র এই কলেজ।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শি(া প্রতিষ্ঠান এম.আই.টি. অকৃপণ ভাবে এম.সি.ই.টি.কে সহযোগিতা করে আসছে। শু(তে সমস্ত ক্লাস, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ এম.আই.টি. এবং কৃষ(নাথ কলেজে আরম্ভ হয় - তারপর আস্তে আস্তে এম.সি.ই.টি-র নতুন ক্যাম্পাস কাজ শু(করে।

বর্তমানে প্রায় সব ক্লাস এম.সি.ই.টি.র নিজস্ব বিল্ডিং-এ হয়ে থাকে। যদিও এখনও পর্যন্ত এম.আই.টি.র ল্যাবরেটরী ওয়ার্কশপ, হোস্টেল, ক্লাস(ম এবং কিছু শি(কদের ব্যবহার অব্যাহত আছে।

গত ৪ঠা আগষ্ট, ২০০১ এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এম.সি.ই.টি-র নতুন বিল্ডিং-এর দ্বারোদঘাটন করেন।

বানজেটিয়ার অদূরে কাশিমবাজারে বহরমপুরের সন্নিকটে এম.সি.ই.টি.র বর্তমান অবস্থান। খুব দ্রুত তালে কলেজটির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।

বর্তমানে এই কলেজে যে সমস্ত বিষয়ে চার বছরের বি.টেক. ডিগ্রী দেওয়া হয় সেগুলি এবং তার আসন সংখ্যা হ'ল -

১) ইলেকট্রনিক্স এ্যাণ্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং - ৬০টি ,
২) ইলেকট্রনিক্স এ্যাণ্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং - ৪০টি ,
৩) কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড টেক্নোলজি - ৬০টি,
৪) ইনফরমেশন টেক্নোলজি - ৩০টি,

এছাড়া ২০০১ সাল থেকে তিন বছরের ডিগ্রী পাঠত্র(ম চালু হয়েছে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলিতে -

১) কম্পিউটার এ্যাপ্লি-কেশন - ৩০টি আসন ।
২) বিজনেস এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন - ৩০টি আসন ।

এই কলেজে পড়ার জন্য ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়েরই হোস্টেল সুবিধা আছে। র‍্যাগিং থেকে মুক্ত(থাকার উদ্দেশ্যে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা এখনও এম.আই.টি হোস্টেলে থাকে। শু(র সময় কলেজটি কল্যাণী বি(বিদ্যালয়ের অধীনস্থ থাকলেও বর্তমান শি(াবর্ষ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব্ টেক্নোলজি-র আওতাভুক্ত(হয়েছে।

কারিগরী শি(ার প্রসারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শি(া পর্ষদের আর্থিক সাহায্যে এই তিনটি স্বল্প মেয়াদী পাঠত্র(ম বর্তমানে অনুমোদন পেয়েছে -

১) টেলিফোন রিপেয়ারিং,
২) ভি.ডি.ও. ফটোগ্রাফি ও
৩) কম্পিউটার ফাণ্ডামেন্টাল।

এই কোর্সগুলি ৬ মাসের এবং প্রতিটিতে ২০ জন শি(ার্থী ভর্ত্তি হতে পারবে। এখনও পর্যন্ত এই কোর্সগুলি চালু হয় নি। বি.টেক. কোর্সে ভর্ত্তির জন্য ৯৫ শতাংশ সিট জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরী(ায় সফল শি(ার্থীরা সুযোগ পাবে। অন্যান্য সব কোর্সে কলেজ কর্তৃপ(ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করবে।

ডোমকল ইনষ্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্নোলজি ঃ ২০০১ সালের ৪ঠা আগষ্ট এই কলেজের উদ্বোধন করেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বসন্তপুর এডুকেশন

সোসাইটির উদ্যোগে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব্ টেক্নোলজির অধীনস্থ এই কলেজটি এই শি(া বর্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি শু(করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল মহকুমায় বসন্তপুর গ্রামে এই কলেজটির নতুন বিল্ডিং-এর কাজ পুরোদমে চলছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরী(ায় সফল শি(ার্থীদের মধ্যে থেকে ৯৫ শতাংশ আসন পূরণ করা হবে। চার বছরের বি.টেক. কোর্সে বিষয় ও আসন সংখ্যা নিম্নরূপ -

১) ইলেকট্রনিক্স এ্যাণ্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং - ৬০টি,
২) ইলেকট্রনিক্স এ্যাণ্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং - ৬০টি ,
৩) কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড টেক্নোলজি - ৬০টি,
৪) ইনফরমেশন টেক্নোলজি - ৬০টি ।

ছাত্রদের জন্য কলেজ থেকে এক কি.মি. দূরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে হোস্টেল নির্মাণের কাজ শু(হয়েছে।

কারিগরী শি(া প্রসারের লক্ষ্যে বসন্তপুর এডুকেশন সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শি(া পর্ষদ থেকে ৬ মাসের স্বল্প মেয়াদী প্রশি(ণের অনুমোদন ও আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। সেগুলি হ'ল - ডিজেল পাম্পসেট রিপেয়ারিং, ইলেকট্রিক মোটর ওয়াইণ্ডিং ও ইলেক্ট্রিক হাউস ওয়্যারিং। এই প্রতিটি প্রশি(ণে ২০ জন করে শি(ার্থীর আসন আছে।

সম্পূর্ণ অলাভজনক সমিতির অধীনে এই কলেজটি মুর্শিদাবাদ জেলায় কারিগরী শি(া বিস্তারে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আশা রাখে।

খ) ডিপে-মা কলেজ ঃ

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব্ টেক্নোলজিঃ ১৯৫৭ সালের ২৬শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই শি(া প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। প্রায় ৩৫.১৩ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত এই শি(ায়তনটি বহরমপুর শহরের প্রান্তে কাশিমবাজার - বানজেটিয়ায় অবস্থিত। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা হিসাবে এই জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপে-মা প্রদানকারী প্রথম কলেজ হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বছর কৃষ(নাথ কলেজে কিছু ল্যাবরেটরীর কাজ ও ক্লাস হ'ত এবং শু(তে শুধুমাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপে-মা পড়ানোর জন্য ছাত্র ভর্তি শু(হয়। দ্বিতীয় বছরে মেকানিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপে-মা পড়ানোর জন্য ছাত্র ভর্তি করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ সাল থেকে কলেজটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এই জেলার মানুষদের মনে একটি বিশিষ্ট ডিপে-মা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবে পরিচিত হয়। প্রথমদিকে এখানে তিন বছরের ডিপে-মা পাঠক্র(ম পড়ানো হ'ত। পরবর্তী কালে ১৯৭৪ সালে সেই পাঠক্র(ম চার বছরে উন্নীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট কাউন্সিল ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড টেক্নিক্যাল এডুকেশন এই ডিপে-মা প্রদান করত। ১৪.১২.৭৬ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী কলেজে পরিণত হয়।

১৯৮১ সাল থেকে রাজ্যের অন্যান্য পলিটেকনিকগুলির সাথে তাল মিলিয়ে আবার এখানে তিন বছরের ডিপে-মা পাঠক্র(ম প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে এখানকার ডিপে-মা পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শি(া পর্ষদ এবং অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্নিক্যাল এডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত। এখন এখানে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল - এ ডিপে-মা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। তিনটি বিভাগে আসন সংখ্যা যথাক্র(মে ৪০, ৩০ এবং ৫০ টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমানে এটি সহশি(া (Co-Education) মূলক প্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্রদের জন্য হোস্টেল থাকলেও ছাত্রীদের জন্য সেই সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত হয়নি।

বিশ্বব্যাঙ্ক সহায়তা প্রকল্পের সুযোগে কলেজটিতে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। এখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরী(া এবং জেলার ছাত্রছাত্রীদের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। ডিপে-মা প্রদানকারী কলেজের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শি(া পর্ষদের অনুদানে ছ'মাসের তিনটি স্বল্প মেয়াদী প্রশি(ণ এখানে চালু করা হয়েছে। সারভে এ্যাণ্ড কন্সট্রাকশন সুপারভিশন, অটো ক্যাড ও কম্পিউটার ফাণ্ডামেন্টালস এই তিনটে সার্টিফিকেট কোর্সের প্রতিটিতে ২০ - ২৫ জন শি(ার্থী নেওয়া হয়।

এর পাশাপাশি এখানকার কমিউনিটি পলিটেকনিক সেলে গ্রামীণ মানুষের কারিগরী দ(তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এম.আই.টি. ক্যাম্পাস এবং তার সম্প্রসারণ কেন্দ্রে ইলেক্ট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং, ইলেক্ট্রিক মোটর ওয়াইণ্ডিং,ইলেক্ট্রিক্যাল হাউসহোল্ড এ্যাপ-য়েন্স রিপেয়ারিং, ডিজেল পাম্পসেট রিপেয়ারিং, টেলারিং, উল নিটিং, ওয়েল্ডিং, টু / ফোর হুইলার রিপেয়ারিং, বাই-সাইকেল রিপেয়ারিং, টি.ভি. রেডিও রিপেয়ারিং এই কোর্সগুলি পড়ানো হয়। একেকটি কোর্স ৬ মাসের এবং প্রতিটি কোর্সেই ২০ - ২৫ জন শি(ার্থী নেওয়া হয়। উপরের কোর্স গুলির মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ কোর্সদুটি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই। বর্তমানে বানজেটিয়া, রাধিকানগর, হাতিনগর, কর্ণসুবর্ণ, বহরমপুর, সি.এস.ডব্লিউ হোম, বেলডাঙ্গা, ডোমকল, হরিহরপাড়ায় সম্প্রসারণ কেন্দ্র আছে।

শেখপাড়া আব্দুর রহমান মেমোরিয়াল পলিটেকনিক ঃ এই জেলার দ্বিতীয় সরকারী পলিটেকনিকটি যাত্রা শু(করে ২০০০ সালের ৫ই মে। এ রাজ্যের কারিগরী শি(া দপ্তরের মন্ত্রী

শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী এই কলেজটির উদ্বোধন করেন। ডোমকল মহকুমার রাণীনগর -২ ব্লকের অন্তর্গত শেখপাড়ায় ৪.০৬ একর জমিতে কলেজটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এর গৃহনির্মাণ এবং বিভিন্ন বিভাগ নির্মাণ এখন চলছে।

১) ডিপে-ামা ইন কম্পিউটার সফটওয়ার - ৩০ টি আসন।
ডিপে-ামা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরী টেক্নোলজি - ৩০ টি আসন।
ডিপে-ামা ইন ফুড প্রশেসিং টেক্নোলজি - ৩০ টি আসন।

এই তিনটে কোর্স এখানে পড়ানো হয়। সবকটি পাঠত্র(মই পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শি(া পর্ষদ এবং অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্নিক্যাল এডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত।

সেন্ট্রাল সেরিকালচার রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ঃ ভারত সরকারের এই প্রতিষ্ঠান এই জেলায় কাজ শু(করে ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে । পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। বহরমপুর কোর্ট রেল ষ্টেশনের কাছেই এই ইনষ্টিটিউট তার বিশাল ক্যাম্পাস নিয়ে অবস্থান করছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপে-ামা ইন সেরিকালচার এবং ডিপে-ামা ইন মালবেরী সেরিকালচার প্রশি(ণ নিয়মিত ভাবে দেয় । এই কোর্সগুলি যথাত্র(মে ১৫ মাস এবং ৬ মাসের। ২০ এবং ২৫ জন শি(ার্থীকে ভর্তি করা হয়। ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্যই হোস্টেল ব্যবস্থা আছে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পেশাদারী যে সব কোর্স আছে সেগুলি সাধারণত ১ থেকে ৩৫ সপ্তাহ ব্যাপী হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ (ে ত্রেই সরকারী / এন.জি.ও. কর্তৃক স্পনসর্ড প্রার্থীদের শি(া দেওয়া হয়।

মালবেরী প্ল্যানটেশন টেকনিক, রিল ও স্পিনিং, সিল্ক ওয়ার্ম ত্র(প প্রডাকশান, চাকি রিয়ারিং, সিড টেক্নোলজি, ইনটেনসিভ বি.ভি., মালবেরী ত্র(প প্রটেকশান, ফার্ম ম্যানেজমেন্ট, সিড টেক্নোলজি ইত্যাদি কোর্স-এ ১০ জন করে শি(ার্থী নেওয়া হয়। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী ছোট ছোট কোর্সও পরিচালনা করে সংস্থাটি।

গ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থা ঃ

ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ঃ ১৭.১০.৬৮ তে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বহরমপুর শহরের প্রান্তে বানজেটিয়ায় অবস্থিত। বর্তমানে এটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ অষ্টম শ্রেণী উর্ত্তীণ থেকে মাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এক এবং দু'বছরের কোর্স -এ শি(া দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট্ অব্ ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং-এর এই সার্টিফিকেট পশ্চিমবঙ্গে স্বীকৃত।

এখানে ডিজেল মেকানিক (১৬), কার্পেনটার (১৬), মোল্ডার (১৬), শীট মেটাল ওয়ার্কার (১৬), এবং ওয়েলডার (১২) এক বছরের কোর্স। দু' বছরের কোর্সগুলি ইলেকট্রিশিয়ান (১৬), ফিটার (১৬), মেশিনিষ্ট (১২), টার্নার (১২), ওয়েম্যান (১৬) (আসন সংখ্যা বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে)।

সাধারণতঃ অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণদের জন্য লিখিত পরী(া এবং মাধ্যমিক পাশের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। যদিও ছাত্রীদের জন্যেও এই প্রশি(ণ উন্মুক্ত(, তবুও ছাত্রীরা ভর্তি হন না। ছাত্রদের জন্যে হোস্টেলের সুবিধা আছে। বি(্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় এখানে বেশ কিছু ল্যাবরেটরীর উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

বেঙ্গল সেরিকালচার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ঃ ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বহরমপুর শহরের সেন্ট্রাল নার্সারির মধ্যে অবস্থিত। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অব্ সেরিকালচারের অধীনস্থ সংস্থা। সেরিকালচারের উপর জুনিয়ার সার্টিফিকেট, কোয়ালিটি কনট্রোল, গ্রেইনিয়র সার্টিফিকেট, সয়েল টেস্টিং প্রভৃতি শি(া দেওয়া হয়।

জুনিয়ার সার্টিফিকেট ন'মাসের, গ্রেইনিয়র ট্রেনিং তিন মাসের এবং অন্যগুলি ১ / ২ / ৩ সপ্তাহের মধ্যে। সাধারণতঃ ২০ জন করে শি(ার্থী নেওয়া হয়। ছেলে বা মেয়ে উভয়েই ট্রেনিং নেওয়ার যোগ্য এবং সকলের জনেই হোস্টেলের সুবিধে আছে। সাধারণতঃ জুনিয়ার সার্টিফিকেটের এবং গ্রেইনিয়র কোর্সের শি(ার্থীরা স্টাইপেণ্ডও পান।

জেলা হস্তচালিত তাঁত উন্নয়ন বিভাগ ঃ এই জেলায় সাধারণতঃ সিল্ক উইভিং এবং কটন উইভিং এর দু'টো প্রশি(ণ এই বিভাগ দেয়। প্রতিটি প্রশি(ণে ২০ জন করে শি(ার্থী নেওয়া হয়। ৪-৬ মাসের এই শি(ায় ছেলে বা মেয়ে প্রত্যেকেই বিবেচিত হয়, যদি এটি তাদের পেশা / জীবিকা হয়।

১৯৭৫ সালে সৃষ্ট এই বিভাগ ১৯৯০ সাল থেকে উপরিউক্ত(প্রশি(ণগুলোর আয়োজন করেছে। হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রশি(ণের আয়োজন করা হয়।

নেহে(যুব কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ ঃ শি(িত বা অল্প শি(িত বেকার যুবক যুবতীদের জন্যে ছ'মাসের স্বল্প মেয়াদী প্রশি(ণের ব্যবস্থা করে এই কেন্দ্র।

ভারতের স্বাধীনতার ২৫ তম বর্ষ উদ্যাপনের অঙ্গ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭২ সালে এই কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৮৭ সালে নেহে(যুব কেন্দ্র একটি স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। যার

পরো(নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের যুব কল্যাণ ও ত্র(ীড়া দপ্তর।

টেলারিং, কার্পেনট্রি, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, পাম্প সেট রিপেয়ারিং, টি.ভি. টেপ. রেকর্ডার রিপেয়ারিং, ফিশারী এবং কৃষি প্রযুক্তি(বিষয়ে শি(া দেওয়া হয়। প্রতিটি কোর্সে ৩০ জন করে শি(ার্থী নেওয়া হয়।

যুব কল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দপ্তর শি(িত যুবক যুবতীদের পেশাদারী শি(ায় শি(িত করার উদ্দেশ্যে টেলারিং, টি.ভি. টেপ রেকর্ডার রিপেয়ারিং, উল নিটিং, পাটজাত সামগ্রী প্রস্তুত, শোলার জিনিষ তৈরী, বাই-সাইকেল রিপেয়ারিং, ইনফরমেশন টেক্নোলজি, ফাইনান্সিয়াল একাউন্টি ং সিস্টেম, ডি.টি.পি. কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন, ইন্টারনেট এ্যাপ্লি-কেশন প্রভৃতি বিষয়ে ছ'মাসের কোর্স পরিচালনা করছে।

এই জেলার বহরমপুর, লালবাগ, কান্দী, বেলডাঙ্গা ও ফরাক্কায় বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে কোর্সগুলো পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কোর্সে ২০ জন যুবক/যুবতী প্রশি(ণ পেতে পারেন।

সৈয়দ নু(ল হাসান কলেজ এস.টি.ভি.টি. সেন্টার (ফরাক্কা) ঃ এই শি(ায়তনের তত্ত্বাবধানে এবং জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে এবং এম.আই.টি. বহরমপুরের সত্রি(য় সহযোগিতায় এই স্বল্পমেয়াদী প্রশি(ণ কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে।

২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে এখানে ইলেক্ট্রিক্যাল হাউসহোল্ড এ্যাপ্লায়েন্স রিপেয়ারিং, রেডিমেড গারমেন্ট মেকিং, কম্পিউটার ফাণ্ডামেন্টালস্ ইত্যাদি বিষয়ে ছ'মাসের প্রশি(ণ শু(হয়েছে। প্রতিটি কোর্সে ২০ - ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রশি(ণ দেওয়া হচ্ছে। এই কোর্সগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী শি(া পর্ষদ কর্তৃক অনুদান প্রাপ্ত ও অনুমোদিত।

সা(রতা

মুর্শিদাবাদ জেলার সা(রতার বিকাশ বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের সা(রতার প্রসঙ্গটি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশী শাসকের কাছে এদেশের শি(ার কোন গু(ত্বই ছিল না। ফলশ্রুতি হিসাবে চত্র(বৃদ্ধি হারে ভারতবর্ষে নির(রের হার বেড়েছে। ভাবতে অবাক লাগে গোটা বি(ের নির(র লোকের সিংহভাগই ভারতবর্ষে অবস্থান করেন।

স্বাধীনতার পর বেশ কিছু প্রকল্প ভিত্তিক সা(রতার কাজ যেমন— পাইলট প্রোজেক্ট, আর.এফ.এল.পি., এন.এফ.ই.সি. ইত্যাদি হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে জোর কদমেই শু(হয়েছিল 'জাতীয় বয়স্ক শি(া কর্মসূচী' ত্র(মে এই কর্মসূচী বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামীণ কার্যকরী সা(রতা কর্মসূচী (আর. এফ. এল. পি) নামে চলতে থাকে। কিন্তু পরিকাঠামোগত কিছু ত্রুটির জন্য এ কাজ অশানুরূপ হয় নি। পরে নির্দ্দিষ্ট একটা সময়সীমার মধ্যে ব্যাপকভাবে দেশকে নির(রমুক্ত(করতে ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় 'জাতীয় সা(রতা মিশন' (এন. এল. এম.)। শু(হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সা(রতার ব্যাপক কাজ। প্রতিটি রাজ্যেও এসময়ে গঠিত হয় 'রাজ্য সা(রতা মিশন' (এস. এল. এম.)। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০ সালে রাজ্য সা(রতা মিশন গঠিত হয়। জেলা স্তরে গঠিত হয় জেলা সার্বিক সা(রতা প্রসার সমিতি। একই ভাবে ব্লক, পৌরসভা, পঞ্চায়েত ও গ্রাম স্তরেও সা(রতা প্রসার সমিতি গঠিত হয়েছে। গত ৮-১০ বছরে গোটা দেশ ও রাজ্যের সাথে সাথে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সা(রতার কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এরাজ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার স্থান একেবারে শেষের দিকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সা(রতা আন্দোলন ঃ ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৪৭.৩৪ ল(। শি(ার হার ৩৮.২৮ শতাংশ। পু(ষের শি(ার হার ৪৬.৬১ এবং নারী শি(ার হার ২৯.৫৭ শতাংশ। সা(রতা কর্মসূচী এ-জেলায় শু(হয় ১৯৯২ সালের ২রা মে থেকে। গঠিত হয় 'মুর্শিদাবাদ জেলা সার্বিক সা(রতা প্রসার সমিতি'। এই সময়েই সমী(ার মাধ্যমে জেলার ৯ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক সমস্ত নির(রদের একটা তালিকা তৈরী হয়। বহরমপুর ব্লক ছাড়া সারা জেলায় মোট ১২,৭৩,১৩৮ জন নির(র চিহ্নি(ত হয়। এর মধ্যে পু(ষ ৫,৯৯,৪৭২ জন, মহিলা ৬,৭৩,৬৬৬ জন। মোট নির(রের মধ্যে তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ১,৩৩,২৭৪ জন এবং উপজাতি ছিলেন ২১,৩৯৭ জন। শু(হয় সা(রতার কর্মসূচী। জেলার সর্বস্তরের মানুষ, ছাত্রছাত্রী, শি(ক, সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন ক্লাব, সেবা সমিতি ও সংঘের সভ্যরা, জেলা, মহকুমা, ব্লক, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্ব স্তরের কর্মীরা এই কর্মযজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সা(রতার কাজ বিরাট গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

এই কর্মকাণ্ডে জেলাতে ৭৮,০০০ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ১,০১,০৩৩ সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রশি(ণ নিয়েছিলেন একাজের জন্য। নিযুক্ত(হয়েছিলেন ৭৮,০০০ স্বেচ্ছাসেবী। মাস্টার ট্রেনার ছিলেন ২,৬৪৭ জন। পুরো কাজটিকে পদ্ধতিগত প্রশি(ণ এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র।

এই সার্বিক সা(রতার অভিযান ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জোর কদমে চলতে থাকে। মাঝে একটা আভ্যন্তরীণ

মূল্যায়ন নেওয়া হয়। তবে সা(রতার চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয় ১৯৯৪ সালের ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী। প্রত্যেকের নিরলস প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও ল(্যমাত্রা ১২.৭৩ ল(নির(রের মধ্যে ৮.০৪ ল(নির(রকে কেন্দ্রে নথিভুক্ত(করা যায়। মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করেন ৬.১৩ ল(পড়ুয়া। এদের মধ্যে ৫.৩০ ল(পড়ুয়া, যা, মোট নির(রের অর্ধেকেরও কম সা(রতার এন. এল. এম. নির্ধারিত মান অতিত্র(ম করে। এর মধ্যে পু(ষ ২,৮৭,৬৭৬ জন, মহিলা ২,৪২,৪১১ জন। মোট উত্তীর্ণের মধ্যে তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ৯৩,২২০ জন এবং উপজাতি ছিলেন ১০,৫৭৬ জন। রবীন্দ্রভারতী বি(বিদ্যালয় এই মূল্যায়ন পরিচালনা করেন।

এই মূল্যায়ন-এর মান ছিল যুক্ত(া(র সহ সরলবাক্য রচনা করা, নাম, ঠিকানা, চিঠি লেখা, সংবাদপত্রের শিরোনাম পড়তে পারা, ছোট যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে পারা, এবং ব্যবহারিক জীবনে এগুলিকে কাজে লাগানো।

বহরমপুর ব্লকের প্রতিবেদন ঃ এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, উপরিউক্ত(মূল্যায়নের পরিসংখ্যানে বহরমপুর ব্লকের পড়ুয়ারা ছিলেন না। কারণ মুর্শিদাবাদ জেলাতে বহরমপুর ব্লকের সা(রতা ও সা(রোত্তর কাজটি করেন রামকৃষ(মিশনের লোকশি(া পরিষদ। বহরমপুর ব্লকের সমী(া করে চিহ্নি(ত করা হয়েছিল ৭৫,৫৮৮ জন নির(রকে। এর মধ্যে তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ১২,১৬৮ জন এবং উপজাতি ছিলেন ২,৮৫০ জন। রামকৃষ(মিশন পরিচালিত মূল্যায়নে কৃতকার্য হয় ৪৩,২৫১ জন। এর মধ্যে তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ৪,৩৭০ জন এবং উপজাতি ছিলেন ১,৪৫৫ জন। বহরমপুর ব্লক জেলা সা(রতা সমিতির সা(রোত্তর পর্যায় থেকে যুক্ত(হয়। পরবর্ত্তী সব মূল্যায়নগুলি যথা ১৯৯৭, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালের মূল্যায়নে বহরমপুর ব্লক জেলা সা(রতা সমিতির আওতায় এসে পড়ে।

মূল্যায়নের পর এই জেলাতে শু(হয় সা(রতার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ-সা(রোত্তর কর্মসূচী। ১৯৯৫ সালে সা(রোত্তর কর্মসূচী এই জেলাতে শু(হয় নব সা(র ৫.৩০ ল(পড়ুয়া এই পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে বলে ঠিক হয়। এবং যারা সা(রতার মানে পৌঁছতে পারেন নি এবং কেন্দ্র-ছুট পড়ুয়া এই মোট ২.৭৪ ল(পড়ুয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবেন বলে ঠিক হয়। পুনরায় 'সা(রতা ও সা(রোত্তর'—এই দুই পর্যায়ের কাজ শু(হয়েছিল, কিন্তু পূর্বের মত উৎসাহ আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। ফলে সা(রতার কেন্দ্র সংখ্যা ২৯৮২ এবং সা(রোত্তর কেন্দ্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৭৫। এই মোট ৫,৫৫৭ টি কেন্দ্র নিয়ে এই প্রকল্প চালু ছিল। এর মধ্যে কখনও কাজ ভালো হয়েছে আবার কখনও কাজ মন্দের দিকে। এইভাবে দু-বছর চলার পর ১৯৯৭ সালে হয় আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন। সা(রোত্তর পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল নবসা(রদের অর্জিত সা(রতা ও সচেতনতাকে ধরে রাখতে এবং তারা যাতে নিজের জীবন ও জীবিকা এবং সমাজের প্রয়োজনে অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা পান তার ব্যবস্থা করা।

এই মূল্যায়নে সা(রোত্তর পর্যায়ের ৬৪,২৭৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পু(ষ ৩৯,৩০৫ জন, মহিলা ২৪,৯৭০ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ১৫,৭২৯ জন এবং উপজাতি ছিলেন ১৮৪১ জন। মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫৬,৮৪৪ জন। তার মধ্যে পু(ষ ৩৪,৯৭৩ জন, মহিলা ২১,৮৭১ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ১৪,০৮২ জন এবং উপজাতি ছিলেন ১৬৯৫ জন।

এই মূল্যায়নে সা(রতার দ্বিতীয় পর্যায়ের ৭৯,১৬৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পু(ষ ৪৭,৬৩৭ জন, মহিলা ৩১,৫২৮ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ১৭,৭৪৪ জন এবং উপজাতি ছিলেন ১,৩০৬ জন। মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ৬৯,২৬৪ জন। তার মধ্যে পু(ষ ৪২,০৩৯ জন, মহিলা ২৭,২২৫ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ১৫,৬০৮ জন এবং উপজাতি ছিলেন ১,১২৪ জন।

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এর পরে চলমান মূল্যায়ন ও সা(রোত্তর দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত বহির্মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে সা(রতার দ্বিতীয় ধাপের পরিসমাপ্তি হয়। সেজন্য জেলা সা(রতা সমিতি জোর কদমে কেন্দ্রের সংখ্যা এবং পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু নদীমাতৃক মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাকৃতিক বিপর্যয় বার বার সা(রতার কাজকে ব্যাহত করেছে। গঙ্গা, পদ্মা, ভৈরব, ময়ূরা(ী, দ্বারকা ইত্যাদি নদীর বন্যা ও ভাঙন এবং বেশ কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন সা(রতার কাজকে চরমভাবে বিঘ্নিত করেছে বার বার। তাই এই কাজে যেমন জোয়ার এসেছে ভাঁটাও পড়েছে। এরই মধ্যে চলমান মূল্যায়ন হয় ১৯৯৯ সালের ১০ই জুলাই। এই সময় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮৪২ টি। সা(রতা কেন্দ্র-৫৬৫৭ টি এবং সা(রোত্তর কেন্দ্র - ১১৮৫ টি। রবীন্দ্রভারতী বি(বিদ্যালয় এই মূল্যায়ন পরিচালনা করেন। এই মূল্যায়নে সা(রোত্তর পর্যায়ের ৩৫,০৮৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পু(ষ ২০,৩০২ জন, মহিলা ১৪,৭৮৩ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ৯,১১২ জন এবং উপজাতি ছিলেন ৭১৫ জন। মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ৩১,৫৫২ জন। তার মধ্যে পু(ষ ১৮,২৭০ জন, মহিলা ১৩,২৮২ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ৮,২৯৭ জন এবং উপজাতি ছিলেন ৬৮৮ জন।

এই মূল্যায়নে সা(রতা দ্বিতীয় পর্যায়ের ৩৫,০৮৫ জন

সা(রোত্তর পর্যায়ের চূড়ান্ত বর্হিমূল্যায়নের ফলাফল

সা(রোত্তর পর্যায় (পি.এল.পি)	ল(্যমাত্রা ৫.৭৩ ল(পড়ুয়া কেন্দ্রে নথিভূক্ত(১,৭২,৯২০	মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী				মূল্যায়নের N.L.M. মানে উত্তীর্ণ				
		মোট	পু(ষ	মহিলা	তঃজাতি	তঃউপজাতি	মোট	পু(ষ	মহিলা	তঃজাতি	তঃউপজাতি
		১,২৪,৫৬১	৭৮,৩৫৫	৪৬,২০৬	২২,৮৮৪	১৪০৯	১,০২,৯৩৪	৬৫,২৫০	৩৭,৬৮৪	১৯,১২৬	১২১১
সা(রতার দ্বিতীয় পর্যায় (টি.এল.সি)	৭.৭৫ ল(পড়ুয়া কেন্দ্রে নথিভূক্ত(১,২৯,৭৯৫	২৮,২৩৫	১৬,৫৭৩	১১,৬৬২	৫,২৫৬	২৯৪	২৪,২০২	১৪,২৭৭	৯,৯২৫	৪,৪৬৭	২৪৮

অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পু(ষ ২০,৩০২ জন, মহিলা ১৪,৭৮৩ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ৯,১১২ জন এবং উপজাতি ছিলেন ৭১৫ জন। মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ৩১,৫৫২ জন। তার মধ্যে পু(ষ ১৮,২৭০ জন, মহিলা ১৩,২৮২ জন। তপসিলী জাতিভুক্ত(ছিলেন ৮,২৯৭ জন এবং উপজাতি ছিলেন ৬৮৮ জন।

১৯৯৯ সালের ১০ই জুলাই চলমান মূল্যায়নের পর সা(রোত্তর পর্যায়ের চূড়ান্ত বর্হিমূল্যায়নের ল(্যে মুর্শিদাবাদ জেলা সমিতি জোর পদ(েপ গ্রহণ করে। এই মূল্যায়নের সা(রোত্তর পর্যায়ে বেশি পড়ুয়া আনার চেষ্টা করা হয়। মধ্যবর্তী ও চলমান মূল্যায়নে সা(রোত্তর পর্বের মান পাওয়া পড়ুয়াদেরও এই পর্বে আনার চেষ্টা চলে। স্বাভাবিকভাবেই এই পর্বে সা(রতার দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রে নথিভুক্ত(পড়ুয়া সা(রোত্তর পর্বের মূল্যায়ন এসে যান। এই সময় কেন্দ্রের সংখ্যাও বেশ কিছু বেড়ে যায়। মোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,২৫৩। সা(রতা কেন্দ্র ২৪০৫ এবং সা(রোত্তর কেন্দ্র ৮৮৪৮ টি। বেশ কিছুদিন কেন্দ্রগুলি ভালোভাবে চলে এবং ২০০০ সালের ২০ ও ২১ শে জুলাই সা(রোত্তর পর্যায়ের চূড়ান্ত বর্হিমূল্যায়ন হয়। একই সাথে সা(রতার দ্বিতীয় পর্যায়েরও মূল্যায়ন হয়। উড়িষ্যা রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র এই মূল্যায়ন পরিচালনা করেন। এই মূল্যায়নের ফলাফল উপরের সারণীতে আছে।

প্রবহমান শি(া কর্মসূচী ঃ উপরিউক্ত(মূল্যায়নগুলির মুর্শিদাবাদ জেলা সার্বিক সা(রতা প্রসার সমিতি জেলায় নবসা(র ও স্বল্প সা(রদের একটা শি(িত সমাজ গড়ে তুলেছে। এবার ল(্য নবসা(রদের জন্য ধারাবাহিক বা প্রবহমান শি(া। সা(রতা কর্মসূচীর তৃতীয় ও শেষ ধাপ হল প্রবহমান শি(া। শি(ার প্রবহমানতা বজায় রাখার এই কর্মসূচী। এই পর্বে সা(রতা কর্মসূচী একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চলেছে। জেলার নবসা(র, স্বল্পসা(র, বিদ্যালয় ছুট নির(র এবং আগ্রহী পড়ুয়াদের জন্যই ধারাবাহিক শি(া প্রকল্প।

সাধারণভাবে এলাকার ২৫০০ জনসংখ্যা পিছু এবং অন্তত ৫০০ জন নবসা(র নিয়ে একটি করে ধারাবাহিক শি(াকেন্দ্র চালু হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন একজন করে প্রেরক এবং একজন সহপ্রেরক। এই রকম ১৫ - ২০ টি কেন্দ্রের জন্য থাকবে একটি করে মুখ্য ধারাবাহিক কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করবেন একজন মুখ্যপ্রেরক এবং একজন সহ মুখ্যপ্রেরক। জেলায় খোলা হবে ২১৮৯ টি সাধারণ কেন্দ্র এবং ১৫৬ টি মুখ্যকেন্দ্র।

গ্রন্থাগার

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনাকাল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ শাসন কালে ও নবাবী আমলে। হাজারদুয়ারীর প্রতিষ্ঠা বা নির্মাণ-সময় ১৮৩৭ সাল আর নিজামত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা তারও কিছু পরে ১৮৬৪ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ফেরাদুনজার সময়ে। সম্ভবতঃ এরই কিছু আগে জেলা কালেক্টরেট গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারী এবং নবাবী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগই মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়ার কথা।

উনিশ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা চিন্তা জগতের যতকিছু স্ফুরণ ও আন্দোলন হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল তার উর্বর ভূমি। মুর্শিদাবাদের গর্ব ছিল তার পাণ্ডিত্যের ঐতিহ্য ও শি(া প্রতিষ্ঠানগুলি। জেলার বহুখ্যাত শি(া প্রতিষ্ঠান, কৃষ(নাথ কলেজ ইতিহাস প্রাচীনত্বে ও গৌরবে কলকাতার হিন্দু কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সী) সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ঠিক একই সময়ে জেলার বিভিন্ন মহকুমায় জমিদার ও রাজাদের উদ্যোগে ভালো স্কুল ও পারিবারিক গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। জেলা কালেক্টরেট গ্রন্থাগার ও হাজারদুয়ারীর নিজামত গ্রন্থাগারই জেলার বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন। কৃষ(নাথ কলেজ ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও কলেজের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয় তারও অনেক পরে।

বহরমপুর শহরে রামদাস সেনের পারিবারিক গ্রন্থাগারও ছিল প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকাকালীন এই গ্রন্থাগার নিয়মিত ব্যবহার করতেন। লালগোলাধিপতির ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, কাশিমবাজার রাজ গ্রন্থাগার, কান্দী রাজ গ্রন্থাগার, জেমো রাজ গ্রন্থাগার, বনওয়ারীবাদ রাজ গ্রন্থাগার ও নিমতিতার জমিদারের গ্রন্থাগার প্রভৃতি পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জেলা কালেক্টরেট স্থাপিত হওয়ার পর সরকারী নথিপত্র, চিঠিপত্র, ম্যাপ ও আইনের পুস্তকাদির প্রয়োজনেই মূলতঃ এই সরকারী গ্রন্থাগার - জেলা কালেক্টরেট গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। বহরমপুরের প্রখ্যাত সেন পরিবারের সন্তান ও খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ রামদাস সেনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সমাবেশ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই প্রয়াত হলে পরবর্তী কালে তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। জিয়াগঞ্জের সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং নেহালিয়ার পারিবারিক গ্রন্থাগারটিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও উৎকৃষ্ট মানের ছিল। জেমোতে পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিতেও ছিল বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি। লালবাগের নবাব বাহাদুর ইনষ্টিটিউশন গ্রন্থাগার ও নসীপুর রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারও একদা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল।

নবাবী আমলের প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম ছিল। ইংরাজ রাজত্বে ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এবং স্কুল শিক্ষার শুরু হয়। তবে সে সময় জেলায় শিক্ষিতের হার খুবই কম থাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চাহিদাও কম ছিল। অল্প সংখ্যক উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষেরা নিজ-নিজ পারিবারিক গ্রন্থাগারই ব্যবহার করতেন। আর এ কারণেই প্রধানতঃ অবস্থাপন্ন জমিদার, রাজা, মহারাজা ও নবাবেরা ব্যক্তিগত অর্থ ও চেষ্টায় নিজ নিজ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ বাড়ীতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা তখন আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হ'ত। ঐ সব গ্রন্থাগারের পাঠক সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ঐ সব গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহারাজাদের পরিবারের লোকজন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও ঘনিষ্ট বন্ধু বান্ধবরাই ছিলেন ঐ সব গ্রন্থাগারের পাঠক। পরবর্তীকালে কালের গতিতে ঐ সব গ্রন্থাগার আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলায় গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু পারিবারিক গ্রন্থাগার।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয় সাধারণ মানুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার। বর্তমানে সাধারণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় দুই শত। বিংশ শতকের প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বহরমপুরের গ্র্যান্ট হল গ্রন্থাগারটিই জেলার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার (স্থাপিত-১৯০৩ সাল) তবে এই গ্রন্থাগারটি শুধুমাত্র গ্রন্থাগার হিসাবেই গড়ে ওঠেনি। 'গ্র্যান্টহল ক্লাবের' প্রতিষ্ঠার অনেক পরে এটি ক্লাবের বিভিন্ন শাখার একটি হিসাবেই ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র গ্রন্থাগার হিসাবেই গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারের প্রাচীনত্বে গোরাবাজারের 'বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী' মুর্শিদাবাদ জেলায় সাধারণ মানুষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সর্ব প্রাচীন পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণের গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯০৫ সাল)। বহরমপুর শহরে গোরাবাজার অঞ্চলের ২ নং মহেন্দ্র মুখার্জী রোডে অবস্থিত এই গ্রন্থাগারটি। সে সময়টা বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলায় তথা অবিভক্ত বঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হ'ত। বহু জ্ঞানীগুণী শিক্ষক সমাবেশে সে সময় কৃষ্ণনাথ কলেজ জ্ঞান ও গরিমার এক সার্থক 'পীঠস্থান'। কলেজের ছাত্ররা যেমন স্বদেশ প্রেমের সাক্ষর রেখেছেন সে সময়, তেমনই শিক্ষায় ও জ্ঞানের দীপ্তিতেও ছিলেন উজ্জ্বল। কলেজের মেধাবী ছাত্র গুরুদাস সরকার, নিশিকান্ত সান্যাল, বিনয়কুমার সেন ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা সম্মিলিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন এই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠাগারের, তাঁদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য। এঁদেরই একজন গুরুদাস সরকার ১৯০৫ সালে এই বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত কৃষ্ণনাথ কলেজ শতবর্ষ পূর্ত্তি স্মারকগ্রন্থে। অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল সম্পর্কে লিখিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'গুরুদাস সরকার, নিশিকান্ত সান্যাল, বিনয় কুমার সেন, সুকুমার চট্টোপাধ্যায় টিউশানি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া (পুঁজি মাত্র ১০০ টাকা) গোরাবাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। উক্ত পাঠাগারের নাম রাখা হ'ল 'বঙ্কিমচন্দ্র লাইবেরী'। নিশিকান্ত তখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। তখন কৃষ্ণনাথ কলেজেই এম.এ.পড়া যাইত। গুরুদাস সরকার ১৯০৫ সালে ইংরাজীতে এবং ১৯০৭ সালে নিশিকান্ত সান্যাল ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতেই উত্তীর্ণ হন। নিশিকান্তই আমাদের মধ্যে এই ধরণের সকল কাজেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। নিশিকান্তের ইচ্ছানুযায়ী উপন্যাস, গল্প বাদ দিয়ে অপর যাহা কিছু বাংলা সদ্‌গ্রন্থ আছে তাহাই রাখা হইল গ্রন্থাগারেতে। মনে আছে সেই পুস্তক তালিকায় ছিল ইন্দুমাধব মল্লিকের 'চীন ভ্রমণ' (ভ্রমণ কাহিনী) দেউস্করের দেশের কথা, সেকালের প্রখ্যাত লেখিকা রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী প্রভৃতি'। তখন হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতেই এই গ্রন্থাগারটি ছিল। গৃহস্বামী এই বিদ্যোৎসাহী ছাত্রগণের প্রতি স্নেহবশতঃ কোন গৃহ ভাড়া নিতেন না। ১৯৭৫ সালে গ্রন্থাগারটিতে শিশু বিভাগ চালু হয় এবং ১৯৯৬ সালে গ্রন্থাগারটির এই শিশু বিভাগ শ্রেষ্ঠত্বের

বিচারে বঙ্গীয় লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮২ সালে এই গ্রন্থাগারটি গর্ভনমেন্ট স্পনসর্ড, সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত (নিয়ন্ত্রণাধীন), গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সকল বিভাগ মিলিয়ে বই-এর সংখ্যা ৫ হাজার। এছাড়া পত্র-পত্রিকাও আছে বেশ কিছু। তবে গ্রন্থাগারের দীর্ঘ জীবনে বহুবার স্থান পরিবর্তনের ফলে বহু মূল্যবান পত্র-পত্রিকা ও বহু বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শতাব্দী প্রাচীন এই গ্রন্থাগারটি জেলার গর্ব।

মুর্শিদাবাদ নিজামত লাইব্রেরী ঃ হাজারদুয়ারীর (লালবাগে) অভ্যন্তরে নবাবের প্যালেস গ্রন্থাগারে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই নিজামত গ্রন্থাগারটি সাধারণত নবাবের পরিবারের ব্যবহারের জন্যই স্থাপিত হয়। তবে পূর্বে এটি নবাবী সম্পত্তি হলেও বর্তমানে তা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশেষ ভাবে সরকারী অনুমতি সাপে(গবেষকগণ এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। হাজারদুয়ারী নির্মিত হয় ১৮৩৭ সালে কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা তারও পরে। যদিও এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না তবে সম্ভবত নবাব নাজিম ফেরাদুনজা এর আমলে ১৮৬৪ সালে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় বই-এর সংখ্যা কম থাকলেও পরবর্তীকালে নবাব হাসান আলির সময়ে লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। 'গি-ম্পসেস অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে এই গ্রন্থাগারের উল্লেখ আছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি সহ মোট বই এর সংখ্যা আট হাজার। এছাড়াও প্রায় দুই হাজার পত্র-পত্রিকা আছে। অধিকাংশ বই ইংরাজী ভাষায় রচিত। ফার্সী, আরবী ও উর্দু ভাষার বইও আছে। বাংলা ভাষায় রচিত বই প্রায় নেই বললেই চলে। কেননা নবাবী আমলে বাংলা ভাষার সঙ্গে নবাবী যোগ খুবই অল্প ছিল। উল্লেখযোগ্য বই এর মধ্যে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', ইয়াকুব মুস্তারম্ এর 'দেওয়ান-ই-লকিৎ' প্রভৃতি অন্যতম। হাতে লেখা ছোট ও বড় কুড়িটি কোরান এই গ্রন্থাগারে আছে। এই গ্রন্থাগারে উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রায় দুই/আড়াই হাজার পাণ্ডুলপি আছে। এগুলি সবই দুষ্প্রাপ্য পর্যায়ের। হাতে লেখা কোরানগুলির প্রতিটি পাতায় তুলি ও কলমের সুক্ষ্ম কা(কার্য ল(্য করার মতো। পত্র, পত্রিকার মধ্যে ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ', 'এডিনবার্গ রিভিউ', 'কার্লাইল ম্যাগাজিন', 'ডাবলিন ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন', 'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল' ও 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হানসার্ড-এর 'পার্লামেন্টারী ডিবেট'-এর ২৩৯টি খণ্ড।

জেলা কালেক্টরেট লাইব্রেরী ঃ বহরমপুরে অবস্থিত জেলা কালেক্টরেট গ্রন্থাগারটিও বেশ পুরনো। এই গ্রন্থাগারটিতে বেশ কিছু দুর্লভ বই ও রেকর্ডের সংগ্রহে সমৃদ্ধ। তবে এটি সাধারণের ব্যবহার্য নয়। সম্ভবতঃ এটিই জেলার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার। যদিও এটির সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। যেহেতু এটি সরকারী তথ্যমূলক গ্রন্থাগার তাই গ্রন্থাগারে তেমন কোন গল্প বা উপন্যাসের বই নাই। আছে বহু আইন ও সরকারী দস্তাবেজ ও দলিল পত্রের তথ্য ও সরকারী গেজেট, সেন্সাস রিপোর্ট, লিঙ্গুইস্টিক রিপোর্ট, হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস্ অব্ বেঙ্গলের প্রায় সবকটি খণ্ড। চার খণ্ড মুতা(রীণ। এছাড়াও জেলার কিছু নদ-নদীর মানচিত্র। সব কিছু মিলিয়ে বই-এর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। পুরানো আমলের কাউন্সিল এ্যাক্ট এবং রাজস্ব সংক্র(ান্ত কাউন্সিলের কার্য বিবরণীর কয়েকটি খণ্ড। গবেষকদের জন্য গ্রন্থাগারটিও যথেষ্ট উপযোগী।

গ্র্যান্টহল গ্রন্থাগার ঃ গ্র্যান্টহল গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৩ সালে। জেলা কালেকটরেট গ্রন্থাগারকে বাদ দিলে এটিই বহরমপুরে বর্তমানে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার। যদিও এটি 'গ্র্যান্টহল ক্লাবের'-ই একটি শাখা।

গ্র্যান্টহল ক্লাবের নাম পরিবর্তনকালে গ্রন্থাগারের নামও পরিবর্তিত হয়ে 'যোগেন্দ্র নারায়ণ মিলনী লাইব্রেরী' রূপে পরিচিত লাভ করে। ১৮৬৬ সালে এখানেই ম্যারিয়ণ সাহেবের কুঠী বাড়ীটিকে শহরে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি(ও রাজকর্মচারী জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত তিন হাজার আটশত টাকায় খরিদ করেন এবং নামকরণ করা হয় স্যার পিটার গ্র্যান্ট এর নামানুসারে 'গ্র্যান্টহল' নামে। ১৮৯৭ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ঐ পুরাতন ভবন ধ্বংস প্রাপ্ত হলে ১৯৯১ সালে লালগোলাধিপতি যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও নিজ ব্যয়ে বর্তমান ভবনটি নির্মাণ করে দেন। ১৯০৩ সালেই ক্লাবের এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা হয়। যদিও সেই সময় বই-এর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য অনুত্তম সেনের প্রস্তাবানুযায়ী বৃটিশ রাজপু(ষ এর নামাঙ্কিত এই ক্লাব তথা গ্রন্থাগারটির নাম পরিবর্তন করা হয় । গ্র্যান্টহলের পরিবর্তে লালগোলাধিপতির নামানুসারে নূতন নাম হয় 'যোগেন্দ্রেনারায়ণ মিলনী'। আজিমগঞ্জের সেতাবচাঁদ নাহার, কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলাধিপতি রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রী বনবিহারী সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, গিরিজাশঙ্কর, নৃপেন্দ্রনাথ বসু সর্বাধিকারী, হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক (যুবনা(্ব), বাবু

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কমলেন্দু বাগচী, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি(বর্গের কাছে থেকে বহু মূল্যবান পুস্তক, আসবাবপত্র ও অর্থ দ্বারা গ্রন্থাগারটি বিভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা বার হাজার।

জেলা গ্রন্থাগার ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি জেলার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম নয় বরং এটি নবীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম বলা যায়। এটির জন্ম ১৯৫৬ সালে। শু(তে এই গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র জেলা গ্রন্থাগার।' বহরমপুরের উত্তরে সৈদাবাদে কাশিমবাজার রাজের ভবনে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ কুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই ভবনের একটি অংশ জেলা গ্রন্থাগারকে দান করেন। এছাড়া এক হাজার মূল্যবান পুস্তকও এই রাজ পরিবার জেলার গ্রন্থাগারকে দান করেন।

শু(তে এই লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা ছিল ১৪,৮৯৭টি। বর্তমানে এই লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা পঁচিশ হাজারের বেশী। বহু মূল্যবান বই এই তালিকায় আছে। শু(তে জেলা শাসক এই লাইব্রেরীর পরিচালন সমিতির সভাপতি ও জেলা সমাজ শি(া আধিকারিক এর সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে এটি জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিকের নিয়ন্ত্রাণাধীন। পূর্বে জেলা গ্রন্থাগারের একটি মোবাইল ইউনিট ছিল। আজ তা নেই। সৈদাবাদ রাজবাড়ী হতে সম্প্রতি জেলা গ্রন্থাগার শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ব্যারাকস্কোয়ারের পশ্চিমধারে জেলা জজের বাসগৃহে নব নির্মিতবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানে গ্রন্থাগার আধিকারিকের অফিস আছে। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারের পুরাতন নাম পরিবর্তন করে জেলা গ্রন্থাগার নামকরণ করা হয়েছে। শহরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থানকালে বেশ কিছুদিন এই গ্রন্থাগারটি প্রশাসনিক ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ ছিল।

কৃষ(নাথ কলেজ লাইব্রেরী ঃ কলেজের সঙ্গে যুক্ত(গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে জেলায় কৃষ(নাথ কলেজ গ্রন্থাগারটিই সর্বপ্রাচীন এবং নানা মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার দ্বারা সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থাগারটি শতাব্দী প্রাচীন। বই-এর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের অধিক। ব্লকম্যান অনুদিত আইন-ই-আকবরী, অর্মের হিস্ট্রি অব্ ইনদোস্তান, রেণীর ট্রানস্যাসেন ইন বেঙ্গল (১৭৭২-১৭৭৮১) প্রভৃতি বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই আছে। আর বঙ্গদর্শন সহ বিভিন্ন পুরাতন পত্রিকার একশো উনপঞ্চাশটি খণ্ড আছে। গ্রন্থাগারটি জেলার সম্পদ।

লালবাগ নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন গ্রন্থাগার ঃ লালবাগের এই গ্রন্থাগারটি বেশ প্রাচীন। নবাব পরিবারের উদ্যোগ ও অর্থে এটি স্থাপিত। পূর্বে এই শি(া প্রতিষ্ঠানটি 'নিজামত কলেজ' বা নবাব মাদ্রাসা হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ঐ নূতন নামকরণ করা হয় এবং বর্তমানে এটিই একমাত্র সরকারী জেলা স্কুল। গ্রন্থাগারের বয়স শতাধিক বছর। গ্রন্থাগারের বেশ কিছু বই-এ নবাব মাদ্রাসার পুরাতন ছাপ ল(করা যায় অতীত দিনের সা(ী হিসাবে। বর্তমানে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বইসহ মোট বই-এর সংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক। 'এনসাইক্লোপিডিয়া', লিঙ্গুইষ্টিক রিপোর্ট, বাংলা ভাষার প্রথম ইতিহাস 'ইতিহাস মালা' ছাড়াও বেশ কিছু বিদেশী ইংরাজী পত্রিকার কপি গ্রন্থাগারে আছে। এছাড়া আইন-ই-আকবরীর হাতে লেখা একটি কপি আছে।

শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির ঃ এই গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২২ সালে। দীর্ঘদিন বহরমপুর শহরের খাগড়া অঞ্চলে এটি অবস্থিত ছিল গৌর সেনের বাড়ীতে। ১৯৭৩ সালে প্রয়াত বিজয় কুমার গুপ্ত, অমর নিয়োগী প্রমুখের চেষ্টায় ও উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন ও জেলা নূতন প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে এটি সরকারী জায়গায় নূতন ভবনে উঠে আসে স্থায়ীভাবে। সব মিলিয়ে এই পাঠাগারের বই সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অধিকাংশ বই-ই ধর্ম ও দর্শনের ওপর লেখা।

লালগোলা মহেশ নারায়ণ গ্রন্থাগার ঃ সাধারণের গ্রন্থাগার হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। পূর্বে এই গ্রন্থাগারটি লালগোলা 'পাবলিক লাইব্রেরী' হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে লালগোলাধিপতি রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পিতা রাজা মহেশ নারায়ণ রায়ের নামানুসারে গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হয়। এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। জমিসহ সমগ্র গ্রন্থাগারটিই লালগোলাধিপতির দান। এই গ্রন্থাগারটির বই, আসবাবপত্র ও ভবন নির্মাণ প্রভৃতি খাতে লালগোলা রাজ মোট ৩৪,৩০০ (চৌত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা দান করেন। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন স্বনামখ্যাত নলিনীকান্ত সরকার। তাঁর মাসিক বেতন ছিল পঁচিশ টাকা। দোতলা এই গ্রন্থাগার ভবনে মোট দশখানি ঘর আছে। পণ্ডিত ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর ব্যক্তি(গত বই-এর নিলাম হলে সমগ্র বই লালগোলা রাজ খরিদ করেন। এই খরিদ করা বই-এর বড় অংশই উক্ত(গ্রন্থাগারে আছে। সে কারণ এই পাঠাগারটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট বই সংখ্যা প্রায় নয় হাজার। গ্রন্থাগারে উল্লেখযোগ্য দুষ্প্রাপ্য বই-এর মধ্যে 'গি-ম্পসেস অব্ বেঙ্গল', ব্লকম্যান অনুদিত 'আইন-ই-আকবরী', অর্মের 'হিস্ট্রি অব্ ইন্দোস্তান' ইত্যাদি। তাছাড়াও আছে পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেট'। পুরাতন উল্লেখযোগ্য পত্র

পত্রিকার মধ্যে অর্চনা, অনুসন্ধান, উপাসনা, ভারতী, মানসী, মর্মবাণী, নারায়ণ, তত্ত্ববোধিনী, সাহিত্য, সবুজপত্র ও বঙ্গদর্শনের বেশ কিছু খণ্ড এই গ্রন্থাগারে আছে।

আজিমগঞ্জ বাণীমন্দির গ্রন্থাগার ঃ লালবাগ মহকুমার আজিমগঞ্জ শহরে এই পুরাতন গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ তারিখে। গ্রন্থাগারটি নিজস্ব কোন ভবন নেই। গ্রন্থাগারটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। গ্রন্থাগারটি সাধারণ পর্যায়ের এবং পুস্তক সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। কিছু দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। পাঠাগারে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মডার্ণ রিভিউ-এর কিছু সংখ্যা আছে অতীত দিনের গৌরবের সা(হিসাবে।

জঙ্গীপুর সরস্বতী গ্রন্থাগার ঃ গ্রন্থাগারটি প্রায় শতাব্দী প্রাচীন। জন্ম ১৯০৯ সাল জোতকমল গ্রামে। এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারটি পরে জঙ্গীপুরে উঠে আসে। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি(মোহিনী ঘোষ, যামিনী ঘোষ ও বৈদ্যনাথ ঘোষের আন্তরিক চেষ্টায় প্রথমে এটি একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে স্থানীয় জমিদার বংশের সন্তান ভজহরি নাথ ও হরিদাস নাথের চেষ্টায় ও উদ্যোগে জঙ্গীপুরের সাহেববাজার এলাকার একটি ভাড়া বাড়ীতে উক্ত(গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়। সেই সময় থেকেই লাইব্রেরীটি 'জঙ্গীপুর সরস্বতী লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে জিয়াগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তি(ত্ব সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং নেহালিয়া, কাশিমবাজার রাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ ব্যক্তি(বর্গ পাঠাগারটিকে অর্থ সাহায্য করেন এবং পাঠাগারের আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করেন। সংগৃহীত দান ও চাঁদার অর্থে ১৯১৮ সালে তৈরী হয় পাঠাগারের নিজস্ব ভবন। পরবর্তীকালে অনঙ্গমোহন দাস, লালবিহারী দাস, রাণী জ্যোর্তিময়ী দেবী ও মেদিনীপুর জমিদারী এষ্টেট এই গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করেন। গ্রন্থাগারটিতে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

দেশবন্ধু যতীন দাস পাঠাগার ঃ রঘুনাথগঞ্জের এই গ্রন্থাগারটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বয়েজ লাইব্রেরী'টির স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে নামকরণ হয় 'যতীন দাস পাঠাগার'। স্বাধীনতার পর দেশবন্ধু গ্রন্থাগারের সঙ্গে যতীন দাস গ্রন্থাগারের সংযুক্তি(র ফলে নামকরণ হয় 'দেশবন্ধু যতীন দাস গ্রন্থাগার'। এই গ্রন্থাগারের প্রথম সভাপতি ছিলেন বিষু(সরস্বতী। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন জগবন্ধু মল্লিক। তাঁর বেতন ছিল মাসিক দুই টাকা। প্রথমে ভাড়া বাড়ীতে ও পরে পৌরসভা প্রদত্ত জায়গায় নিজ ভবন তৈরী হয় এই গ্রন্থাগারের।

এই গ্রন্থাগারের বই-এর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বেশ কিছু মূল্যবান বই ও পত্রিকা এই গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে আছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জঙ্গীপুর আগমনকালে দু'বার এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেন। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা প্রায় চারশো। এই গ্রন্থাগারটির উদ্যোগে কয়েকবার সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ১লা আগষ্ট গ্রন্থাগারটি সরকার অনুমোদিত মহকুমা গ্রন্থাগাররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কান্দী সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ কান্দীর এই গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে নামকরণ হয় ১৯১২ সালের ১০ই জানুয়ারী। পূর্বে এই গ্রন্থাগারটির নাম ছিল 'কান্দী করোনেশন লাইব্রেরী'। ১৯৫০ সালের ১৫ই নভেম্বর করোনেশন গ্রন্থাগারটির নাম পরিবর্তন করে 'কান্দী সাধারণ গ্রন্থাগার' নামকরণ করা হয়। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মানুষের দানে গড়ে ওঠে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন। গ্রন্থাগারে একটি হলঘর ও ফ্রি রিডিং (ম আছে। গ্রন্থাগারে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই আছে। হাতে লেখা পুঁথি 'শ্রীকৃষ(কর্ণামৃত' এবং 'ভক্তি(রত্নাকর' সযত্নে র(িত আছে। মোট বই-এর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। সদস্য সংখ্যা দুই শতাধিক। কথাশিল্পী অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত এক সময় এই গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

গোকর্ণ শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি মন্দির পাঠাগার ঃ কান্দী মহকুমার গোকর্ণ গ্রামের এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের শি(ানুরাগের পরিচয় মেলে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন সুধাকর রায়। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন তৈরী হয় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মানুষের অর্থ সাহায্যে। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ থেকে গ্রন্থাগারের প(থেকে হাতে লেখা 'অঙ্কুর' পত্রিকা প্রকাশ,—এলাকার মানুষের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় বহন করে। আর্য সমাজের শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজের স্মৃতিবাহী এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন গোকর্ণ গ্রামের শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একটি শুভ্র পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

প্রসন্ন কুমার স্মৃতি গ্রন্থাগার, বেলডাঙ্গা ঃ গ্রন্থাগারটি বেশ পুরাতন। ১৯২০ সালে এটি স্থাপিত হয়। প্রথমে একটি ভাড়া বাড়ীতে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে স্থানীয় শি(ানুরাগী নাগরিক প্রয়াত অশ্বিনী চট্টোপাধ্যায় ও (িতিশ ঘোষের আর্থিক সাহায্যে

১৯৫৪ সালে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন তৈরী হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি চারখানা ঘর বিশিষ্ট দ্বিতল ভবনে অবস্থিত। গ্রন্থাগারে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্রিকা আছে। গ্রন্থাগারটি বর্তমানে সরকারী অনুমোদিত একটি টাউন গ্রন্থাগার রূপে পরিগণিত।

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার ঃ ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে জেলায় আর একটি গ্রন্থাগার ১৯৩৭ সালের ১১ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত কান্দীর রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার। ১৯৬৬ সালে এই গ্রন্থাগারটি সরকারী অনুমোদন পায়। পরবর্তী ১৯৮৭ সালে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর শহর গ্রন্থাগার হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগৃহীত অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি এই গ্রন্থাগারে আজও সংর(ত আছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে হাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে তাঁর লেখার উপর যে শংসাপত্র দেন তা আজও এখানে সংর(ত আছে।

পাঁচথুপি বাণী মন্দির সাধারণ পাঠাগার ঃ আমাদের জেলার ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আর একটি গ্রন্থাগার পাঁচথুপি বাণী মন্দির সাধারণ পাঠাগার। ১৯১৯ সালে ১৫ই মে এই গ্রন্থাগারটির দ্বারোদঘাটন করেন বিপিন চন্দ্র পাল। ১৯৫৭ সালে এই গ্রন্থাগারটি সরকারী অনুমোদন পায় এবং ১৯৮৭ সালে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয় এবং নাম হয় পাঁচথুপি বাণীমন্দির শহর গ্রন্থাগার। ১৯৩১ সালের ৪ঠা এপ্রিল কবি নজ(ল ইসলাম এই গ্রন্থাগারে এসে পরিদর্শনের খাতায় লিখেছেন 'ময়ূরার(ীর কোলে এই বাণী মন্দির। আমি এখানে এসে ধন্য হলাম। সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেলাম এই দেখে যে, রাজনৈতিক হোলীখেলার ধুলাকাদা এখানে এসে পৌঁছায়নি। মনে হয় বাউলের একতারার ধ্বনি এঁরা শুনেছেন। একই নদীর বিচিত্র তরঙ্গমালার মতো এঁরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একই গ্রামের বুকের উপর খেলে বেড়াচ্ছেন, পল্লীগ্রামে এই দৃশ্য বিরল'।

গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ

আমাদের জেলা মুর্শিদাবাদে দেশের সামগ্রিক শি(ার প্রবাহে নানাবিধ উন্নতির সাথে সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলনও হয়। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ঐ সময়ে একটি দুটি করে ৩২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত) গড়ে ওঠে, এবং একটি জেলা গ্রন্থাগারও গড়ে ওঠে। ১৯৭০ সাল থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন সামগ্রিক ভাবে প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হয়।

একটি দুটি করে গ্রন্থাগার সরকারী অনুমোদনও পায়। ১৯৭৭ সালের পর এককালীন ৭০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং পাঁচটি শহর গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। তারপর ৮০র দশকে আরো ৩৭টি গ্রন্থাগার অনুমোদন পায়। বর্তমানে প্রতিটি ব্লকে ৬-৭টি করে গ্রন্থাগার অনুমোদন পেয়েছে। বর্তমানে জেলায় সামগ্রিক ভাবে ১৫৯টি সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত গ্রন্থাগার আছে। এর মধ্যে ১৪৩টি গ্রন্থাগার বর্তমানে চালু আছে। ১৬টি গ্রন্থাগার আদালত সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণে বন্ধ আছে। এই ১৪৩টি চালু গ্রন্থাগারের মধ্যে শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার ১০টি। ১টি জেলা গ্রন্থাগার এবং ১৩২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে সরকার অনুমোদিত পদের সংখ্যা প্রতিটিতে ২জন। শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার গুলিতে ৪ জন। অনুরূপভাবে জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা ৮ জন।

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল অব্ সোস্যাল এডুকেশন' গঠিত হয়। সরকারী আদর্শে ঐ কমিটি গ্রন্থাগার পরিষেবার নানাদিকে নজর দেয়। গ্রন্থাগারিক নিয়োগের (ে ত্রে ঐ কমিটি কাজ করে। ১৯৭৯ সালের আগে গ্রন্থাগার আইন বলে কিছু ছিল না। ১৯৭৯ সালে সরকার গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করেন এবং বিধান সভাতে তা পাশও করেন। পরবর্তী কালে অনেকবার ঐ আইন সংশোধিত হয়। ১৯৮৫ সালে গ্রন্থাগারকে সুস্থ ভাবে পরিচালনা করার জন্য ঐ অ্যাডভাইসারী কাউন্সিল বাতিল করে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক (লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি) গঠিত হয়। গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য চাকরীর শর্তাবলী আদেশও জারী হয়। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে পূর্ণমন্ত্রীর অধীনে একটি দপ্তরে পরিণত হয়। প্রতিটি জেলায় একজন করে গ্রন্থাগার আধিকারিক নিযুক্ত(হন।

৮০র দশকের আগে গ্রন্থাগারগুলিকে বই কেনার জন্য বা দৈনিক সংবাদপত্র, পত্রিকা কেনার জন্য সামান্য অনুদান দেওয়া হ'ত। এই অনুদানের স্বল্পতার জন্য গ্রন্থাগারগুলি কম দামী বইয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। নব্বই দশকের পর থেকে গ্রন্থগারগুলির আর্থিক অনুদান তথা বই কেনার (মতা বেড়েছে। ৯০এর দশকের আগে পাঠক সংখ্যা দশগুণ বেড়েছে। পাঠকের চাহিদা ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী রাজ্য সরকার একটা গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে বছরে ১২০০০ - ১৩০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়। শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারকে ২৫০০০ - ৩০০০০ টাকা এবং জেলা গ্রন্থাগারকে ৮০,০০০ - ৯০,০০০ টাকা অনুদান দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ কাজে অনুদান দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিশেষ অনুদান হিসাবে আবেদনের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গুলির উন্নতির জন্য তাদের ভবন নির্মাণ, পুস্তক, আসবাবপত্র ত্র(য়ের জন্য এবং রাজ্য ও

কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ সাহায্যে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিশেষ অনুদান পেয়ে থাকে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সাধারণ সদস্য, শিশু সদস্য এমনকি নবসা(র সদস্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনটি বিভাগের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী রাজ্য সরকার বই এবং দৈনিক পত্রিকা কেনার জন্য অনুদান দিয়ে থাকে। পাশাপাশি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারগুলিতে ঐ তিনিট বিভাগ খোলার পরও অরেকটি বিভাগ চালু হয়েছে। সেটি বৃত্তি মূলক পরী(ার জন্য ও উচ্চশি(ার (ে ত্রে বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্র।

এই কেন্দ্রগুলির জন্য গ্রন্থাগার দপ্তর আলাদা ভাবে ১৫,০০০/- টাকা করে অনুদান দিয়ে থাকে। পাশাপাশি জেলা গ্রন্থাগারকে সাধারণ অনুদানের সাথে সাথে বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্রের জন্য ৩০,০০০/- টাকা অনুদান দিয়ে থাকে। বর্তমানে এই জেলা গ্রন্থাগারে সাধারণ সদস্য প্রায় ৩,০০০। বৃত্তি সহায়ক কেন্দ্রের সদস্য ১২০০। জেলা গ্রন্থাগারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সংগৃহীত, মণীশ ঘটকের সংগৃহীত, মহাশ্বেতা দেবী এবং রেজাউল করীম সাহেবের সংগৃহীত অনেক দুষ্প্রাপ্য বই সংর(িত আছে। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগারে তালপাতার উপর, ভূর্জপত্রের উপর লেখা, সংস্কৃত ভাষা, পালি ভাষা এবং অনেক অজানা ভাষার উপর পুঁথি সংর(িত আছে। এছাড়া বর্তমানে শি(া দপ্তর ও গ্রন্থগার দপ্তরের সহযোগিতায় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার সেন্টার খোলা হয়েছে। এছাড়াও জেলা শাসকের উদ্যোগে অতি শীঘ্র বৃত্তি সহায়তা পরামর্শ দান কেন্দ্র খোলা হবে।

সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির পাশাপাশি রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তর, যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোন সরকার পোষিত গ্রন্থাগার নাই, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে 'জন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র' খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে আমাদের জেলায় অনুমোদিত ২৬টি জন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের মধ্যে ২১টি চালু হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিকে এককালীন সংগঠকদের সাম্মানিক ভাতা ও পুস্তক এবং দৈনিক পত্র পত্রিকা সহ বছরে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও এই কেন্দ্রগুলি এবং সংগঠকদের নির্বাচিত করেছেন জেলা পরিষদ এবং টাকা পয়সাও দেওয়া হয় জেলা পরিষদের মাধ্যমে। তথাপি সংস্থাগুলি গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীনে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় এই কেন্দ্রগুলি বিপুল জন সমর্থন লাভ করে পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রন্থাগার দপ্তর গ্রন্থাগারের পরিষেবার উন্নতি সাধনের জন্য এবং জেলার বইপ্রেমী ও পাঠকের পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির কথা ভেবে প্রতি বছর বই মেলার আয়োজন করে থাকে। প্রথম জেলা বইমেলা ১৯৮১ সালে বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারী ভাবে জেলাস্তরে সদ্যপ্রয়াত বহরমপুর বাসী কবি মনীশ ঘটক স্মরণে এবং তাঁর সম্পাদিত 'বর্তিকা' পত্রিকার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ঐ বছরের ৩রা জুন থেকে ৯ই জুন বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় কাশী(েরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর বহু আগে ১৯৬৩ সালে এ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বইমেলা, যার উদ্যোক্ত(া ছিলেন স্থানীয় পুস্তকপ্রেমী ও জনসাধারণেরা। যতদূর জানা যায় এটিই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বইমেলা। কলকাতা বইমেলার সূচনা এরও তেরো বছর পরে ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৮ সালে রঘুনাথগঞ্জ শহরেই অনুষ্ঠিত হয় জেলার দ্বিতীয় বইমেলা। ১৯৮১ পরবর্তী কালে এই বইমেলা প্রতি বছর বিভিন্ন সময়ে বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক নামীদামী প্রকাশক, পাবলিশার্স, পুস্তক বিত্রে(তা এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ২০০২-২০০৩ সালের বইমেলাকে কেন্দ্র করে ১১৫টি স্টল হয়েছিল। মোট বই বিত্রি(হয়েছিল ২০,০০,০০০ টাকার। মেলাতে প্রায় ৫০,০০০ মত লোক সমাগম হয়েছিল। মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, কবি সম্মেলন, অনুগল্প পাঠের আসর ইত্যাদির আয়োজন করা হ'ত। বাদ থাকত না লোক সংস্কৃতিও । আর পাঁচটা জেলার মেলার মতো বইমেলাও এখন জেলাবাসীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। বইমেলা এখন তাদের সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ।

এক নজরে জেলার গ্রন্থাগার

১)	মোট গ্রন্থাগার ঃ	-	১৫৯টি
	জেলা গ্রন্থাগার	-	১টি
	শহর গ্রন্থাগার	-	১১টি
	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	-	১৪৭টি
২)	মহকুমা ভিত্তিক গ্রন্থাগার সংখ্যা (চালু)		
	বহরমপুর	-	৩১টি
	জঙ্গীপুর	-	৩৬টি
	কান্দী	-	৩০টি
	লালবাগ	-	২৭টি
	ডোমকল	-	১৯টি
৩)	জেলায় গ্রন্থাগারের মোট বই সংখ্যা	-	৭,৬২,২৬৩টি
৪)	মোট সদস্য পাঠক সংখ্যা	-	৫৩,৫৮৮ টি
৫)	গড় দৈনিক বই লেনদেনকারী	-	৯,৮৮৩টি
৬)	মোট দৈনিক ব্যবহারকারী সংখ্যা	-	৯,৮৩০জন
৭)	জেলায় মোট গ্রন্থাগার কর্মী	-	২৩৬ জন
	পু(ষ	-	২২৯ জন
	মহিলা	-	৭ জন

সূত্র ঃ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগারের তালিকা

০১.০৪.২০০০ পর্যন্ত

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম, ডাকঘর	পোষিত অঞ্চল	পুস্তক সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	দৈনিক লেনদেকারী	দৈনিক ব্যবহারকারী
১)	মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	৩১,২০৯	২৮৬৩	১৫০	২৫০
	শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার					
১)	কান্দী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর মহকুমা গ্রন্থাগার, কান্দী	কান্দী পৌরসভা	৫৭০৯	১০৪৯	১৫০	১৮০
২)	দেশবন্ধু যতীন দাস মহকুমা গ্রন্থাগার, রঘুনাথগঞ্জ	রঘুনাথগঞ্জ পৌরসভা	৫৮৫৮	১০৭৩	১৪৭	১৫০
৩)	ধুলিয়ান শহর গ্রন্থাগার, ধুলিয়ান	ধুলিয়ান পৌরসভা	৭৪৩৯	৩৮৯	১৬০	১৭০
৪)	বান্ধব সমিতি লালবাগ মহকুমা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পৌরসভা	৮০২৫	৪৯৫	৯৮	১০১
৫)	বেলডাঙ্গা পি.কে.এম.শহর গ্রন্থাগার, বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা পৌরসভা	৯৯৭৪	৪৩৮	৪০	৪২
৬)	মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শহর গ্রন্থাগার, খাগড়া, সৈদাবাদ	বহরমপুর পৌরসভা	২২৮৮	৪১১	২৯	৩০
৭)	রামেন্দ্রসুন্দর শহর গ্রন্থাগাব, জেমো রাজবাটী	কান্দী পৌরসভা	১৩০৮৮	২৪৬৪	৩২	৩৩
৮)	লালগোলা এম. এন. একাডেমী, টাউন লাইব্রেরী, লালগোলা	লালগোলা পৌরসভা	১২৫২৯	২০৩	৩৭	৪০
৯)	পাঁচথুপি বাণী মন্দির শহর গ্রন্থাগার, পাঁচথুপি	বড়এ(া ব্লক	৮৭৫২	৪৯২	৩৮	৪০
১০)	মীর্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার, মীর্জাপুর	রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক	৭২০৮	২৫৬	৩০	৩২
১১)	শান্তিময়ী চন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার শহর গ্রন্থাগার, জিয়াগঞ্জ	জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জ				
	প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী / গ্রামীণ গ্রন্থাগার					
১)	কান্দী সাধারণ পাঠাগার, কান্দী	কান্দী পৌরসভা	৪২৯৫	২১৮	৭০	৭৫
২)	সরস্বতী পাঠাগার, জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর পৌরসভা				
৩)	বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, বহরমপুর, গোরাবাজার	বহরমপুর পৌরসভা	৫৮০৫	৪০০	৬০	১০০
৪)	উগ্রাভাটপাড়া সুহৃদ সংঘ পাঠাগার, জীবন্তী	কান্দী ব্লক	১৯৪৮	২৪৫	৪৮	৫২
৫)	গোকর্ণ এস.এস.মন্দির গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গোকর্ণ	কান্দী ব্লক	৩৭০০	৪৮২	৩৮	৪০
৬)	নবগ্রাম সাধারণ পাঠাগার, হাজারপুর নবগ্রাম	কান্দী ব্লক	৪১৩০	১৯৪	১৮	২০
৭)	পাতনা সেবক সংঘ (রাল লাইব্রেরী, বাগোর	কান্দী ব্লক	২৮৯৯	১৭৫	২৭	৩০
৮)	বহড়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, বহড়া	কান্দী ব্লক	২৬৪৭	২২৪	৩০	৩৫
৯)	ভবানী স্মৃতি পাঠাগার, মাহাদিয়া	কান্দী ব্লক	১৯১	২০৩	৪০	৪৫
১০)	শরৎ স্মৃতি শি(া কেন্দ্র, পুরন্দরপুর	কান্দী ব্লক	৫৭৫	১২৮	৩৮	৪২

শি(া

ত্র(মিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম, ডাকঘর	পোষিত অঞ্চল	পুস্তক সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	দৈনিক লেনদেকারী	দৈনিক ব্যবহারকারী
১১)	খড়গ্রাম বান্ধব পাঠাগার, খড়গ্রাম	খড়গ্রাম ব্লক	২২৫৪	৮৪	২৫	২৭
১২)	জয়পুর মিলন সমিতি (রাল লাইব্রেরী, জয়পুর	খড়গ্রাম ব্লক	২৬১৬	২২০	২৬	২৮
১৩)	পার্বতীপুর যুব সংঘ (রাল লাইব্রেরী, এড়োয়ালী	খড়গ্রাম ব্লক	২৬৮৫	১৪৩	২৪	২৬
১৪)	বালিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি পাঠাগার, কান্দী বালিয়া	খড়গ্রাম ব্লক	৩৫৪৩	৯৫	৫৪	৫৬
১৫)	সাহাপাড়া জনকল্যাণ পাঠাগার, শাহী শেরপুর	খড়গ্রাম ব্লক	২৩৫১	৪১	৩০	৩২
১৬)	খয়রামারী মিলনী (রাল লাইব্রেরী, খয়রামারী	জলঙ্গী ব্লক	৩৭৭৭	১৭৯	২৭	৩০
১৭)	জলঙ্গী কিশোর সংঘ (রাল লাইব্রেরী,চোঁয়াপাড়া,জলঙ্গী	জলঙ্গী ব্লক	৪৮৬০	১২৭	৩২	৩৪
১৮)	সরকারপাড়া সত্য সংঘ (রাল লাইব্রেরী	জলঙ্গী ব্লক	২৩৬৬	৭২	৫২	৫৬
১৯)	ফরিদপুর কিশোর সংঘ (রাল লাইব্রেরী, ফরিদপুর	জলঙ্গী ব্লক	৩৮১৩	১৩৬	৪০	৪২
২০)	সাগরপাড়া ওয়াই.এম.এ.(রাল লাইব্রেরী, সাগরপাড়া	জলঙ্গী ব্লক	৩৪২৮	৪৫৭	৩৮	৪০
২১)	সাহেবনগর সবুজ সংঘ (রাল লাইব্রেরী, সাহেবনগর	জলঙ্গী ব্লক	২১৫৮	৯৭	২৭	২৮
২২)	চোঁয়াপাড়া ত(ণ সংঘ (রাল লাইব্রেরী, চোঁয়াপাড়া	জলঙ্গীব্লক	১২০০	৬২		
২৩)	জিতপুর পাবলিক লাইব্রেরী, জিতপুর	ডোমকল ব্লক	৪৪০০	৬০	২৬	২৮
২৪)	ধুলাউড়ি পল্লীমঙ্গল সমিতি পাঠাগার, ধুলাউড়ি	ডোমকল ব্লক	২২৪০	২৫০	৪৮	৫০
২৫)	ডোমকল জনকল্যাণ সমিতি লাইব্রেরী, ডোমকল	ডোমকল ব্লক	৬৭৪৭	১৫৯	৩৭	৪০
২৬)	বিলাসপুর জনকল্যাণ পাঠাগার, রায়পুর	ডোমকল ব্লক	২২৩৬	১৩৩	৫২	৫৫
২৭)	ভগীরথপুর স্টুডেন্ট্স লাইব্রেরী, ভগীরথপুর	ডোমকল ব্লক	১৮০০	৭০		
২৮)	শিবনগর মুকুল সংঘ (রাল লাইব্রেরী, শিবনগর লস্করপুর	ডোমকল ব্লক	২১০৫	২৭৫	২৭	২৯
২৯)	ত(ণ সংঘ (রাল লাইব্রেরী, গঙ্গাধারী	নওদা ব্লক	২১৬০	১৩৫	৩৮	৪০
৩০)	ত্রিমোহিনী প্রগ্রেসিভ ইউনিয়ন (রাল লাইব্রেরী, ত্রিমোহিনী	নওদা ব্লক	২৩৩৫	৩৬৮	৪১	৪৫
৩১)	নেতাজী পাঠাগার (পাটিকাবাড়ী),পাটিকাবাড়ী	নওদা ব্লক	২৮৬৪	২০৬	২৭	২৯
৩২)	রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, আমতলা	নওদা ব্লক	৪৯৯৪	১৩২	৩০	৩২
৩৩)	সর্বোদয় সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রমনা চাঁদপুর	নওদা ব্লক	১২৯৫	১০৫	৩৩	৩৪
৩৪)	গোপগ্রাম ভ্রাতৃসংঘ (রাল লাইব্রেরী, অমৃতকুণ্ড	নবগ্রাম ব্লক	২৩০২	১৩০	৩১	৩২
৩৫)	নবগ্রাম থানা ইউনিয়ন লাইব্রেরী, নবগ্রাম	নবগ্রাম ব্লক	১৭৭৭	১৪০	১৮	২০
৩৬)	পাঁচগ্রাম ত(ণ সংঘ (রাল লাইব্রেরী, পাঁচগ্রাম	নবগ্রাম ব্লক	২২৯৩	৭৮	২১	২৪
৩৭)	পাশলা বি.কে.এম. লাইব্রেরী, পাশলা	নবগ্রাম ব্লক	৪৪০০	২২১	২৭	২৯
৩৮)	মাধুনিয়া সত্যপথ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, অমৃতকুণ্ড	নবগ্রাম ব্লক	২৭৭৭	১২৩	৬১	৬৫

ত্র(মিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম, ডাকঘর	পোষিত অঞ্চল	পুস্তক সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	দৈনিক লেনদেকারী	দৈনিক ব্যবহারকারী
৩৯)	সুকী বালার্ক সংঘ (রাল লাইব্রেরী, সুকী	নবগ্রাম ব্লক	২৬০৭	১২১	২৯	৩০
৪০)	শিবপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি পাঠাগার, রাইগুা	নবগ্রাম ব্লক	১০৬২	১৫০	৩২	৩৪
৪১)	অর্জুনপুর ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী, অর্জুনপুর	ফরাক্কা ব্লক	১৯৪১	৫৮	৬৫	৭০
৪২)	আমতলা সাধারণ পাঠাগার, আমতলা	ফরাক্কা ব্লক	২৩৭৪	১১৭	৫৫	৫৭
৪৩)	কিশোর কল্যাণ পাঠ মন্দির, বিহার জুড়িয়া	ফরাক্কা ব্লক	২৮৪৯	১৩৮	৭০	৭৫
৪৪)	দেওনাপুর প্রগতিশীল সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মহাদেবনগর	ফরাক্কা ব্লক	৮৬০	৯৪	৬০	৬২
৪৫)	ব্রাহ্মণগ্রাম গ্রামীণ গ্রন্থাগার, নয়নসুখ	ফরাক্কা ব্লক	৩৮৪১	১৮৪	৫৭	৫৯
৪৬)	স্বামী বিবেকানন্দ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, নয়নসুখ	ফরাক্কা ব্লক				
৪৭)	কেওয়াতলা নজ(ল স্মৃতি সংহতি পাঠাগার, দৌলতাবাদ	বহরমপুর ব্লক	২৭৫৯	৫০	৬০	৪৫
৪৮)	গোয়ালজান গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গোয়ালজান	বহরমপুর ব্লক	৩১৩৩	১৬৭	৪০	৬০
৪৯)	ব্যোমকেশ স্মৃতি পাঠাগার, সাটুই	বহরমপুর ব্লক	২৩৪৬	১৪৭	৭০	৭৫
৫০)	মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগার, কর্ণসুবর্ণ	বহরমপুর ব্লক	৪২৫০	১৪৯	৫০	৪০
৫১)	মণীন্দ্রনগর যুব সংঘ পাঠাগার, কাশিমবাজার রাজ	বহরমপুর ব্লক	৫২৯৬	৮৭	৩০	৪৮
৫২)	হাতীনগর নিবেদিতা পাঠাগার, হাতীনগর	বহরমপুর ব্লক	৩১৩২	২৩০	৫০	৫০
৫৩)	কাজীসাহা নজ(ল লাইব্রেরী, ময়নাপুর	বেলডাঙ্গা-১ ব্লক	৭১২	৭৮	৬৬	৭০
৫৪)	কালীতলা শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী, কালীতলা	বেলডাঙ্গা-১ ব্লক	৩৪৫৪	২৩০	৪৫	৫০
৫৫)	ভাবতা হিন্দ লাইব্রেরী, ভাবতা	বেলডাঙ্গা-১ ব্লক	২৯১২	৩৭৩	৩৭	৩৭
৫৬)	সারগাছি রামকৃষ(মিশন গ্রন্থাগার, সারগাছি	বেলডাঙ্গা-১ ব্লক	৪৯৭৪	৫৩৬	৬৯	৭২
৫৭)	বেনাদহ সিরাজ স্মৃতি পাঠাগার, মাড্ডা	বেলডাঙ্গা-১ ব্লক	২২৩২	১৬৫	৩৮	৪০
৫৮)	ঘোল্লা কিশোর সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মিল্কী	বেলডাঙ্গা-২ ব্লক	৮১২	৮৮	৮০	৮২
৫৯)	মগনপাড়া প্রগতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রামপাড়া	বেলডাঙ্গা-২ ব্লক	১১৪	১০৯	৪৪	৪৪
৬০)	মজলিশপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী, কামনগর	বেলডাঙ্গা-২ ব্লক	১৯৩৬	২২৯	৩২	৩৩
৬১)	শক্তি(পুর প্রতাপ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, শক্তি(পুর	বেলডাঙ্গা-২ ব্লক	৪০৪৮	১৩৫	২৩	২৪
৬২)	সোমপাড়া বান্ধব পাঠাগার, সোমপাড়া	বেলডাঙ্গা-২ ব্লক	১১৩৫	৬০	২৬	২৮
৬৩)	খরজুনা পাবলিক লাইব্রেরী, খরজুনা	বড়এ(া ব্লক	২১১৯	২১০	৫৫	৫৭
৬৪)	গড্ডাসিংহারী মিলন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গড্ডাসিংহারী	বড়এ(া ব্লক	১২৭২	৪৫	৫২	৫৫
৬৫)	বড়এ(া কল্যাণ সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বড়এ(া	বড়এ(া ব্লক	২২৮৯	২৫১	৪৯	৬০
৬৬)	মান্দ্রা জগৎমোহিনী ভ্রাতৃ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মান্দ্রা	বড়এ(া ব্লক	২২৮৯	২৫১	৪৪	৫০

শি(া

ক্র(মিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম, ডাকঘর	পোষিত অঞ্চল	পুস্তক সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	দৈনিক লেনদেকারী	দৈনিক ব্যবহারকারী
৬৭)	শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, মালিয়ান্দী, মালিয়ান্দী	বড়এ(া ব্লক	২২৩	১২	২৮	৩২
৬৮)	জজান মিলনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জজান	ভরতপুর-১ ব্লক	২৬৯১	৬২০	৩২	৩৪
৬৯)	দে-চাপড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, দে-চাপড়া	ভরতপুর-১ ব্লক	২৫৬৯	১৮৭	২৭	৩০
৭০)	টেঁয়া ওয়াই.এম.এ. গ্রামীণ গ্রন্থাগার, টেঁয়া	ভরতপুর-১ ব্লক	২৭০০	৩৫২	২৭	২৯
৭১)	মালিহাটি দুর্গাদাস সরলাবালা ছাত্র সমাজ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মালিহাটী	ভরতপুর-১ ব্লক				
৭২)	মাশলা নেতাজী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মাশলা	ভরতপুর-১ ব্লক	২১৫০	১৭৫	২৯	৩০
৭৩)	সিজগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, সিজগ্রাম	ভরতপুর-১ ব্লক	১১৪০	২২৮	৩০	৩২
৭৪)	শাহপুর স্পনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী, শাহপুর	ভরতপুর-১ ব্লক	১১৯১	১৭৪	৩৬	৪০
৭৫)	কাগ্রাম নবা(ণ সংঘ পাঠাগার, কাগ্রাম	ভরতপুর-১ ব্লক	২৬০০	১০৭	২৮	৩২
৭৬)	সালার ত(ণ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সালার	ভরতপুর-২ ব্লক	৫১২৯	১৩৭	৪৫	৪৭
৭৭)	সোনা(ন্দী বনওয়ারীবাদ রবীন্দ্র পাঠাগার, বানওয়ারীবাদ রাজ	ভরতপুর-২ ব্লক	২৮৩৮	২৫৮	৪৬	৪৮
৭৮)	ইসমাইল স্মৃতি পাঠাগার, কান্তনগর	ভগবানগোলা-১ ব্লক	৭৯১	৩৯৪	৩৭	৩৯
৭৯)	ওরাহর দীনবন্ধু পাঠাগার, ভগবানগোলা সুন্দরপুর	ভগবানগোলা-১ ব্লক	৪৯৫	২৩০	৪০	৪২
৮০)	দেবাইপুর যুব সংঘ পাঠাগার, দেবাইপুর	ভগবানগোলা-১ ব্লক	৪১৪৩	৩১২	৩৩	৩৬
৮১)	ভগবানগোলা কেদার স্মৃতি পাঠাগার, ভগবানগোলা	ভগবানগোলা-১ ব্লক	৪৩৬২	৭৯৮	৩২	৫৬
৮২)	ভাণ্ডারা পল্লীউন্নয়ন যুব সংঘ পাঠাগার, আম ডহরা	ভগবানগোলা-১ ব্লক	১৬৭৫	৪০৭	১৮	২০
৮৩)	সুবর্ণমৃগী মিতালী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কালুখালি	ভগবানগোলা-১ ব্লক	৭১৬	২০৬	২৭	২৯
৮৪)	লক্ষ্মীনারায়ণপুর সাধনা ক্লাব পাঠাগার, কোলান রাধাকান্তপুর	ভগবানগোলা-১ ব্লক	৩০১০	৮০৬	৩৮	৪০
৮৫)	সমাজ উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, দিয়ার শ্যামপুর	ভগবানগোলা-১ ব্লক	২৪৩১	২২০	২৬	২৮
৮৬)	সেখেরপাড়া নওজওয়ান ক্লাব ও পাঠাগার, হাবাসপুর	ভগবানগোলা-১ ব্লক	১৭৮৭	১৫৮	৩০	৩৩
৮৭)	ইন্দ্রডাঙ্গা পল্লী উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী, ভৈরবপুর	এম-জে ব্লক	৮১৬	৮৬	৩০	৩৫
৮৮)	নেতাজী কিশোর সংঘ পাঠাগার, তেঁতুলিয়া ধরমপুর	এম-জে ব্লক	২৯৮১	১৮৮	৩৭	৩৮
৮৯)	বাঘাযতীন ক্লাব গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রোশনবাগ	এম-জে ব্লক	২৯৮৮	৩২০	৪৭	৫০
৯০)	বান্টী প্রগতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ডাঙ্গাপাড়া	এম-জে ব্লক	১১৮৪	১২৫	৩৮	৪০
৯১)	মুকুন্দবাগ পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কিরীটে(রী	এম-জে ব্লক	৩২৮৩	৮৮	৫৬	৫৮
৯২)	হাসানপুর মিলনী পাঠাগার, হাসানপুর	এম-জে ব্লক	৪৮১৫	১২৭	৪১	৪৪
৯৩)	আঞ্জুমান মহাফেজ উর্দু লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ	এম-জে ব্লক				

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম, ডাকঘর	পোষিত অঞ্চল	পুস্তক সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	দৈনিক লেনদেকারী	দৈনিক ব্যবহারকারী
৯৪)	জিয়াগঞ্জ শ্রীজৈন লাইব্রেরী, জিয়াগঞ্জ	এম-জে ব্লক				
৯৫)	গণকর রবীন্দ্র পাঠাগার, গণকর	রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক	১২৭৪	১৮৮	৪৮	৫০
৯৬)	মঙ্গলজান গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ঘোড়শালা	রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক	৩১৬৪	৬২	৩৬	৩৭
৯৭)	রাজানগর প্রগতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাজানগর	রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক	২৫৯৩	৯০	২১	২৩
৯৮)	শ্রী অরবিন্দ পাঠাগার, জঙ্গীপুর	রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক	৩৩০০	১০৮	৪৫	৫০
৯৯)	সেণ্ডা আশুতোষ লাইব্রেরী, সেন্ডা জানুয়ার	রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক	২৭২০	২০০	২৬	২৮
১০০)	কলাবাগ নাট্য সমাজ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কলাবাগ	রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক	২২০১	৮০	২৪	২৬
১০১)	জোতকমল নবত(ণ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জঙ্গীপুর	রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক	২২০১	৮০	২৬	২৮
১০২)	লবনচোঁয়া রজনী সংঘ পাঠাগার, লবনচোঁয়া	রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক	৪০৩৬	১১৮	২৩	২৪
১০৩)	রামপুর মিতালী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাজপুর তেঘড়ি	রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক	২২৯১	৯২	৩২	৩৪
১০৪)	সেকেন্দ্রা নেতাজী লাইব্রেরী, গিরিয়া	রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক	৩১২৮	৭৬	১৮	২০
১০৫)	চক মহামায়া ক্লাব গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ইসলামপুর চক	রাণীনগর-১ ব্লক	৩৯২৬	২৩২	৪৮	৫০
১০৬)	নেহে(সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পো ঃ হুদা হেরামপুর	রাণীনগর-১ ব্লক	৭০৫	৫৫		
১০৭)	পমাইপুর জনকল্যাণ সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পমাইপুর	রাণীনগর-১ ব্লক	২৬৫০	১২২	২৭	৩০
১০৮)	২২ ভাই গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ইসলামপুর	রাণীনগর-১ ব্লক	২১১১	২৬১	২৪	২৪
১০৯)	কাতলামারী ত(ণ সংঘ পাঠাগার, পো ঃ কাতলামারী	রাণীনগর - ২ ব্লক				
১১০)	ঝর্ণা সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পো ঃ মৃদাদপুর	রাণীনগর - ২ ব্লক	১৮৫৬	৮৬	২৮	৩০
১১১)	নবীপুর আর.এন.ক্লাব লাইব্রেরী, নবীপুর	রাণীনগর - ২ ব্লক	৩৭০১	১৩৩	৩১	৩৩
১১২)	রাজাপুর নবীন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাজাপুর	রাণীনগর - ২ ব্লক	১৭৬৯	১১৪	২৯	৩০
১১৩)	রামনগর ডি.এন. ক্লাব গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রামনগর	রাণীনগর - ২ ব্লক	১৪৪৬	১১৪	৪২	৪৫
১১৪)	সেবক সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, লোচনপুর	রাণীনগর - ২ ব্লক	১৫০০	১০২		
১১৫)	সেখপাড়া প্রগতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সেখপাড়া	রাণীনগর - ২ ব্লক	২২৬৪	৫১৭	৩৬	৩৭
১১৬)	গামীলা নবীন সংঘ পাঠাগার, দিয়ার ফতেপুর	লালগোলা ব্লক				
১১৭)	ডি এফ ডি পল্লীমঙ্গল ক্লাব ও পাঠাগার, দিয়ার ফতেপুর	লালগোলা ব্লক	১৯৩৪	২৬০	৪৫	৪৮
১১৮)	বালীটুঙ্গী বর্ণালী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাজুপুর মধুপুর	লালগোলা ব্লক				
১১৯)	রাজারামপুর মিলনীবীথি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাজারামপুর	লালগোলা ব্লক	২০৪৬	২৪৬	৪২	৪৫
১২০)	সাগিয়া যুব সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সাগিয়া	লালগোলা ব্লক	৩০৩৪	৮২	৩৯	৪২

শি(া

ক্র(মিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম, ডাকঘর	পোষিত অঞ্চল	পুস্তক সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	দৈনিক লেনদেকারী	দৈনিক ব্যবহারকারী
১২১)	দ(ণ গ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, দ(ণ গ্রাম সাবিত্রী	সাগরদীঘি ব্লক	৩০২৫	৮৭	২৭	২৯
১২২)	ফুল সোয়ারী মিলন সংঘ পাঠাগার, বয়না সেখদিঘী	সাগরদীঘি ব্লক				
১২৩)	বালিয়া নেতাজী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বালিয়া	সাগরদীঘি ব্লক	২০৪১	২৭৪	১৯	২৩
১২৪)	মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, দোহালী, দোহালী	সাগরদীঘি ব্লক	১১১৮	২৫২	২৬	২৮
১২৫)	মোরগ্রাম সবুজ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মোড়গ্রাম	সাগরদীঘি ব্লক	১৮২৫	১৯২	২৫	২৭
১২৬)	সাগরদীঘি যুব সম্মিলনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সাগরদীঘি	সাগরদীঘি ব্লক	৪১০০	১৬০	৪৪	৪৬
১২৭)	আজিম-উস্-সান গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মহাদেবনগর	সামশেরগঞ্জ ব্লক	২৭৬০	৬২	৪৯	৫২
১২৮)	কাঁকুড়িয়া সর্বমঙ্গল সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কাঁকুড়িয়া	সামশেরগঞ্জ ব্লক	২৮৬০	১০৭	২৬	২৮
১২৯)	ধুসুরীপাড়া কলোনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, নিমতিতা	সামশেরগঞ্জ ব্লক	৩০০৯	১০৭	২৮	৩০
১৩০)	নিমতিতা এম. এন. স্মৃতি পাঠাগার, নিমতিতা	সামশেরগঞ্জ ব্লক	২৪৫৭	১২৪	২৫	২৬
১৩১)	বিদ্যুৎ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ভাসাই পাইকর	সামশেরগঞ্জ ব্লক	৪৮৯	৮৬	৩৮	৪২
১৩২)	আহিরণ শ্যামলী পাঠাগার, আহিরণ	সুতি-১ ব্লক	২৩৬০	৭৫	৩২	৩৩
১৩৩)	গাংগীন নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ পাঠাগার, গাংগীন	সুতি-১ ব্লক	২৭০৮	৯২	২৯	৩০
১৩৪)	দেবযানী সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সাদিকপুর	সুতি-১ ব্লক	২৩১৭	৮২	২৬	২৮
১৩৫)	নয়াবাহাদুরপুর জে.কে. স্মৃতি সংঘ পাঠাগার,নয়াবাহাদুরপুর	সুতি-১ ব্লক				
১৩৬)	বহুতালি যুবক সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বহুতালি	সুতি-১ ব্লক	২৬৯৭	২২২	৩৮	৪৫
১৩৭)	বংশবাটী ইউনিয়ন লাইব্রেরী, বংশবাটী	সুতি-১ ব্লক	১৯৩১	৩৬১	৩৩	৩৮
১৩৮)	বাণী পাঠাগার, সর্বে(রপুর, সাদিকপুর	সুতি-১ ব্লক				
১৩৯)	অটল বিহারী স্মৃতি পাঠাগার, কাশিমনগর	সুতি-২ ব্লক	২৪৯৪	১০৩	৩২	৩৮
১৪০)	ঔরঙ্গাবাদ আলেয়া সংসদ, ঔরঙ্গাবাদ	সুতি-২ ব্লক	৩৭৭৭	৪৭	৩১	৩৬
১৪১)	কুন্দালিয়া যুব সংঘ পাঠাগার, পা(লিয়া	সুতি-২ ব্লক	২০৭২	২৩১	৩৪	৩৭
১৪২)	নবা(ণ সংঘ এ ক্লাব গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বিহারিয়া	হরিহরপাড়া	১৮৩১	১১০	৪২	৪৩
১৪৩)	নেতাজী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, খিদিরপুর	হরিহরপাড়া	২৭৬৩	১৩৫	৪৫	৪৭
১৪৪)	রঘুনাথ ক্লাব এ ক্লাব গ্রামীণ গ্রন্থাগার, চোঁয়া	হরিহরপাড়া	২৩১০	১৮০	৫৫	৫৬
১৪৫)	(কুনপুর হাইস্কুল লাইব্রেরী, (কুনপুর	হরিহরপাড়া	৫২৫৯	১১১	৩২	৩৩
১৪৬)	সাহাজাদপুর মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সাহাজাদপুর	হরিহরপাড়া	১৯৫১	১৮৯	৩০	৩২
১৪৭)	স্বরূপপুর মিলনী পাঠাগার, স্বরূপপুর	হরিহরপাড়া	২৩৩৪	৪৭	২৪	২৭

সূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের তালিকা, গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকগর

সংগ্রহশালা

হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালা ঃ

মুর্শিদাবাদ শহর তথা সমগ্র জেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 'হাজার দুয়ারী' প্রাসাদ। প্রতি বৎসর যে ল(ল(পর্যটক মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে আসেন তা প্রধানত ঐ হাজারদুয়ারীর জন্যই। বড়কুঠী বা হাজারদুয়ারী এক সুবিশাল অট্টালিকা যা প্রথম দর্শনেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারও কারও মতে এই প্রাসাদ কলকাতার রাজভবনের অপে(াও বেশী আকর্ষণীয়। এমন কি সমগ্র ভারতেও এই অট্টালিকার তুলনা মেলা ভার (The Musnad of Murshidabad)। প্রাচীন গ্রীস ও ইতালীয় স্থাপত্যের সঙ্গে তৎকালীন ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে 'নিও ক্ল্যাসিকাল' স্থাপত্যে নির্মিত এই প্রাসাদ সমকালীন ইংল্যাণ্ডে নির্মিত প্রাসাদগুলির অনুকরণ বলা যায়। নবাব নাজিম হুমায়ন জা-এর আমলে (১৮২৪ - ১৮৩৮) এই প্রাসাদ নির্মিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৩৭-এ। কর্ণেল ডানকান ম্যাক্লিয়ডের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজমিস্ত্রিদের দ্বারা এই বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়।

ত্রিতল প্রাসাদটি তিনটি চত্বরে (ভাগ) বিভক্ত(। দ্বিতল এবং ত্রিতলের ক(এবং বারান্দাগুলি অতি বিশাল। একতলায় তোষাখানা, মহাফেজখানা এবং অস্ত্রাগার(দোতলায় দরবার ক(, বৈঠকখানা, ভোজন ক(, বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, ত্রিতলে নাচঘর, গ্রন্থাগার, শয়নক(প্রভৃতি। দরবার ক(টি অতুলনীয়। পঞ্চাশফুট ব্যাসের বৃত্তাকার বিশালায়তন ক(টিতে ২০ মিটার উঁচু গম্বুজের ছাদ। ছাদ থেকে প্রলম্বিত ১০১ টি শাখাবিশিষ্ট বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠনটিও বিস্ময়কর। সমগ্র প্রাসাদটিতে এক হাজারটি বিশাল আয়তনের দরজা আছে, সেই জন্যই এটি হাজার দুয়ারী নামে অভিহিত। অবশ্য সব দ্বারই আসল নয়, অনেকগুলিই নকল।

প্রাসাদে বিশেষ দর্শনীয় বস্তুগুলি হল বিভিন্ন ক(পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা নানা আকার ও বর্ণের দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী, বি(ের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত মূল্যবান তৈজসপত্র, বিলাস দ্রব্যাদি, বহুমূল্য শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি। গ্রন্থাগারে (বর্তমানে দ্বিতলে অবস্থিত) আছে বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর কোরাণের পুঁথি, বহু দুষ্প্রাপ্য ইংরাজি, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থ। একটি বারান্দায় প্রথম নবাব নাজিম মুর্শিদকুলি থেকে শু(করে সকল নবাবদের প্রতিকৃতি সাজান আছে। একতলার একটি ক(ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সৌধাবলী, মন্দির, মসজিদ ও নানা বিষয়ের চিত্র নতুন সংযোজন। দোতলায় একটি ক(বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি(দের ব্যবহৃত শিবিকা ইত্যাদি দর্শনীয় বস্তু র(ত আছে।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিজামত এস্টেট গৃহীত হয়েছে এবং হাজারদুয়ারী প্রাসাদের র(ণাবে(ণের দায়িত্ব ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বে(ণের (ASI) উপর অর্পণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বহু অর্থ ব্যয় করে জীর্ণ হয়ে যাওয়া প্রাসাদটির ব্যাপক সংস্কার করে এটিকে একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহশালায় (museum) রূপান্তরিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল নু(ল হাসান মহাশয় ১৯৯১ এর ৭ই নভেম্বর এই সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত(করে দেন। ত্রিতলের ক(গুলি সম্পূর্ণ সংস্কার না হওয়ায় সেগুলি এখন বন্ধ আছে। হাজারদুয়ারী এখন জাতীয় সংগ্রহশালায় পরিণত হওয়ায় এর গৌরবও বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে।

হাজার দুয়ারী সংগ্রহশালায় প্রবেশ মূল্য পাঁচ টাকা, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রবেশমূল্য লাগেনা। প্রতি শুক্র(বার এই সংগ্রহশালা বন্ধ থাকে।

জেলা সংগ্রহশালা, জিয়াগঞ্জ ঃ

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার পশ্চিমাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমে আজিমগঞ্জ ব্যান্ডেল-বারহাড়োয়া রেলপথের একটি জংশন স্টেশন। পূর্বাংশ জিয়াগঞ্জ শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথে একটি গু(ত্বপূর্ণ স্টেশন। প্রধানতঃ জৈন ব্যবসায়ীদের কৃতিত্বে এই শহর মুর্শিদাবাদের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। নওলা(া, নাহার, ধুধোরিয়া, দুগাব, সিংহী প্রভৃতি জৈন ব্যবসায়ীদের ও ভূস্বামীদের বিশাল বিশাল প্রাসাদ ও বহু জৈন মন্দির এ শহরের বিশেষত্ব। মধ্যযুগে এই শহর বৈষ(ব ধর্মেরও একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সব মিলিয়ে জিয়াগঞ্জ -আজিমগঞ্জ একটি গু(ত্বপূর্ণ পর্যটন স্থল।

শহরের নেহালিয়া অঞ্চলে জিয়াগঞ্জের অন্যতম বিশিষ্ট ধনী জমিদার, মুর্শিদাবাদ জেলার অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি(ত্ব রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সংগ্রহশালাটি জেলায় অনন্য। জেলার অভ্যন্তর এবং বাহিরের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর একক চেষ্টায় সংগৃহীত বহু হিন্দু দেবদেবীর মুর্তি, শিলালিপি, স্তম্ভ ও কা(কার্যখচিত প্রস্তর ফলক, মুদ্রা প্রভৃতি এখানে রাখা হয়েছে। সংগ্রহশালার গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালের ১লা এপ্রিল সংগ্রহশালা করার জন্য রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ১.১০.১৯৬৪-তে তাঁর সমস্ত সংগ্রহ এবং মিউজিয়ামের জন্য জমি সরকারকে দান করেন। এই অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহশালায় সম্পদের মধ্যে আছে বহু বিষু(মূর্তি, দুর্গা, সরস্বতী, সূর্য, গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, অনেকগুলি বুদ্ধ এবং তারা মূর্তি(বৌদ্ধ দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা এবং হারিতীর বিরল মূর্তি, ব্রাহ্মী অ(রে খোদিত প্রস্তর ফলক, আরবী ও ফার্সী ভাষার শিলালিপি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রা, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি প্রভৃতি। বাস্তবিক মুর্শিদাবাদের পুরাকীর্তির এমন সংগ্রহ জেলায় আর নাই।